www.Moner Sathe.Com

আমাদের সেই শহরে

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

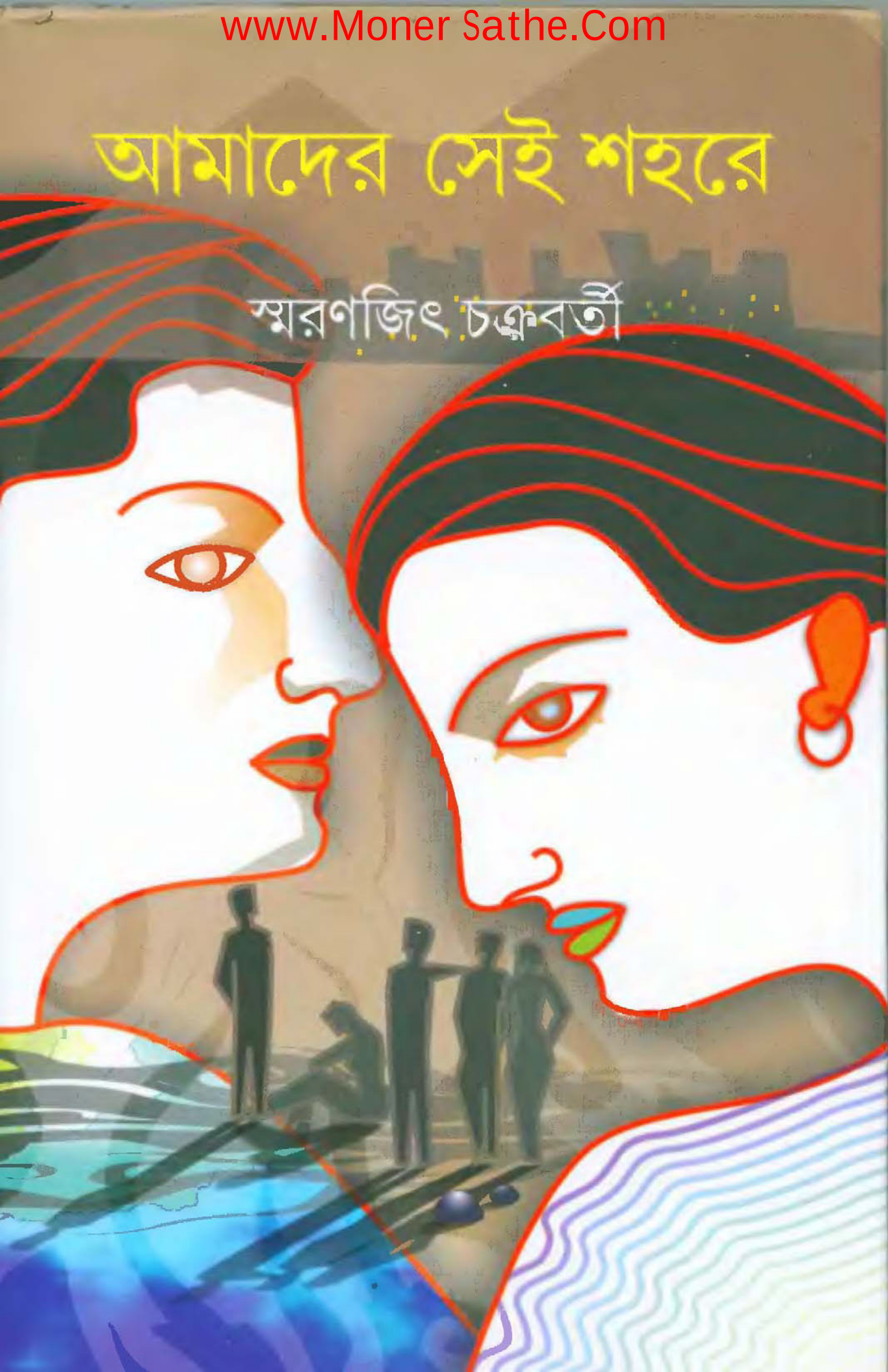

www.MonerSathe.Com

"তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

এই প্রেডিকশনটা যে এমনভাবে একেবারে প্রথম দিনেই ফলে যাবে তা বুঝতে পারিনি। সত্যিই চারদিকটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যুদ্ধের বাজার। সাইরেন বেজেছে। বোমারু বিমান হানা দেবে যে-কোনও মুহূর্তে। হস্টেল থেকে বেরোবার সময় শুনলাম, কোথায় যেন ট্রান্সফরমার বিগড়েছে। নাও, ঠ্যালা বোঝো। মেসে গিয়ে রাতের খাবার সারার আগে এবড়ো-খেবড়ো পথে হোঁচট খেয়েই বোধহয় পেট ভরে যাবে। আমি ছোট-ছোট পায়ে এগোতে লাগলাম। নভেম্বরের প্রথম এখন। অল্প হিম পড়ছে। হস্টেল থেকে বেরোবার সময় দেবুকাকা ছিল আমার সঙ্গে। বলেছিল মাফলারটা মাথায় পেঁচিয়ে নিতে। নিয়েওছিলাম। কিন্তু অটো করে দেবুকাকা হোটেলের দিকে চলে যাওয়ার পর মাফলার খুলে নিয়েছি। এমনিতেই অন্ধকার তার উপর মাফলার জড়ালে মনে হচ্ছে যেন আরওই দেখতে পাচ্ছি না কিছু।

"কানা, বদ্ধকানা তুই। না হলে জয়েন্টে কেউ প্রশ্ন পড়তে ভুল করে! এখানে যদি ইঞ্জিনিয়ারিংটায় চান্স পেতিস, তা হলে অতদূর ঠ্যাঙাতে হত তোকে? নে, যা, ইডলি সাম্বার গেল। ওখানে গিয়েও যদি নিজের এমন ক্যালাসনেস দেখাস, তবে কিন্তু তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে যখন মামা কথাগুলো বলছিল, চোখ ফেটে জল আসছিল আমার। এমনিতেই আমি হোমসিক ধরনের, তার উপর এতদূরে থাকা! আমার কেবল বাড়ির কথা, বন্ধুদের কথা মনে পড়ছিল। আর তার মাঝে মামার অমন খোঁচা!

এখন, এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেই কথাগুলো মনে পড়তেই চোখটা জ্বালা করে উঠল। কে জানে আমার পোষা বেড়ালটা কী করছে এখন?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

বন্ধুরা কি আড্ডায় জড়ো হয়েছে সব? বোনটার গানের মাস্টার এসেছে? বাবা কি ফিরেছে অফিস থেকে?

আমি কিছু জানি না। শুধু জানি এই ঘুটঘুটে অন্ধকার পেরিয়ে আমায় আপাতত পৌঁছতে হবে ওই মেসে।

এই জায়গাটার নাম শ্রীপুরম। বেঙ্গালুরু থেকে এর দূরত্ব একশো চুয়াল্লিশ কিলোমিটারের মতো। পাহাড়, ঝরনা, নদী, ছোট্ট রেলস্টেশন, নারকোল গাছ আর দেবদারু-ইউক্যালিপটাসের বাগান দিয়ে ঘেরা ভীষণ সুন্দর জায়গা এই শ্রীপুরম। গতকাল সকালে এখানে এসে হোটেলে উঠেছিলাম আমরা। তারপর আজই ভর্তি হয়েছি কলেজে। এরই মধ্যে আমি আর দেবুকাকা মিলে ঘুরে নিয়েছি চারদিক। কালকেই ফিরে যাবে দেবুকাকা। তারপরই আমি একা।

তবে জায়গাটাকে তখন যেমন সুন্দর লাগছিল, এখন এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ততটাই কুৎসিত মনে হচ্ছে। কে জানে এখানে চার বছর কাটাব কী করে। আমাদের ক্যাম্পাসের পাশ দিয়েই গিয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ২০৬। মেসের মেন গেট দিয়ে ঢুকতে হলে এই হাইওয়ের পাশ দিয়েই যেতে হয়। রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়ি থেকে ছিটকে আসা আলো ধরে এগোতে লাগলাম আমি। অচেনা জায়গা। কারও সঙ্গে আলাপও হয়নি। তার উপর শুনেছি এখানে ভালই র‍্যাগিং হয়। মেসে কোনও কিছু হবে না তো?

মেসের সামনে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। দুর্বল আলোয় সবকিছুই কেমন যেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লাগছে। দুটো সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠলাম। ডানদিকে সাইনবোর্ড ঝুলছে। লেখা, 'সমুদ্রম [illegible] অফ টেকনোলজি, সিনিয়র বয়েজ় হস্টেল অ্যান্ড মেস, পুরম।'

বারান্দা থেকে বাঁদিকে বেঁকলেই বড় একটা প্যাসেজ। তার এক কোণে মেসের দরজা আর তার পাশে সার-সার ঘর। সিনিয়র দাদাদের। দুপুরবেলা ভর্তি হওয়ার পর অফিস থেকে একটা সবুজ রঙের কার্ড দিয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, মেসের প্রথম মিল নেওয়ার সময় ওয়ার্ডেনকে দিতে হবে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ওয়ার্ডেনকে আমি দুপুরবেলাতেই দেখেছিলাম। এখন মেসে ঢুকে দেখলাম দূরে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। নাম মিস্টার শিবযোগী। মানুষটার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। ছোটখাটো চেহারা। ফরসা। দেখলে মনে হয়, ফেলুদার পাশ থেকে জটায়ু উঠে এসেছেন স্বয়ং।

আমি পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম ওঁর দিকে।

"ইয়েস?"

আমি কার্ডটা বাড়িয়ে দিলাম, "স্যার, এই যে।"

"ও, নিউ স্টুডেন্ট!" উনি পাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে তার উপর রাখা হ্যাজাকের আলোয় কার্ডটা দেখলেন, "সরসিজ চক্রবর্তী। ফার্স্ট ইয়ার, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন। হুম। চক্রবর্তী। তুমি তো এদিকের, মানে সাউথের নও। বেঙ্গলি?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"গুড। তা বসে পড়ো যেখানে খুশি। আজ তোমাদের ব্যাড লাক। সাধারণত এখানে পাওয়ার কাট হয় না। কিন্তু আজ ফল্ট হয়েছে। জেনারেটর আছে, তবে শুধু কলেজের জন্য। আজ অ্যাডজাস্ট করে নাও। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে হোপফুলি। বাই দ্য ওয়ে, ওয়েলকাম টু সমুদ্রম ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি।"

শিবযোগী স্যার সরে গেলে, আমি চারদিকে তাকালাম। বড়-বড় চৌকো টেবিলের দু'দিকে একটা করে লম্বা বেঞ্চ পাতা। এক একটা বেঞ্চে চারজন করে বসতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক টেবিলে আটজন করে বসবে। গোটা ঘরে দশটা টেবিল। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটাতেই আটজন করে বসে রয়েছে। আমি বসব কোথায়?

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব বোকা- গল। চলে যাব কি? কিন্তু না, যেতে হল না। তার আগেই শুনলাম একটা গলা, "কা-রে, খানা নহি হ্যায়? আ বৈঠ যা। জরা জাগা কর না।"

আমি দেখলাম একটু দূর থেকে একটা লম্বা কালোমতো ছেলে হাত তুলে ডাকছে আমায়। দেখেই বুঝলাম সিনিয়র। গলাটা হঠাৎ শুকিয়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

গেল। ছেলেটার মুখ-চোখ কেমন ঘোলাটে লাগছে। লাগছে, নাকি আলো-ছায়ার জন্য এমন মনে হচ্ছে? তবু পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চের এক কোণে বসলাম। বসামাত্র একটা স্টিলের থালায় দুটো রুটি আর একটু তরকারি চলে এল আমার সামনে। মেসের চারজন কর্মচারী খাবার দেয়। তাদের একজন থালাটা রেখে গম্ভীর গলায় ভাঙা হিন্দিতে যা বলল তার অর্থ হল, ব্যাচের মাঝে বসলে কাল থেকে আর খাবার দেবে না।

রাস্তায় হোঁচট আর এখানে ধমক। আমার পেট অর্ধেক ভরে গেল। রুটিটা অর্ধেক কাঁচা, বাকি অর্ধেক পোড়া। তরকারিটাও জঘন্য। কিন্তু প্রথম দিনেই তো আর খাবার ফেলা যায় না। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করে দুটো রুটি শেষ করলাম। এবার ভাত। প্রতিটা টেবিলের মাঝে একটা বড় স্টিলের গামলা। তাতে ভর্তি ভাত রাখা আছে। আর তার পাশেই গর্ব করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডালের বালতি। সঙ্গে কিছু দেবে না? আমার লোভী মনকে নিঃশব্দে থাপ্পড় মারল আমার চোখ। আশপাশে সবাই শুধু ডাল আর ভাতই খাচ্ছে, সঙ্গে কিছু নেই, আমিও তাই নিলাম। মনে পড়ল, বাড়িতে মাকে কী নাজেহালই না করেছি খাবার নিয়ে। বাবা তখন বলত, খাবার লক্ষ্মী, তাকে অবহেলা করতে নেই। হস্টেল জীবনের প্রথম রাতে এতকালের প্রতিশোধ [illegible] ণ ভালভাবেই নিলেন।

"কী, খাবার কেমন লাগছে?" সেই লম্বা কালোমতো ছেলেটা এবার জানতে চাইল।

"খাবার? ভেরি গুড," আমি অসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে মটন বিরিয়ানি খাওয়ার মতো মুখ করে বললাম।

"তোর ভাল লাগছে! আচ্ছা?" এই [illegible] কালোর মুখে আলো, "এই পুরো গামলার ভাত খেয়ে উঠবি। একটা দানাও যেন পড়ে না থাকে।"

অ্যাঁ? বলে কী? গোটা ভাত খাব কেমন করে? একে-একে টেবিলের সকলে উঠে গেলেও আমি বোকার মতো বসে রইলাম। সত্যিই কি এক

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

গামলা ভাত খেতে হবে? খাবার কেমন লাগছের মতো নিরীহ প্রশ্নের পেছনে যে এমন দুরূহ কাজ লুকিয়ে ছিল বুঝব কী করে? আর প্রথম কোনও জায়গায় গিয়ে খাবার অখাদ্য বলে যে গালমন্দ করতে হয় তাও তো শিখিনি। খাবার টেবিল থেকেই কি তবে শিক্ষার সূত্রপাত হল?

নতুন ব্যাচের ছেলেরা এসে বসছে এবার। আমার থালার ভাত শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি কি উঠব? কিন্তু সিনিয়র ছেলেটা যে বলল, সব ভাত খেয়ে নিতে!

"লে আজ মাফ কিয়া। অব হাত ধো লে," মুখ ফিরিয়ে দেখলাম আবার সেই সিনিয়র। ও বলল, "স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করবি না। আমরা এখানে কেউ চুহা নই। অ্যাক্ট নরমাল। যা ভাগ।"

আমি উঠে গেলাম হাত ধুতে।

মেস থেকে বেরিয়ে আবার তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, আমাদের, মানে জুনিয়র বয়েজ হস্টেলে ফিরলাম। আমাদের এই হস্টেলটা কলেজ, মেস, ল্যাব, ওয়ার্কশপ, সিনিয়র হস্টেল সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন। খেলতে না নেওয়া ছেলের মতো সে মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার ঘর তিনতলায়। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে কোনও মতে উপরে উঠলাম। এখন দেখলাম তিনতলার করিডোরে কে বা কারা জানি চারটে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। ফলে হাঁটাটুকু মসৃণ হল। কিন্তু ঘরের সামনে গিয়ে থমকে গেলাম। এ কী, দরজা খোলা কেন? আমি তো দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিলাম! দুপুরেই অফিস থেকে একটা তালা আর একটা চাবি দিয়েছিল। মেসে যাওয়ার আগে দরজায় তালা দিয়েছিলাম স্পষ্ট মনে আছে।

ঘরের ভিতর মোমবাতি জ্বলছে। কারা যেন কথাও বলছে। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলাম একটা বিরক্ত গলা বলছে, "এটা একটা জায়গা? কারেন্ট পর্যন্ত নেই। তখনই বলেছিলাম এখানে ভর্তি হব না। শুনলে আমার কথা? আশপাশে একটা প্রপার টাউন পর্যন্ত নেই। দেখো

Downloaded From : www.MonerSathe.com

বাবা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি আমায় এই শ্রীপুরম থেকে বেঙ্গালুরুতে দাদাভাইয়ের কলেজে ট্রান্সফার করার বন্দোবস্ত করো।”

গলায় রাগ এবং বিরক্তি স্পষ্ট। এই মহারাজা খাঞ্জা খাঁ মেজাজের মালিকটি কি আমার রুমমেট? মনে-মনে হাসি পেল আমার। অন্ধকারে হোঁচট, খাবারের গুঁতো, তারপর নবাবপুত্তুর!

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

২

ডাকটা এল ঠিক রাত পৌনে বারোটায়। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়েছিলাম, হঠাৎ দরজায় ঠক-ঠক করে শব্দ হল। আমাদের ঘরের দু'দিকে দুটো খাট। খাটের পায়ের কাছে এক সেট করে চেয়ার টেবিল আর একটা করে দেওয়াল আলমারি। নবাবপুত্তুর বিছানার মাঝখানে শুয়ে টেবিলে পা তুলে একটা এলসিডি স্ক্রিনের কম্পিউটার গেমস ডিভাইস নিয়ে খেলছে। ওর নাম বালার্ক ভদ্র। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা পারফরম্যান্স তাতে ভদ্রর আগে 'অ'-টা বসাতেই হবে।

ও আমায় শুরুতেই বলেছিল, "দ্যাখ, ফালতু ঝামেলা করবি না আমার সঙ্গে। আমি ফার্স্ট সেমটুকুই এখানে থাকব। আই ওয়ান্ট মাই স্পেস। বুঝেছিস?"

আমি থতমত খেয়ে বলেছিলাম, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

"ঠিক যেন থাকে। ফালতু হ্যাজাতে পছন্দ করি না আমি।"

এ কেমন রুমমেট জুটল আমার কপালে! একটা গোটা সেমেস্টার এর সঙ্গে এক ঘর শেয়ার করতে হবে চিন্তা করেই মনটা তেতো হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম দিন বলেই কিনা কে জানে, অন্যান্য ঘর থেকেও কেউ আলাপ করতে আসেনি। একা-একা শুয়ে চোখ লেগে এসেছিল আমার। ঠিক তখনই ঠক-ঠক শব্দটা হল। বিছানায় উঠে বসে মোবাইলের সুইচ টিপে দেখলাম এগারোটা পঁয়তাল্লিশ।

"হ্যালো, ওপেন আপ," দরজার ওপার থেকে একজন ডাকছে। নবাবপুত্তুর তো আর উঠবে না। তাই আমি কোটালপুত্র, উঠলাম। বললাম, "জাস্ট আ সেকেন্ড।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

হাতড়ে-হাতড়ে টেবিল থেকে দেশলাই নিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে দরজা খুললাম। একটা ফরসা মতো ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফুলহাতা শার্ট ছেড়ে পরা। গলার বোতামটা পর্যন্ত আটকানো। মুখে একটা ভালমানুষ ভাব। ছেলেটা বলল, "তোমাদের নীচে ডাকছে।"

"নীচে?" আমি অবাক হলাম।

"একতলায় কয়েকজন সিনিয়র আছে। সেই ঘরে তোমাদের দু'জনকে ডাকছে। প্লিজ তাড়াতাড়ি যাও। না হলে বকবে ওরা।"

সিনিয়ররা ডাকছে! এত রাতে? এই রে, এখন কী হবে? আমার গলা শুকিয়ে গেল। আমি বালার্কের দিকে তাকালাম। ও পাত্তাই দিচ্ছে না। এমনভাবে গেমস খেলছে যেন [illegible] কোয়ালিফায়ার। আমি বললাম, "বালার্ক চল, নীচে যেতে হবে।"

"আমি যাব না। তুই যা।"

"কিন্তু সিনিয়ররা ডেকেছে যে।"

"তো? ফালতু হ্যাজাবি না বলেছি না।"

আমি চুপ করে গেলাম। আমার সামনে দাঁড়ানো ছেলেটার মুখেও অবাক ভাব। আমি কথা না বাড়িয়ে করিডোরে বেরিয়ে এলাম। একাই যাই। সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাব, এমন সময় ছেলেটা বলল, "শোনো, তুমি আজ এসেছ তো, তাই হয়তো জান না যে, এখানে কয়েকটা নিয়ম আছে।"

"অ্যাঁ?" আমি ভ্যাবলার মতো অন্ধকার সিঁড়ির হ্যান্ড-রেলে রাখা মোমের অল্প আলোয় ছেলেটার দিকে তাকালাম। বলে কী, নিয়ম?

"বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম কল্যাণব্রত রায়। তুমি?"

নাম বললাম আমি। তারপর প্রশ্ন করলাম, "নিয়ম মানে? কলেজ থেকে তো কিছু বলল না।"

"না-না, এটা কলেজের নিয়ম নয়। [illegible] তৈরি করা নিয়ম। আমরা যারা জুনিয়র, তাদের মানতে হয়।"

"কী নিয়ম?"

কল্যাণ সামান্য হাসল, তারপর বলল, "এখানে সিনিয়রদের 'স্যার'

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বলে ডাকতে হবে। দেখা হওয়ামাত্র দিনের সময় অনুযায়ী তাদের গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন বা গুড নাইট বলে উইশ করতে হবে। তাদের সব কথা শুনতে হবে। আর হ্যাঁ, একটা ড্রেস কোডও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে আমাদের জন্য।"

"ড্রেস কোড?" আমি বুঝতে পারলাম না এরপর কী বলবে কল্যাণ।

"হ্যাঁ ড্রেস কোড," কল্যাণ ঢোঁক গিলল, "ফুল শার্ট না গুঁজে ছেড়ে পরতে হবে। গলার বোতাম পর্যন্ত বন্ধ করতে হবে। জিন্‌স বা কর্ডের প্যান্ট পরা যাবে না। আর হ্যাঁ, জুতো বা স্নিকারও চলবে না। স্রেফ হাওয়াই চটি। শুধু যেদিন মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ থাকবে, সেদিন জুতো পরা চলবে। বুঝেছ?"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। না বুঝে উপায় আছে! এখানে আসার আগে র‍্যাগিং নিয়ে অনেক গল্প শুনেছি। তবে এ-ও শুনেছি যে, এখন নাকি এসব নিষিদ্ধ, আইনবিরুদ্ধ। তাই ভরসা ছিল। কিন্তু কল্যাণের কথা শুনে আইন যে একুশে তা বুঝতে বাকি রইল না।

কল্যাণ বলল, "যাও, আর দেরি কোরো না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁদিকে যাবে। নয় নম্বর ঘর। বেস্ট অফ লাক। আর হ্যাঁ, উইশ করতে ভুলো না যেন।"

না, ভুলব না। নিজের নাম ভুলে গেলেও উইশ করতে ভুলব না। নয় নম্বর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, [illegible] ছাড়া হিমালয়ের মাথার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি প্রাণপণে শ্বাস নিয়ে দরজায় টোকা দিলাম।

"কৌন বে?"

"স্যার, আমি।"

"তুই কে? সচিন তেন্ডুলকর?"

"স্যার, জুনিয়র। ডেকেছিলেন বলে এসেছি।"

"চলে আয়।"

দরজা খুলে ভিতরে ঢোকামাত্র হালকা হোমিওপ্যাথি ওষুধের গন্ধ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

পেলাম। আর দেখলাম ছোট্ট ঘরটার দুটো খাটে ছ'-সাতজন ছেলে বসে রয়েছে। ঘরের মাঝে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে। আমি অল্প আলোতেও সিনিয়রদের ভিতরে চিনতে পারলাম একজনকে। কালো, লম্বা মতো। এই রে, আমি যে তখন এক গামলা ভাত খাইনি তার কি শোধ তুলবে?

বেঁটে মতো একজন সিনিয়র বলল, "চেয়ারে বোস। তোর টার্ন এখনও আসেনি।"

আমি বাধ্য ছেলের মতো চেয়ারে বসলাম। বুঝলাম ঘরের মাঝে দাঁড়ানো দুটো ছেলের টার্ন চলছে এখন। তারপর আমার জবাইয়ের পালা।

বেঁটে মতো সিনিয়রটা বলল, "গুপ্তা, এই দুটো মালকে আর একটা দুটো প্রশ্ন করে ছেড়ে দে।"

লম্বা কালো ছেলেটা তাহলে গুপ্তা। আমি মনে রাখা শুরু করলাম।

গুপ্তা ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মোটা লম্বা ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, "তা রুচির, কোনও গার্লফ্রেন্ড আছে তোর?"

"গার্লফ্রেন্ড? থি স্যার, অভি নহি হ্যায়।"

"ছিল? তা কেমন দেখতে? ফিগারের ডেসক্রিপশন দে।"

"ফিগার?" রুচির ঠোঁট চাটল।

"বল। মাপ কেমন, দেখতে কেমন।"

"দেখতে ঠিকঠাক। আর ফি... ফি..."

গুপ্তা খাট থেকে উঠে রুচিরের চুল ধরল, "হ্যাঁরে গাধা, কেমন? শরীরে কার্ভস আছে না ক্যারমবোর্ড?"

রুচির চুলের টানে মুখ বেঁকিয়ে বলল, "স্যার, রোগা স্যার, ভীষণ রোগা ছিল..."

গুপ্তা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে বলল, "তাই কাটিয়ে দিয়েছিস? যা ভাগ। তুইও যা।"

ম্যাজিকের মতো রুচির আর অন্য ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ এবার আমার পালা। আমি তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে একসঙ্গে স্মরণ করলাম।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"ঘরের মাঝখানে নিল-ডাউন হয়ে বোস," এবারও গুপ্তাই বলল। আমি দুর্বল হাঁটু নিয়ে বসলাম। সেই ক্লাস সেভেনে থাকতে একবার এভাবে বসেছিলাম, তারপর এখন।

"ইন্ট্রো দে।"

আমার মরুভূমির মতো মুখের ভিতরে শব্দ গজাতে দু'-এক মুহূর্ত সময় লাগল। বললাম, "মাই নেম ইজ় সরসিজ চক্রবর্তী।"

"লাথ খাবি শালা, কোন ইংরেজের গু মারিয়েছিস? রাষ্ট্রভাষায় বল, শিগগির বল!"

শালা ছাড়াও বাক্যটায় আরও চার পাঁচটা খানদানি বিশেষণ ছিল। শরীরের সমস্ত রক্ত এসে কান ও মাথায় ভর করল, এ ভাষার সঙ্গে লড়ব কী করে আমি?

"কীরে..." আবার অমুক, তমুক, এলাটিং, বেলাটিং। এবার শেষ দুটো গালির অর্থই বুঝলাম না। আমি নিরুপায় হয়ে গড়িয়াহাটি হিন্দিতে যথাসাধ্য বললাম যে, আমার নাম সরসিজ চক্রবর্তী। বাড়ি কলকাতায়। এইচ এস-এ ভাল গ্রেড পেয়েছি। এখানে ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন নিয়ে পড়তে এসেছি ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবার বেঁটে রোগা মতো সিনিয়রটা এগিয়ে এসে বলল, "মেরা নাম হ্যায় অজিত। সারা কলেজ মুঝে লয়েনকে নাম সে জানতা হ্যায়। বাপ কা নাম নহি বোলা তুনে। বাপ কা নাম বতা।"

"শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী," ঠাস। আমার মাথা আড়াই ঘুরল। গালে দু' হাজার লঙ্কার গুঁড়ো জ্বলছে। চোয়ালের নাট বল্টুও লুজ হওয়ার উপক্রম। ভাবলাম, তবে কি বাবার নাম বললাম? কিন্তু তা কী করে হয়?

লয়েন বলল, "এখনও বুঝিসনি কেন চড়টা খেলি?"

আমি মাথা নাড়লাম। চড়ের কি আর ড্রিকশনারি থাকে!

লয়েন বলল, "শালা, বাপের নামের আগে মিস্টার বা শ্রী বলতে হয় জানো না? আর যদি ভুল হয় দেখিস কী করি।"

তা দেখলাম বটে। পরের পনেরো মিনিট ধরে আমায় নাচতে হল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

গাইতেও হল। পাঞ্জাবি খুলে হাত ঘুরিয়ে রোগা শরীর নিয়েও বডি বিল্ডিং করতে হল। তারপর দু' বোতল জল এক মিনিটের ভিতর খেতে হল। এসবের মাঝে দাঁড়ি কমা সেমিকোলনের মতো ছিল চড়, চুল ধরে টান আর তৎসম ও তদ্ভব বিশেষণ।

যখন ছাড়া পেলাম, মনে হল ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের মুখের থেকে বেরিয়ে আমার মাথায় এসে ঢুকেছে। এত খারাপ কথা শোনার অভ্যেস কোনওদিন না থাকায় যেন নিতে পারছি না। বুঝলাম র‍্যাগিং যতটা না শারীরিক তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক। এ-ও বুঝলাম, এইসব ঝক্কি সামলে পড়াশোনা করা খুব একটা সহজ হবে না। ঘর থেকে বেরোতে যাব, হঠাৎ পিছন থেকে আমায় ডাকল লয়েন, "এই তোর রুমি এল না তো!"

আমি ঢোঁক গিললাম। এরা যদি বালার্কর রুঙের কথা জানতে পারে, তাহলে এই রাতেই না ওকে নামিয়ে এনে দক্ষিণা দেয়। আমি বললাম, "স্যার, ও টায়ার্ড তাই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"টায়ার্ড, না তেল বেড়েছে? শালা দুপুরে অফিসের সামনে ভর্তি হওয়ার সময় আমার কাঁধে টোকা মেরে বাথরুম কোথায় জিজ্ঞেস করেছিল। ওর ব্যবস্থা করতে হবে," গুপ্তা কথাটা বলে ঠোঁট কামড়াল। আধো অন্ধকারেও দেখলাম ওর চোখ জ্বলছে। আমি আর না দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে এগোতে-এগোতে শুনলাম গুপ্তা বলছে, "শালার কথাটা কওশলকে বলতে হবে। ও বাড়ি থেকে ফিরুক, তারপর দেখছি।"

তখনও বুঝিনি সত্যিই কত কিছু দেখার বাকি আছে আমার।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

৩

"এ তো কিচ্ছু নয়, আসল খেল তো এবার জমবে," আন্টিস শপে বসে বিজ্ঞের মতো বলল কল্যাণ।

মেস থেকে দুপুরের খাবার সেরে আমরা এসে বসেছি হাইওয়ের ধারে আন্টিস শপে। এখানে প্রধান দোকান বলতে দুটো। আন্টিস শপ আর সুরির দোকান। আমাদের কলেজ ক্যাম্পাস শ্রীপুরমে হলেও, প্রপার টাউনে নয়। সেখান থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে। এই জায়গাটা সুন্দর হলেও নির্জন। এই দুটো দোকান ছাড়াও দূরে রেললাইনের পাশে দু'-চারটে মদের দোকানও রয়েছে। তবে আমরা সেখানে যাই না। সিনিয়ররা যায়।

আন্টিস শপে টুকটাক স্ন্যাক্স, কফি, কেক আর কোল্ড ড্রিঙ্ক পাওয়া যায়। মেসে দুপুরের খাবার সেরে আমরা দল বেঁধে কফি খেতে আসি এখানে। আজ আমাদের সেকশনের ওয়ার্কশপ আছে সেকেন্ড হাফে। দুপুর দুটো থেকে শুরু হবে ক্লাস। এখনও আধ ঘণ্টা মতো সময় আছে। আমাদের কলেজে ক্লাস শুরু হয় সকাল আটটায়। প্রথম ব্রেক দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। সাড়ে দশটার থেকে ক্লাস হয় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। এরপর দেড় ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক। তখনই আমরা স্নান খাওয়া সেরে নিই। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে খাওয়াটা নামেই। এখানে খাওয়ার পর টক দই দেয়। আমি সেই টক দইটা খাই।

কিন্তু খিদে থাকে পেটে। আজও আছে। তাই বাকিরা কফি খেলেও আমি নুডল্‌স নিয়েছি এক প্লেট। বিশ্বদীপ আমার প্লেট থেকে এক খাবলা নুডল্‌স তুলে বলছিল গতকাল রাতে ওর র‍্যাগিংয়ের অভিজ্ঞতা।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

সেটাকে পাত্তা না দিয়ে কল্যাণ তার [illegible] মতামতটা পেশ করল।

এখানে এসেছি প্রায় পাঁচদিন হয়েছে। তাই প্রাথমিক 'তুমি' কেটে সম্বোধন 'তুই'-তে পৌঁছে গিয়েছে। এর মধ্যে আলাপও হয়েছে আমার ব্যাচমেটদের সঙ্গে।

আমাদের ফার্স্ট ইয়ার একটা ছোটখাটো ভারত। এখানে যেমন কোরদ্বোয়ার থেকে আসা ছেলে অভিষেক রাওয়াত রয়েছে, তেমনই আছে কেরলের বাঙারু গিরিশ। আছে নাগাল্যান্ডের বিজয় আর ঝাড়খণ্ডের বিকাশ। [illegible] থেকে আমরা পাঁচ ছ'জনের সঙ্গে গুজরাতের রুচির অগ্রবাল আর কর্নাটকের স্থানীয় ছেলে অরবিন্দ অপ্রমেয়। তবে আমার বেশি ভাব হয়েছে, আশ্চর্য হলেও, নবাবপুত্তুরের সঙ্গে। প্রথম রাতের খিটখিটে ছেলেটা পরদিন সকালেই নিজের পদবির মর্যাদা রেখেছিল। ওর নিজের ভাষায়, "মাথা গরম থাকলে আমার হুঁশ থাকে না। খারাপ কিছু বলে থাকলে, সরি, লেট্স বি ফ্রেন্ডস। এক সেমের জন্য হলেও লেট্স জয়েন হ্যান্ডস।"

আমি নুডল্সের প্লেটটা বালার্কর দিকে এগিয়ে দিয়ে কল্যাণকে জিজ্ঞেস করলাম, "হঠাৎ এমন বলছিস কেন? গত চার পাঁচদিন ধরে যা হচ্ছে, তা কি কিছু নয় নাকি? আমায় মেরে পিঠে কালসিটে ফেলে দিয়েছে।"

কল্যাণ হাসল, "খোকাবাবু, এসব কিচ্ছু র‍্যাগিং নয়। আজ তো সব বাবা মায়েরা চলে যাবে, তারপর দেখবি পোঁদিয়ে সব করমচা বানিয়ে দেবে আমাদের।"

আমি ভাবলাম আমার সঙ্গে তো আর বাবা-মা আসেনি, দেবুকাকা পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছে। আমার গার্ড তো মনিতেই নেই।

ময়ূখ প্রশ্ন করল, "করমচা? কেন? করমচা বানাবে কেন? তুই কি গরম চা বানাবার কথা বলছিস?"

কল্যাণের উত্তরটা বলার আগে আমি মুহূর্তকাল সময় চেয়ে নিচ্ছি পাঠকদের কাছ থেকে। ময়ূখ হল আমাদের ব্যাচের একটি রত্ন। আমার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

মনে আছে আমাদের প্রথম ক্লাস ছিল এমইএস-এর অর্থাৎ সাবজেক্টটার নাম হল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স। ওয়ার্ডেন শিবযোগীর সাবজেক্ট। উনি প্রথম দিনই ময়ূখকে তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি বলো, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কী?"

ময়ূখ চোখ পিটপিট করে, ঠোঁট চেটে, ভীষণভাবে নড়তে-নড়তে মাথার কদমছাঁট চুল ঘেঁটে যে-উত্তরটা বের করে এনেছিল তা শুনে শিবযোগী স্যার খানিকক্ষণ থতমত খেয়েছিলেন। ময়ূখ বলেছিল, "ইঞ্জিনিয়াররা যখন মেকানিকের কাজ করে তখন তাকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলে।"

স্যার ব্যাপারটা বুঝে উঠতে-উঠতেই ক্লাসে হাসাহাসি শুরু হয়েছিল। স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্লাস টু-তে কেমন রেজাল্ট হয়েছিল তোমার?"

ময়ূখ গর্বের সঙ্গে বলেছিল, "তেমন সুবিধে করতে পারিনি স্যার। তাই তো বাবা এখানে ডোনেশন দিয়ে ম্যানেজমেন্ট কোটায়..."

আচ্ছা বুঝেছি-বুঝেছি, বোসো," ময়ূখকে বসিয়ে স্যার যেন নিজেই স্বস্তি পেয়েছিলেন।

কল্যাণ বলল, "ছাগল, তোকে বলেছি না কথা বলবি না। গরম চা! হুঁঃ।"

অরবিন্দ বলল, " খেল জমবে মানে কী?"

কল্যাণ বলল, "মার তুই দেখিসনি এখনও। গতকাল সেকেন্ড ইয়ার মেকানিক্যালের আবিরদা বলছিল, আজ নাকি রণবিজয় কওশল ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে আসছে। সবচেয়ে ফেরোশাস র‍্যাগার হল রণবিজয়।"

আমি ঢোঁক গিললাম। প্রথম রাতের কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। গুপ্তা বলেছিল না, বালার্ককে টাইট দেবার জন্য কওশলকে বলবে! সেই কওশল আজ আসছে! আমি আড়চোখে বালার্ককে দেখলাম। ও নির্বিকারভাবে নুডল্‌স খাচ্ছে। না, গুপ্তার ওই কথাটা বালার্ককে বলিনি আমি। কী দরকার ফালতু টেনশন দিয়ে। তবে আলতো করে বলেছিলাম

Downloaded From : www.MonerSathe.com

সিনিয়রদের যেন না চটায় ও। যেন স্যার বলে ডাকে। কিন্তু বালার্ক শোনেনি। বরং বলেছিল, "ভাগ, কেন স্যার বলব? ওই সব ফালতু ব্যাপারে আমি নেই।"

কল্যাণ বলল, "রণবিজয় চাবুক ছেলে। পড়াশোনায় নাকি দারুণ। তবে খুব মুডি, আর ভীষণ ড্রিঙ্ক করে। ও এই কলেজের লন টেনিস চ্যাম্পিয়নও। গত দু'বছরই জিতেছে।"

"এবার পারবে না," বালার্কর কথায় আমরা সকলে ওর দিকে তাকালাম।

লম্বা চেহারার ছেলেটা এমনভাবে কথাটা বলল যেন নস্ত্রাদামুস।

"মানে? কেন পারবে না?" কল্যাণ ভুরু কোঁচকাল।

"আমি হারাব তো ওকে।"

ময়ূখ জিজ্ঞেস করল, "কীসে হারাবি?"

বালার্ক কিছু বলার আগেই কল্যাণ বলল, "রান্নাবাটি খেলায়। বোকা একটা," তারপর বালার্ককে বলল, "এভাবে বলিস না। কওশলের কানে গেলে কিন্তু বিপদে পড়বি।"

বালার্ক নাক টেনে বলল, "বিপদের ভয় দেখাস না কলু। অমন কওশল অনেক দেখা আছে আমার।"

"এই সরসিজ, শোন," আড্ডার মাঝে ডাকটা শুনে মুখ তুলে তাকালাম। হাইওয়ের ওই দিকে লাল শার্ট পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। গতকাল এ-ও আমার খুব হেনস্তা করেছে। হাওয়াই চপ্পল মাথায় নিয়ে কলেজের মাঠ প্রদক্ষিণ করিয়েছে। তারপর এক বালতি জামাকাপড় দিয়েছিল কাচতে। আজ সকালে কলেজ শুরুর আগে জামাকাপড় দিয়ে এসেছি ওকে। জামাকাপড় কি পরিষ্কার হয়নি? দুপুরবেলা কি চপ্পলের খেল আবার দেখাবে?

আমি পায়ে-পায়ে উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর সামনে। গোলগাল মুখটা কুঁচকে আছে বিরক্তিতে, চুল এ ।

আমি বললাম, "স্যার ডাকছিলেন?"

"আমায় কিছু টাকা দিতে পারিস?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"টাকা?" আমি অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ টাকা চাইছে কেন? এও কি র‍্যাগিংয়ের অংশ? এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ হল।

"ভয় নেই, নেক্সট উইকে শোধ করে দেব। বাবা টাকা পাঠাবে।"

"মানে...স্যার...ইয়ে কত টাকা?"

"তিন হাজার। ভাড়া আর দোকানের কিছু টাকা বাকি পড়েছে। আর শোন, একা যখন থাকবি আমায় স্যার বলবি না, দাদা বলে ডাকবি, বুঝেছিস?"

"হ্যাঁ, আবিরদা," আমি মাথা নাড়লাম।

"আর একটা কথা শোন, টাকার কথা যদি কাউকে বলিস তাহলে..."

আমি কষ্ট করে হাসলাম। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কটা ছোট থেকে খুব ভাল করে আমি জানি।

আবিরদা শেষবারের মতো চোখের ওয়ার্নিং দিয়ে চলে গেল। আমার কাছে হঠাৎ তিন হাজার টাকা চাইল কেন আবির মজুমদার? গতকাল অমন র‍্যাগিং করার পর হঠাৎ আজ এতটা পারসোনাল হেল্প চাইল? আবির মজুমদার সেকেন্ড ইয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্টুডেন্ট। এবছর, থার্ড ইয়ার মানে ফিফথ সেম-এ উঠতে পারেনি। এখানকার নিয়ম মতো এক বছর ফেল করলেই হস্টেল থেকে নাম কেটে দেয়। তখন আশপাশের বাড়িতে মাথা গোঁজার বন্দোবস্ত করতে হয়। তবে এখানে আট বাই দশ ফুট ধরনের খুপরি পাওয়া যায় সহজেই। আবিরদাও ওরকমই একটা খুপরিতে রয়েছে। আমাদের জুনিয়র বয়েজ হস্টেলের কাছেই ক্যাম্পাসের পাঁচিল। পাঁচিলের লাগোয়া বাড়ির দোতলায় আবিরদা থাকে।

আন্টিস শপে ফেরার পথে মনটা খচখচ লাগল আমার। না, তিন হাজার টাকার জন্য নয়, আমি হঠাৎ সকলকে ছেড়ে আমায় এসে ধরল কেন আবির মজুমদার?

ওয়ার্কশপে গিয়ে দেখলাম আমাদের ব্যাচের আঠারোজন এসে পড়েছে এর মধ্যে। চারদিকে হাতুড়ি, ছেনি, হ্যাকসো ব্লেড, জিগ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

ইত্যাদি ছড়ানো। আমরা খাতা নিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়লাম। তারপর ক্রমশ শিখে নিলাম কতরকমের হাতুড়ি হয়, ছেনি হয়, ফাইল হয়, ওয়েল্ডিং কী করে করে, অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা দিয়ে গ্যাস কাটিং করা হয় কেন, ইত্যাদি এমন নানারকম যান্ত্রিক রসের কথা। এর পর আমাদের সকলের হাতে একটা করে তিন ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি মাপের মাইল্ড স্টিলের প্লেট ধরিয়ে তাতে একটা ডিজ়াইন আঁকিয়ে ইনস্ট্রাক্টর বললেন, হ্যাকসো ব্লেড দিয়ে তা কেটে ফেলতে।

কেলেঙ্কারি, লোহা কাটব কী করে? আমি এমনিতেই বেঁটেখাটো, ওজন ঊনপঞ্চাশ কেজি, লোহা কাটা কি আমার কম্ম? তা ছাড়া আমি নিয়েছি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, তাতে লোহা কাটা কোন কাজে লাগবে? তবু, ক্লাসওর্য়াক যখন, তখন করতে তো হবেই।

এর পরের দু' ঘণ্টা যুদ্ধের ইতিহাস। আমি বনাম তিন ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি। লোহা যে কী ভয়ানক ট্যাটা ধাতু তা এই প্রথম বুঝতে পারলাম। দুটো হ্যাকসো ব্লেড ভাঙলাম, তিনবার নিজের হাত কাটলাম, তালুতে ফোস্কা পড়ল কিন্তু লোহা বাবাজির বিশেষ হল না। ক্লাস শেষে দেখলাম রাজত্ব ও সম্মান দুই-ই হারিয়েছি আমি। অন্যরা সবাই মাপ মতো লোহা কাটলেও আমি ডাহা ফেল করেছি।

স্যার এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে লোহার টুকরোটা নিয়ে বললেন, "এ কী? কাটতে পারনি দেখছি। মেয়েরা সব কেটে ফেলল, আর তুমি পারলে না?"

রাগে আমার গা রি-রি করতে লাগল। সারা ক্লাসের সামনে এ কী বেইজ্জতি! ভাবলাম বলি, এই সময়ে দাঁড়িয়ে - নিয়ে জেন্ডার পলিটিক্স করছেন? সুনীতা উইলিয়ামস তো স্পেসে পৌঁছে গেছেন মেয়ে হয়ে, আপনি এই কামারশালায় কেরামতি না দেখিয়ে, যান না দেখি, চাঁদ, সূর্য, বেল্পতি, শুক্রকে দু' চক্কর মেরে আসুন না।

কিন্তু জীবনের অনেক অপূর্ণ ইচ্ছের মতো, এই ইচ্ছেটাও মুলতুবি রাখতে হল। বরং সকলের জলবিছুটির মতো হাসির সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম ওয়ার্কশপ থেকে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"তুমহারা আন্দাজ গলত থা," আচমকা পিছন থেকে আসা কথার টানে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। তারপর ঘুরে দেখলাম। মেয়েটা আমাদের ক্লাসেই পড়ে। আগে দেখলেও তেমন খেয়াল করিনি। আর করবই বা কী করে? র‍্যাগিংয়ের গুঁতোয় আর কি মাথার ঠিক আছে? সবসময় এক অজানা আতঙ্ক তাড়া করে আমায়।

আজ কাছ থেকে মেয়েটাকে দেখে বহুদিন পর মনে পড়ল যে, আতঙ্কের বাইরেও অন্য বোধ আমার আছে। কিন্তু আমার তো মেজাজ গরম, তাই মুগ্ধতাটা মুলতুবি রাখলাম। বরং কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "মানে? কী বলছ তুমি?"

"হ্যাকসোটা মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধরলে লোহা সহজে কাটবে না। ওটা ধরতে হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে, বুঝেছ লিট্‌ল বয়?"

লিট্‌ল বয়! রাগটা আরও জাঁকিয়ে আসতে চাইল। আস্পর্ধা দেখো মেয়ের! না হয় তোকে দেখতে বেশ হয়েছে, তা বলে তুই আমার হাইট নিয়ে এমনভাবে বলবি? সুন্দরী হয়েছ বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছ?

আমি রাগের গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "মানে, লিট্‌ল বয় মানে? কী ভাবো নিজেকে? কে তুমি? কী নাম তোমার?"

"তোড়ি।"

আমার হৃদয় লম্ফ মেরে ব্রেনে ঠোক্কর খেল যেন। কী বলল? তোরই? মানে? আমারই!

Downloaded From : www.MonerSathe.com

৪

শনিবার দুপুরে কলেজ শেষ হয়ে যায় বারোটার মধ্যে। তারপরই যেন ক্রমশ ধুঁকতে থাকে গোটা অঞ্চল। নির্জন হাইওয়ে দিয়ে দু'-একটা বাস যায়। সুরির দোকানের পাশের বটগাছে মনমরা হয়ে বসে থাকে লালমুখো বাঁদরের দল। হাওয়া এসে পাক খেয়ে যায় নির্জন মাঠে। আচমকা ছুটে যাওয়া মোটর সাইকেলের চাকায় ধুলো ওড়ে। ওপাশের পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসে দমকা হাওয়া। নির্জন মাঠটা দেখলে মনে হয়, কার জানি আসার কথা ছিল, কে জানি বলেছিল আসবে। আসেনি।

"কী রে, জানলা দিয়ে কী দেখছিস?" গালে আফটার শেভ লাগিয়ে শিশিটার মুখ বন্ধ করতে-করতে জিজ্ঞেস করল বালার্ক।

"নাঃ, এই ক্যাম্পাসটা কেমন যেন ফাঁকা লাগছে।"

"ফাঁকা লাগছে, কারণ সকলে হস্টেলের মধ্যে স্নান-টান সারছে। সাড়ে বারোটায় মেসে লাঞ্চ দেবে। চল তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে এসে একটু পড়াশোনা করতে বসব। ইলেকট্রনিক্সটা বেশ টাফ!"

আমি উঠলাম। সত্যিই পড়াশোনা বিশেষ হচ্ছে না। একদিকে আর অন্যদিকে র‍্যাগিংয়ের ভয়, সব গুলিয়ে যাচ্ছে যেন। প্রায় . রাতেই পড়ব বলে বসি, কিন্তু সারাদিনের পর ঘুমিয়ে পড়ি। তাই শনি আর রবিবারগুলোয় ভাল করে পড়াশোনা করতে হবে। আর বালার্ক ঠিকই বলেছে। ইলেকট্রনিক্স বেশ কঠিন। তারপর রমনস্যার যা পড়ান তাতে ইলেকট্রনিক্সের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে দিন কে দিন। ওনার উচ্চারণ এত খারাপ যে কিচ্ছু বুঝতে পারি না। সার্কিটকে বলেন সারকুইট, পিওর কন্ডাক্টরকে বলেন পুর কনডুকটর। সারা ক্লাসে আমাদের নাজেহাল অবস্থায় হয়। তার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ওপর ইলেকট্রনিক্স একদম নতুন সাবজেক্ট একা-একা কি আর ম্যানেজ করা যায় নাকি?

এই ক'দিনেই বুঝেছি যে বালার্ক পড়াশোনায় খুব ভাল। তাই জয়েন্ট স্টাডি করে যদি ইলেকট্রনিক্সের প্যাঁচ খানিকটা আয়ত্ত করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। বললাম, "এন-পি ডায়োডের চ্যাপ্টারটার কয়েকটা জিনিস বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, তুই একটু হেল্প করবি?"

"করব। খেয়ে-দেয়ে স্ট্রেট চলে আসবি। কোথাও গপাতে দাঁড়াবি না। তখন দেখিয়ে দেব।"

"কিন্তু সিনিয়ররা যদি ডাকে?"

"যাবি না। কী করবে? মারবে? কত মারবে? আর তেমন হলে আমি দেখে নেব।"

"তুই?" আমি অবিশ্বাস নিয়ে তাকালাম।

"কেন? পারব না ভেবেছিস?"

আমি আর কথা বাড়ালাম না। তালাটা নিয়ে বললাম, "চল, নীচে যাই।"

বালার্ক দুটো জলের জগ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরোল। আমরা আমাদের খাওয়ার জল মেস থেকে ভরে আনি। জুনিয়র হস্টেলে খাওয়ার জলের বন্দোবস্ত ভাল নয়। ছাদের উপরের যে-ট্যাঙ্ক থেকে জল আসে তার ঢাকনা নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে পিছন থেকে কল্যাণের ডাকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কল্যাণ এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, "এই, তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে।"

"বল," আমি কাঁধ থেকে ওর হাতটা সরিয়ে দিলাম।

কল্যাণ কিছু না বলে বালার্কর দিকে তাকাল। মানে ওর সামনে বলতে চায় না। বালার্ক ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলল, "আমি এগোচ্ছি, কিন্তু দেরি করিস না বা ফালতু আড্ডা মারিস না। মনে থাকে যেন এক সঙ্গে পড়তে বসব আজকে।"

বালার্ক চলে যেতেই কল্যাণ বলল, "এমন করে বলল যেন আজই কোর্স

Downloaded From : www.MonerSathe.com

কমপ্লিট করে দেবে। মালটার খুব ঘ্যাম। তাও তো থাকবে এক সেম।"

আমি বললাম, "বাদ দে না, তুই কী বলবি বল।"

"ও হ্যাঁ," কল্যাণ ঠোঁট চাটল, তারপর সামান্য নার্ভাস মুখে বলল, "শ্রীবিদ্যা।"

"কী বিদ্যা?" আমি বুঝলাম না ঠিক।

"শ্রীবিদ্যা রে, দেখিসনি?"

শ্রীবিদ্যা? আমি দ্রুত মনে করার চেষ্টা করলাম। একটা মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হল চোখের সামনে। চশমা পরা ছোট করে কাটা চুলের মেয়েটা।

"বুঝেছি," আমি হাসলাম।

"টিউবলাইট নাকি তুই? অমন এক পিস মেয়েকে মনে করতে একদম হেঁদিয়ে হদ্দ হয়ে গেলি যে। তা, আমায় ওর সঙ্গে একটু সেট করে দে।"

"সেট করে দেব? কীভাবে?" আমার এবার হাসি মুছে অবাক হওয়ার পালা।

"কেন? ও তো তোড়ির বান্ধবী। তোড়িকে বলে ওর সঙ্গে আমায় ফিট করে দে।"

"তোড়িকে বলব?" আমি এবার চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ তো আচ্ছা ঝামেলা হল। বললাম, "আমার কথা শুনবে কেন?"

"তোড়ি দেখিস না তোর সঙ্গে কথা বলার জন্য কেমন করে। ও মাল একেবারে তোর জন্য লাট্টু হয়ে ঘুরছে।"

আমার জন্য তোড়ি লাট্টু! তাও ঘুরন্ত! কিন্তু আমি তো বুঝি না। দেখা হলেই তো সব সময় কেমন একটা খোঁচা দিয়ে কথা বলে তোড়ি। এই তো আজও ছুটির পর বেরোবার সময় ধরেছিল আমায়। বলেছিল, "একটা উত্তর দিতে পারবে?"

"কী উত্তর?" আমার বিরক্তি লাগছিল খুব।

"বলো তো মেয়েদের কোথায় টাচ করলে তাদের সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করা যায়?"

"এ আবার কী অসভ্য প্রশ্ন?" বিরক্ত লেগেছিল আমার। আসলে কলকাতায় আমার মেলামেশার পরিধিটা তেমন বড় নয়। মেয়েদের সঙ্গে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

একটা দূরত্ব থেকে গিয়েছিল। আর সেখানে এমন একটা প্রশ্ন?

তোড়ি হেসে বলেছিল, "ইডিয়ট, চিন্তা করে উত্তর দেবে," তারপর আচমকা আমার গালে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে চলে গিয়েছিল। টোকাটা আমার গালে পড়লেও চোখে লেগেছিল সবার। সেটা আবার বুঝলাম এখন।

কল্যাণ আবার বলল, "এমন মুখ করছিস যেন বুঝতেই পারছিস না। সকলের সামনেই গালে টোকা দিচ্ছে, আড়ালে আরও কত কী যে করছে..."

"ভাগ, ফালতু কথা বলবি না," আমি তেরিয়া হয়ে উঠলাম।

কল্যাণ বলল, "শোন, যা করছিস কর না। আমি শুধু বলছি আমাকেও চান্স করিয়ে দে। তুই বললে তোড়ি না করবে না।"

আমি বুঝলাম, এভাবে হ্যাঁ-না চলতে থাকলে কল্যাণ আরও ঝোলাবে। তার চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা ভাল। বললাম, "ঠিক আছে বলব। এখন ছাড়, খেতে যাব।"

কল্যাণ হাসল, বলল, "সে যেখানে খুশি যা, কিন্তু আমার কেসটা না ফিক্স করলে..."

না, এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কটা আমি করতে পারলাম না।

গেট দিয়ে বেরোবার সময় দেখলাম অরবিন্দের সঙ্গে ময়ূখ আসছে। আমায় আর কল্যাণকে দেখে ময়ূখ জিজ্ঞেস করল, "তোরা কোথায় যাচ্ছিস?"

"মেসে," কল্যাণকে কিছু বলতে না দিয়ে আমি উত্তর দিলাম।

"খেতে?" ময়ূখ আবার জিজ্ঞেস করল।

এই ছেলেটার মাথায় যে কী আছে! আর এবার কল্যাণ আমার আগে বলল, "না রে, সাঁতার কাটতে।"

"সাঁতার কাটতে?" ময়ূখ বিভ্রান্ত।

"তুইও চল না।"

"না রে, এই খেয়ে এলাম তো," ময়ূখ বলল।

অরবিন্দ কল্যাণকে বলল, "ছাড় কল্লু, আর লেগপুল করিস না।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

"ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছে! গবেট কোথাকার!"

আমি দেখলাম ময়ুখ মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। গোটা ঘটনার ভিতরে একটা আমোদ পেলেও ময়ুখের চলে যাওয়াটুকু দেখে কেমন যেন কষ্ট হল আমার।

জুনিয়র হস্টেল থেকে মেস বেশ অনেকটা দূর। মাঝের মাঠটাও এবড়ো-খেবড়ো। হাওয়াই চটি পরে হাঁটতে পায়ে বেশ ব্যথা লাগে। তবু কিচ্ছু করার নেই। এখনও সেই ড্রেস কোড চলছে। এখানের মাটিতে লোহার ভাগ বেশি। তা ছাড়া মাটিও আলগা। মাঠের অর্ধেক পেরতে না পেরতে দুটো পা লাল ধুলোয় ঢেকে গেল। এই পা দেখতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, আর ঠিক তখনই চটাং করে একটা চড় এসে পড়ল আমার মাথার পেছনে। মনে হল লোহার হাত দিয়ে কেউ মাথার খুলির কোয়ালিটি দেখছে। মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়ে সামলে নিলাম। তারপর মাথা ঘুরিয়ে যাকে দেখলাম, তাকে দেখা মাত্র আমার শরীরের সমস্ত রক্ত কেলাসিত হয়ে পড়ল। শিরদাঁড়ার গোড়ায় কে যেন ছুঁইয়ে দিল বিদ্যুৎ।

"কা রে দিখাই নহি দেতে হম? উইশ কাহে নহি কিয়া বে? পিছওয়াড়া তোড়কে হাত মে দে দে কা?" রণবিজয় কওশল চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মানুষটা প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, চাবুকের মতো চেহারা। টিকলো নাকের পাশে বেমানান ছোট-ছোট চোখ। এর সঙ্গে চৌকো চোয়াল যেন মুখের হিংস্রতা আরও প্রকট করছে। এই তাহলে সমুদ্রম ইনস্টিটিউটের ত্রাস।

আমি কোনওমতে বললাম, "গুড মর্নিং স্যার।"

ঠাস্। এবার গালের চামড়া [illegible]ণ করা হল। কওশল বলল, "আবে চুহা, ঘড়ি দেখি তুনে? মর্নিং কিঁউ কহা বে? তুম লোগো [illegible] চর্বি চড়ি হুই হ্যায় না?"

"সরি স্যার, গুড আফটারনুন," গাল জ্বলছে আমার। রাগও হচ্ছে। এরা এত গায়ে হাত তোলে কেন?

কওশল পাশে দাঁড়ানো কল্যাণকে বলল, "তু কাহে খড়া হ্যায়? যা পালা এখান থেকে," কল্যাণ জাস্ট চোখের নিমেষে 'নেই' হয়ে গেল। আমি একা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

দাঁড়িয়ে ভাবলাম কওশল শরীরের আর কী-কী পর্যবেক্ষণ করবে কে জানে।

"তু ইস কলেজ কা আশিক হ্যায় কয়া?"

"অ্যাঁ? কী বলছেন ঠিক বুঝলাম না।"

"শালে, সমঝতা নেহি? তুই এখানে মেয়েদের সঙ্গে হিড়িক দিচ্ছিস?"

"না স্যার, আমি তো কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলিনি," আমার গলা কাঁপছে।

"কথা বলিসনি? মিথ্যে বলছিস?" কথা শেষ হওয়া মাত্র আর-একটা থাপ্পড় এসে চোয়ালে লাগল আমার। এবার চোখে জল চলে এল। শরীরের চোটের চেয়েও সম্মানের চোট বেশি জ্বালায়।

"রোতা কহে বে? খুজলির সময় মনে ছিল না?"

আমি ভেজা গলায় বললাম, "স্যার, সত্যিই বুঝতে পারছি না।"

"তোড়ির সঙ্গে ঢলাঢলি করিস কেন? জানিস না ও আমার গার্ল।"

মনের ব্যথা, রণবিজয় কওশল, মার সব ছাপিয়ে শেষের কথাটা পিন ফোটাল আমায়। মনের ছাদে বসে কে যেন বলল, "বাপু তোমার খারাপ লাগছে কেন?"

"শোন, তোড়ির দিকে তাকালে হাত ভেঙে দেব।"

"কিন্তু স্যার...!"এ কী বলছি আমি? "তোড়ি তো আমায় কিছু..." আমি প্রাণপণে নিজের জিভকে থামালাম।

"তুই তর্ক করছিস, শালা..." কওশল চোখ সরু করে তাকাল, "আজ সাড়ে তিনটের সময় পিঙ্ক হাউজে আসবি, বুঝেছিস?"

"কিন্তু স্যার, আমি কিছু করিনি।"

"চোপ শালা। সাড়ে তিনটেয় পিঙ্ক হাউজে। না এলে না..."

আবার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক। তবে উত্তরটা কমন পড়েছে এবার। মাথা নিচু করে চলে যেতে যাব কিন্তু তার আগেই শুনলাম, "না রণবিজয়, আজ ওর আমাদের কাছে ইন্ট্রোর পালা," আবিরদা।

"মানে?" রণবিজয় আবিরদার তাকাল।

"মানে এ মুরগি আজ আমাদের। ওকে আজ ছাড়।"

রণবিজয় চোয়াল চিপল। তারপর দাঁত চেপে বলল, "শোন আবির, ওকে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

বলে দিস তোড়ির সঙ্গে যেন বেশি চিপকু না হয়। শালাকে কিন্তু পুঁতে দেব আমি।”

রণবিজয়ের লম্বা শরীরটা হনহন করে মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। আবিরদা আমার কান ধরে বলল, “খচড়ামো করছিস? জানিস, কওশল যদি ধরে একবার, হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে! আর পিঙ্ক হাউজ় কী জানিস তো?”

এটা আমি জানি। ক্যাম্পাসের বাইরে স্টুডেন্টরা যেসব বাড়িতে থাকে তার একটা হল পিঙ্ক হাউজ়। কওশল ওই পিঙ্ক হাউজ়ে থাকে। গতকাল ওখানেই রুচির আর অভিষেককে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছিল। আর আজ ছিল আমার পালা। আবিরদা বাঁচিয়েছে। কারণ অন্য কোথাও ইন্ট্রো ছিল না আমার।

“থ্যাঙ্ক ইউ আবিরদা।”

“শোন, এসব জায়গা খুব ভয়াবহ। সাবধানে চলবি। মেয়েদের কেসে যাস না। না হলে রণবিজয়ের আগে আমি তোকে ক্যালাব।”

“আমি আসি তা হলে,” আমি যাবার জন্য পা বাড়ালাম।

“ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবি, বুঝেছিস?”

“কোথায়?” আমি অবাক হলাম।

“কেন? বললাম না তোর ইন্ট্রো আছে।”

ইন্ট্রো মানেই তো র‍্যাগিং! কওশলের থেকে বাঁচিয়ে আবিরদা র‍্যাগ করবে আমায়? আমি দুর্বল গলায় বললাম, “কোথায় যাব?”

“আমার খুপরিতে আসিস।”

“তোমার বাড়িতে?”

“হ্যাঁ, আজ খিচুড়ি বানাব। রাতে খেয়ে যাবি আমার সঙ্গে। আর যদি বলিস খারাপ হয়েছে, তা হলে...”

এই মনের মধ্যে রেখে দিলাম আমি। বুঝলাম সব শূন্যস্থান পূরণ করতে নেই। কারণ এইসব শূন্যস্থান . আবির মজুমদারের মতো দু’-একজন ঢুকে পড়ে আমাদের

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

৫

"এই তোরা শোন, না না বাকিরা নয়, তোরা দু'জন আয়।"

আমরা পাঁচ ছ'জন মিলে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। আজ আমাদের সেকেন্ড হাফটা অফ। তাই সবাই ঠিক করেছি যে অফ ডে-তে শ্রীপুরম টাউনে গিয়ে কাজকম্মো থাকলে মিটিয়ে আসব।

আবিরদাকে টাকা দেওয়ার পর আমার কাছে টাকা ছিল না, তাই টাকা তুলতেই মূলত ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। এ ছাড়াও ওয়ার্কশপের জন্য গাঢ় নীল আর ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশনের জন্য মাখন রঙের অ্যাপ্রন বানাতে দিয়ে এসেছি। আমাদের কলেজ থেকে শ্রীপুরমের মেন টাউন বেশ অনেকটা দূর। অটো করে যেতে আধ ঘণ্টা মতো সময় লাগে। দশ টাকা ভাড়া। তবে ফেরার পথে আর অটো ধরতে হয়নি। আখের গাড়িতে চলে এসেছি। এই গাড়িগুলো কলকাতায় দেখিনি কখনও। গাড়িগুলো ছোট ট্র্যাক্টরের মতো দেখতে। তার পেছনে দু'চাকার একটা কার্ট মতো লাগানো। ওর উপরেই আখ, নারকোল বোঝাই করে আনা-নেওয়া করা হয়।

এমনই একটা গাড়িকে থামিয়ে পার হেড দু'টাকা করে দিয়ে এসে নেমেছি সুরির দোকানের সামনে। এই সুরির কিন্তু জমকালো কোনও আউটলেট নয়, নিতান্তই আমাদের কলকাতার রাস্তার পাশে গজিয়ে ওঠা প্লাস্টিক, ত্রিপল আর তাপ্পিমারা বেঞ্চের দোকান। তবে দোকানের পজিশনটা ভাল। আমাদের মেস ও সিনিয়র বয়েজ হস্টেলের যে মেন গেট ঠিক তার , ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপারে সুরির এই দোকান। হস্টেলের ভয়ঙ্কর খাবারের কল্যাণে সুরির

Downloaded From : www.MonerSathe.com

খাবারের কাটতি ভালই। তবে সবকিছুর ভিতরেই একটা সাউথ ইন্ডিয়ান টাচ আছে। এই গত রবিবারই আমি খেয়ে দেখেছি। মানে খেতে বাধ্য হয়েছি আর কী।

রোববার দুপুরটায় মেসের খাবারের কোয়ালিটি উন্নত হয়। সেই আধ পোড়া আর আধ সেদ্ধ কম্বিনেশনের রুটি ও ডাল হাওয়া হয়ে সামনে আসে পোলাওয়ের মতো একটা জিনিস। সঙ্গে চাটনি, রসম আর গজা টাইপের মিষ্টি। আর সবশেষে হাতে ধরানো হয় একটা কলা। হ্যাঁ, এখানে এসে দেখেছি কলকাতার দোকানগুলোতে যেমন চিপ্‌স ঝুলিয়ে রাখে, এরা তেমন কলা ঝুলিয়ে রাখে।

তবে সেই খাবারই আমার মনে হয়েছিল অমৃত। পরে শুনলাম রোববার বলে মেস সন্ধেবেলা বন্ধ থাকবে। তা হলে খাব কোথায়? কেন? টাউন চলে যা। কয়েকজন সিনিয়র পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু আবিরদা আমায় বলেছিল যে টাউনে যে-রেস্তরাঁ সেখানে খাবারের দাম আগুন। তাই সেই আগুনে হাত না পুড়িয়ে আমরা হাজির হয়েছিলাম সুরির দোকানে। কুড়ি টাকার ভেজিটেবল মাঞ্চুরিয়ান আর সঙ্গে চারটে বান রুটি। শস্তায় ... । আমার আর বালার্কর ইজ়িলি হয়ে গিয়েছে।

আজও গাড়ি থেকে নেমে সবাই মিলে সুরির দোকানে ঢুকেছিলাম। পুরী আর ভাজি খাব। কিন্তু তখনই ওই যে ডাকটা দিয়ে অধ্যায় শুরু হল সেটা এসেছিল।

আমি মুখ তুললাম। গুপ্তা তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে একটাই বাঁচোয়া, সঙ্গে কওশল নেই। গুপ্তা দেখলাম হাত
আর, বালার্ককেই ইঙ্গিত করছে। সেরেছে, এখন আবার কী?

বালার্ক বলল, "পাত্তা দিস না। এখানে খেয়ে হস্টেলে ফিরব। তারপর মেকানিক্সের অঙ্ক নিয়ে বসতে হবে, খেয়াল আছে তো?"

আমি বললাম, "শোন বালার্ক, ঝামেলা করে লাভ আছে? এখানে যে ক'দিন তুই এসেছিস, একবারও ... ডাকে যাসনি। ব্যাপারটায় কিন্তু তোর ওপর ওদের রাগ বাড়ছে।"

"রাগ বাড়লে বাড়বে, আমি তো ফার্স্ট সেমের পর কাটছি।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"ফার্স্ট সেম পর্যন্ত তো থাকতে হবে, নাকি?"

"কী হল? কেয়া লাথ মারকে লানা পড়ে গা তুম লোগোঁ কো?"

আমি বালার্ককে হাত ধরে টানতে-টানতে বড় রাস্তা পেরিয়ে নিয়ে গেলাম সিনিয়র হস্টেলের সামনে দাঁড়ানো গুপ্তা অ্যান্ড গ্যাংয়ের কাছে। আমি ওদের উইশ করলাম। কিন্তু বালার্ক করল না।

গুপ্তা একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব ধীরে-ধীরে বালার্ককে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত মাপল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "হাইট কত?"

"সিক্স ওয়ান।"

"কওশল সিক্স সিক্সের বেশি। তুই বলেছিস কওশলকে টেনিসে হারাবি?"

"হ্যাঁ, বলেছি," বালার্ক গম্ভীর গলায় উত্তর দিল। আমি অবাক হলাম। কথাটা গুপ্তা জানল কী করে?

"চুহা, যা এক কাম কর। ওই যে চারটে মেয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে লাল টি-শার্ট পরা মেয়েটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, ও কী রঙের ব্রা প্যান্টি পরে রয়েছে। যা, ভাগ-কে যা।"

বলে কী রে? ভয়ে আমার ব্রহ্মতালু শুকিয়ে গেল। এ তো ইভ টিজিং-এর দায়ে ধরা পড়ব। পিটিয়ে তক্তা তো বানাবেই, তারপর জ্বালিয়ে দেবে। এইজন্য, একমাত্র এইজন্যই বলেছিলাম, বালার্ক ঘ্যাম না দেখিয়ে সিনিয়রদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখ।

"তোমার জানার ইচ্ছে থাকলে, তুমি নিজে যাও। . নট পার্ভার্টেড," বালার্ক গুপ্তার চোখে-চোখ রেখে জবাব দিয়ে !

গুপ্তা হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। আমি দেখলাম অবস্থা হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি বললাম, "স্যার, ও অসুস্থ, ওকে ছেড়ে দিন প্লিজ।"

"শুয়োর, খুব বন্ধুত্ব হয়েছে, না? , এবার তুই যা," গুপ্তা আচমকা ক্ষেপে গিয়ে আমায় ধাক্কা মারল।

"স্যার, প্লিজ স্যার..." আমার চোখে জল এসে গেল প্রায়।

"না, ও যাবে না," বালার্ক গম্ভীর গলায় বলল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

এবার গুপ্তা কিছু বলার আগেই ওর সাঙ্গপাঙ্গরা হঠাৎ এসে চেপে ধরল বালার্ককে। গুপ্তা আমায় বলল, "সরসিজ যা, না হলে এই হারামখোর বালার্কটাকে নাঙ্গা করে দৌড় করাব।"

বালার্ক জালে আটকানো জন্তুর মতো তাকাল আমার দিকে, "যাবি না সরসিজ। ও যা পারে করুক।"

দেখলাম সুরির দোকানের সকলেই এদিকে তাকিয়ে আছে।

গুপ্তা বলল, "যাবি? নাকি..."

আমি দৌড় লাগালাম। মেয়েগুলো এখন আরও খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে। হাইওয়ের পাশের লাল মাটির এবড়ো-খেবড়ো পথে হোঁচট খেতে-খেতে গিয়ে পৌঁছলাম মেয়েদের সামনে।

আমার অমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা দেখে মেয়েগুলো থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ দেখে চিনতে পারলাম, এরা কলেজেরই সিনিয়র।

একজন প্রশ্ন করল, "হোয়াটস দ্য রাশ ডুড?"

আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে লাল টি-শার্টকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি আপনার ফেভারিট কালার জানতে পারি প্লিজ?"

"ফেভারিট কালার?" লাল টি শার্ট ভুরু কোঁচকাল। তারপর হাসল, "ফার্স্ট সেম?"

"হ্যাঁ," আমি বোকা-বোকা মুখ করে তাকালাম।

"তুমি যা জানতে চাইছ, তা আমি বুঝতে পারছি। ঠিক আছে তোমার সিনিয়রদের গিয়ে বল যে, আয়্যাম ওয়্যারিং ব্ল্যাক।"

এবার আমার রিভার্স গিয়ারের পালা। গুপ্তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, বালার্ক মুখ লাল করে তাকিয়ে রয়েছে . দিকে। গুপ্তা গা জ্বালানো হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বল, কী রং?" নোংরা ছেলে, আমার সারা শরীর জ্বলে গেল। না, সত্যি কথা বলব না ওকে।

আমি গোবেচারার মতো মুখ করে বললাম, "স্যার, হোয়াইট।"

"সাদা! মিথ্যে বলছিস," গুপ্তা মুখটা শক্ত করল।

"না, স্যার, সাদা," আমি আরও গোবেচারা মুখ করলাম, "বিশ্বাস

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

না হলে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। আমি মিথ্যে বলছি না।"

"শালা," গুপ্তা হাত তুলল আমায় মারবে বলে।

"এ গুপ্তা, কোই অর কাম নহি হ্যায় ক্যায়া?" পরিচিত গলা পেয়ে আমি পাশে তাকালাম। দেখলাম একটা মেয়ের সঙ্গে এদিকেই আসছে আবিরদা।

"আবির, তুই এসবের বাইরে থাক," গুপ্তা দাঁত চিপল।

"ফালতু রং নিস না, ওদের ছাড়। যা এবার, যাঃ।"

গুপ্তা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চলে গেল। ওর চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাতে বুঝলাম, জল আরও গড়াবে।

আবিরদা কিছু বলার আগেই বালার্ক ছোট্ট করে থ্যাঙ্কস জানিয়ে হস্টেলের দিকে এগিয়ে গেল।

আবিরদার সঙ্গের মেয়েটি হাসল। বালার্কর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ছেলেটা তো খুব অ্যারোগ্যান্ট!"

আমি বললাম, "না, ও খুব ভাল। আসলে..."

"জাস্ট আ সেকেন্ড," মেয়েটি ট্র্যাফিক পুলিশের মতো হাত তুলল। "প্রথমে, তুমি কেন উইশ করলে না আমায়? আর সেকেন্ডলি, আমায় সম্বোধন ছাড়া কথা বলবে না। সিনিয়র ছেলেদের যেমন স্যার বলো, আমাদের বলবে ম্যাডাম।"

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, "সরি ম্যাডাম, গুড আফটারনুন ম্যাডাম।"

"অ্যাড সাম স্টাইল, ম্যাডাম নয়, ম্যাম। কেমন?"

"ম্যাম," মাথা নাড়লাম আমি।

আবিরদা বলল, "বৈদভী, এ হল ম্যাওম্যাও।"

অ্যাঁ? আমি ম্যাওম্যাও? মানে? অবাক হয়ে আমি আবিরদার দিকে তাকালাম।

আবিরদা হাসল, "তোকে দেখলেই না একদম বেড়ালের মতো মনে হয়। তোকে দেখতে বেড়া মতো। তাই ম্যাওম্যাও। ঠিক নাম দিয়েছি না বৈদভী?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

বৈদভী হাসল, "ইয়াঃ, হি ইজ় জাস্ট লাইক আ ক্যাট।"

আবিরদা বলল, "চল, জোড় হাত করে মাথা ঝুঁকিয়ে ম্যাওম্যাও বল। কুইক।"

আমি জোড় হাত করে মাথা নিচু করলাম। তারপর গলা সরু করে বললাম, "ম্যাও, ম্যাও।"

বৈদভী হাসতে-হাসতে আবিরদার কাঁধে মাথা ঠেকাল। বলল, "যাক, লেট্স গো আবির। এরপর গেলে প্র্যাকটিসের কোর্ট পাব না আর।"

ওরা টেনিস কোর্টের দিকে চলে গেলে আশপাশটা হঠাৎ খুব নির্জন লাগল আমার। আমি হাঁটতে-হাঁটতে হস্টেলের দিকে এগোলাম। শীত আসছে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে বেশ। দূরের পাহাড়ের গায়ে গাছগুলো নড়ছে খুব। সূর্য হেলছে এবার। ওই দূরের পাহাড়, আখবন, নারকেল গাছের সারি ডিঙিয়ে সূর্য গড়িয়ে নামছে আকাশ দিয়ে। নিজের লম্বা ছায়া দেখে আমার নিজেরই কেমন লাগল। এই নির্জন মাঠ, দূরের পাহাড়, ওই ঝরনা, এসবের সঙ্গে থাকতে হবে আমায়। আরও অনেক দিন।

হস্টেলের সামনে গিয়ে থমকে গেলাম আমি। এরা কী করছে এখানে? আমায় দেখে দেবদারু গাছের নীচ থেকে এগিয়ে এল ওরা। মানে তোড়ি আর শ্রীবিদ্যা। আমি ভুরু কোঁচকালাম।

শ্রীবিদ্যা বলল, "সরি টু বদার ইউ। বাট, তুমি কি আমার সঙ্গে বালার্কর একটু আলাপ করিয়ে দিতে পারবে?"

"কেন?" আমি অবাক হলাম।

"ওর থেকে মেকানিক্সের কয়েকটা অঙ্ক একটু বুঝে নেবার ছিল।"

"কেন? ওর থেকে কেন? স্যারকে বলো।"

"স্যারের সময় নেই। প্লিজ়, বালার্ক ইজ দ্য বেস্ট। একটু আলাপ করিয়ে দেবে?"

"তোমরা নিজেরা গিয়ে ।"

"হি রিফিউজ়ড!" শ্রীবিদ্যা মাথা ঝাঁকাল, "প্লিজ, হেল্প মি আউট।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি দেখলাম কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললাম, "ঠিক আছে, কাল হয়ে যাবে।"

আমি আর কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে হস্টেলের দিকে এগোলাম। "সরসিজ, এই সরসিজ," পেছন থেকে তোড়ি ডাকল। কিন্তু দাঁড়ালাম না আমি। তোড়ি তাও ডাকছে। কিন্তু কওশলের মুখটা মনে পড়ল আমার। শরীরে কাঁটা দিল। ভিতু, আমি ভিতু। আমাকে এখনও চার বছর থাকতে হবে এখানে। ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। তোড়ির ডাকে সাড়া দিলে চলবে না।

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

৬

সুরির পাগল ভাইটা সবার কাছে কন্নড় ভাষায় কিছু বলে। আজ ধরেছিল আমায়। আমি অনেক কষ্টে 'কানাড়া গোভিল্লা', 'ইল্লে' ইত্যাদি বলে ওকে কাটিয়ে সুরির দোকানে সবে চা নিয়ে বসেছি, দেখি বালার্কও আসছে।

"কী ম্যাওম্যাও, চা খাচ্ছিস?" বালার্ক এসে বসল আমার পাশে।

পিত্তি জ্বলে গেল আমার। ম্যাওম্যাও মানে? ওটা তো সিনিয়রদের ডাক। তুই আমার ব্যাচমেট, বা আরও গভীরভাবে বললে রুমমেট, তুই এমনভাবে বলবি কেন আমায়? আর আবিরদারও বলিহারি। এই ডেকে খাওয়াচ্ছে তো এই সবার সামনে র‍্যাগিং করছে। ম্যাওম্যাও নামটা আবিরদাই তো ছড়িয়েছে ক্যাম্পাসে। এখন যখন মেস থেকে খাবার খেয়ে বেরোই, সিনিয়র হস্টেল থেকে নানা ভঙ্গিতে ম্যাওম্যাও ডাক ওঠে। মনে হয় আড়াইশো বেড়াল একসঙ্গে চিৎকার করছে। আমার এত রাগ হয়! কিন্তু ভাল মানুষের মতো মুখ করে চুপ থাকি।

আর সেই ভালমানুষির সুযোগ কিনা তুই-ও নিবি? বালার্কর ওপর রাগ করে বললাম, "ম্যাওম্যাও মানে? আর তোর চোখে কিডনি স্টোন হয়েছে, যে দেখেও জিজ্ঞেস করছিস চা খাচ্ছি হাঙরের ল্যাজ চিবোচ্ছি!"

"ওরে বাব্বা, এত টেম্পার কেন গুরু?"

প্রশ্নটা এল পিছন থেকে। আবিরদা কেন যে সব সময় পিছন থেকে এসে কথা বলে, কে জানে!

আমি পিছনে তাকালাম। আবিরদার সঙ্গে আর-একজন সিনিয়র

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে উইশ করলাম।

আবিরদা বলল, "তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এ হল চন্দরদীপ সিংহ, আমাদের কলেজের ইলেকট্রনিক্সে টপার। খুব ভাল ছেলে।"

আমি উঠে নিয়ম মতো বুকের কাছে হাত নিয়ে বললাম, "গুড আফটারনুন স্যার।"

চন্দরদীপ হাসল। তারপর বালার্কর দিকে তাকাল একঝলক, বলল, "তু বালার্ক হ্যায় না? শুনা হ্যায় তেরে বারে মেঁ। উইশ নেহি করতা তু?"

বালার্ক বলল, "নো।"

"কাহে বে? মহারাজ হ্যায় তু?"

"মারলে মারতে পার, কিন্তু..." বালার্ক কথা শেষ করার আগেই আচমকা, আমায় অবাক করে দিয়ে, আবিরদা থাপ্পড় মারল ওকে।

"পিছওড়া তোড় দেগা তেরা। ভাগ হিঁয়াসে," আবিরদা চন্দরদীপকে আর কিছু করার সুযোগ না দিয়ে বলল, "যা এখান থেকে। অসভ্য ছেলে, ভাগ।"

আমি দেখলাম বালার্ক চলে গেল আর ওর যাওয়ার পথের দিকে লাল মুখ করে তাকিয়ে রয়েছে চন্দরদীপ। বুঝলাম টপার হলেও চন্দরদীপের ভিতরেও র‍্যাগিংয়ের নোংরা বীজ রয়েছে। আর এ-ও বুঝলাম, বড়সড় গন্ডগোলের হাত থেকে একটা চড় খরচ করে বালার্ককে বাঁচিয়ে দিল আবির মজুমদার।

চন্দরদীপ বলল, "আবির, তুই মালটাকে ভাগিয়ে দিলি কেন? ওর তন্দুরের দরকার। যাক, তা ম্যাওম্যাও হাউ ইজ ফ?"

লাইফের ছদ্মবেশে এ যে নাইফের মতো ব্যবহার করবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। এই ক'দিনের অভিজ্ঞতায় র‍্যাগিং সম্বন্ধে আমার একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে। মনে-মনে ঠিক করেছি যে সিনিয়র হলে আমি কখনও র‍্যাগিং করব না।

চন্দরদীপের প্রশ্নের জবাবে , "ফাইন স্যার।"

"অ্যায়সা হি রাখ্‌খিও, তেরা দোস্ত কে মাফিক হিরো না বনিও,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

সমঝে। অর অগর ইলেকট্রনিক্স মেঁ কুছ দিক্কত হো তো বতানা। অব্ চল, ভাগ।"

আমি আবার উইশ করে দৌড় মারলাম। মাঠের ওই প্রান্তে এখনও বালার্কর লাল হাফ হাতা সোয়েটারটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মাঝপথেই বাধা পেলাম। একটা ছোট্ট স্কুটার নিয়ে এসে দাঁড়াল শ্রীবিদ্যা। এই রে, আবার বালার্কর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে বলে গন্ডগোল করবে। এদিকে বালার্ক যে ইন্টারেস্টেড নয়!

প্রথম দিন এটা নিয়ে বালার্ককে বলায় ও বলেছিল, "দ্যাখ, এখানে ফ্রি-তে টিউশন দিতে আমি আসিনি। আর শোন, বেঙ্গালুরু প্রপারে ভর্তি হতে হবে আমায়। আমার বাবা ভিতর থেকে ম্যানেজ করবে ঠিক আছে, কিন্তু তার সঙ্গে যদি মিনিমাম সেভেনটি ফাইভ টু এইটি পারসেন্ট স্কোর না করতে পারি, তা হলে কিন্তু আমার আর যাওয়া হবে না। ফলে এখানে অন্যকে হেল্প করার সময় নেই আমার. বুঝলি?"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেন? তোকে বেঙ্গালুরুতেই বা যেতে হবে কেন? সবাই মিলে থাকব একসঙ্গে, সেটা মজা না?"

"দ্যাখ, এই কলেজ থেকে ক্যাম্পাসিংয়ে তেমন সুযোগ আসবে কিনা জানি না। প্লাস এই জায়গাটা এত রিমোট। লোকজনও তেমন সব। সবচেয়ে বড় কথা ওখানে দাদাভাই আছে।"

"দাদাভাই মানে?"

"আমার জেঠতুতো দাদা। এখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সাবজেক্ট। আর ওখানকার কলেজের প্রসপেক্ট ভাল।"

"কিন্তু তুই তো ভাল স্টুডেন্ট। ভালরা যে-কোনও জায়গা থেকেই শাইন করে।"

"ফালতু কেন টুনি ? তোকে না বেশি চিপকু হবি না। শোন, শ্রীবিদ্যা না শ্রীদেবী তার কোনও সময় নেই আমার, বুঝলি?"

প্রবলেমটা তো আমার বোঝা নিয়ে নয়, শ্রীবিদ্যার বোঝা নিয়ে। মেয়েটা পুরো ছিনে জোঁক। এমনভাবে এসে আমায় ধরে যেন আমার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ইচ্ছেতেই বালার্ক চলাফেরা করে। কেন রে বাবা, তুই নিজে গিয়ে পড়া দেখিয়ে দেওয়ার কথা বল না। না, তা বলবে না। হুঁঃ!

"হাই, সরসিজ," শ্রীবিদ্যা হাসল।

"হাই। হঠাৎ এখন?" যেন কিছু বুঝতে পারিনি, এমন মুখ করে জিজ্ঞেস করলাম।

"তা, বলেছিলে?"

"কী?" আমি অভিনয় চালিয়ে গেলাম।

"আরে, ওই বালার্কের ব্যাপারটা।"

"ও", যেন গতজন্মের কথা মনে পড়েছে এমন মুখ করলাম, "আরে তাই তো। হ্যাঁ-হ্যাঁ বলব, বলব।"

"এখনও বলনি?" শ্রীবিদ্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "প্লিজ, আজই বলো কিন্তু।"

"ওকে," বলে চলে যাব ভাবছিলাম, কিন্তু পারলাম না।

শ্রীবিদ্যা বলল, "আচ্ছা, কল্যাণব্রত কেমন ছেলে?"

"কল্যাণ? মানে কলু? ভালই তো। কেন?"

শ্রীবিদ্যা ঠোঁট কামড়াল, তারপর হাত নাড়িয়ে বলল, "বাদ দাও। এদিকে তোড়ি কিন্তু খুব স্যাড হয়ে আছে।"

তোড়ি? স্যাড? আমার ভেতরে ঝুপ করে বরফ ভেঙে পড়ল যেন। অমন মুখের একটা মেয়ে দুঃখে আছে? এবার তো পৃথিবীতে মহামারী হবে, নিদেনপক্ষে জলোচ্ছ্বাস তো বটেই। কিন্তু আচমকা সাড়ে ছ' ফুট চেহারাটা ভেসে উঠল আমার সামনে।

শ্রীবিদ্যা বলল, "তুমি ওকে অ্যাভয়েড করছ কেন?"

"অ্যাভয়েড?" আমি না বোঝার ভান করলাম।

"অ্যাক্টিং কোরো না। বালার্কের ব্যাপারটা নিয়ে অ্যাক্টিং করলে মানলাম, আর নিতে পারছি না। কেন অ্যাভয়েড করছ ওকে?"

আমি বললাম, "আমার কিছু প্রবলেম আছে। সরি, এর বেশি কিছু বলতে পারব না।"

শ্রীবিদ্যা আরও কিছু জানতে চাওয়ার আগে আমি দৌড়ে হস্টেলে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

ঢুকে গেলাম। তোড়ির সঙ্গে কথা না বলতে পেরে আমারও কি খুব ভাল লাগছে? কিন্তু জীবনে সবকিছু যে আমার ভাল লাগা অনুসারে হবে, তার তো কোনও মানে নেই। আমাকে আমার প্রায়োরিটি ঠিক রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, সমুদ্রম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে কী করতে এসেছি আমি।

এক ঝামেলা শেষ করে হস্টেলে ঢুকে আর-এক ঝামেলায় পড়লাম। আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বেজায় চেঁচাচ্ছে কল্যাণ আর ওর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ময়ূখ। কী কেস? না, ময়ূখ কল্যাণের খাবার জলের জগ থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়েছে। আর তাতেই কল্যাণের ফিউজ় উড়ে গিয়েছে।

কল্যাণ যা খুশি তাই বলে গেল আরও মিনিট পাঁচেক, তারপর দুদ্দাড় করে ঘরে ঢুকে গেল। অন্যান্যরাও মজা দেখা শেষ হয়ে গিয়েছে বুঝে চলে গেল। কিন্তু আমার খারাপ লাগল। ময়ূখের বোকামি দেখে আমি নিজেও খুব হাসি। কিন্তু এখন হাসি পাচ্ছে না। বরং ওর ছলছলে চোখ দেখে কষ্টই হচ্ছে। আমি ময়ূখের দিকে এগিয়ে গেলাম। অরবিন্দ অপ্রমেয় ময়ূখের পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

আমি বললাম, "ময়ূখ, ফালতু মনখারাপ করিস না। জানিসই তো কল্যাণ রেগে যায় সহজে। ছাড়, ঘরে যা।"

অরবিন্দ ভুরু কুঁচকে বলল, "কল্যাণ ইজ় আ শিট। সবসময় ময়ূখকে যা তা বলে। হি শুড শো সাম ম্যানার্স। অর এলস..."

অরবিন্দ ময়ূখকে নিয়ে চলে গেল।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এখানে সকলে এত রেখে দেয় কথায়! কেন যে কথা শেষ করতে পারে না! 'অ এলস' কী?

"এই সরসিজ শোন," দেখলাম কল্যাণ ওর ঘরের দরজা খুলে মাথা বের করে আমায় ডাকছে। চোখে মুখে একটা সতর্ক ভাব। বাঃ, এর মধ্যেই মেজাজ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে!

আমি অবাক হলাম, " "

"একবার আমার আয় তো।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ওর রুমি বসন্ত ঘরে নেই এখন। আমি ঘরে ঢোকামাত্র দরজায় ছিটকিনি দিয়ে দিল কল্যাণ। আমায় বিছানায় বসতে বলে নিজে চেয়ার টেনে বসল আমার সামনে। বলল, "বল, কী বলছিল ও?"

"ও মানে? ময়ুখ?"

"ভাগ শালা। শ্রীবিদ্যা। জানলা দিয়ে দেখলাম মাঠে দাঁড়িয়ে তোরা কথা বলছিলি? আমার সম্বন্ধে কিছু বলছিল?"

"তোর সম্বন্ধে? কেন?"

কল্যাণ একটু অপ্রস্তুত হল। হাত ঘষল গালে। তারপর বলল, "শোন, একটা গোপন কথা বলছি, কাউকে বলবি না এখনই। বললে কিন্তু..."

ধ্যাত্‌তেরি। এও কথা শেষ করে না! 'কিন্তু' কী? না, কল্যাণ 'কিন্তু'-র পর কথা শেষ না করে একটা বাক্য শুরু করল। আর তা শুনে আমি চোখের সামনে একটা ট্রায়াঙ্গেল দেখতে পেলাম। না, বারমুডার নয়, শ্রীপুরমের।

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

৭

অঙ্কটা আমি চিরকালই ভাল পারি। তাই আজ অঙ্কের পেপারটা হাতে পাওয়ার পর শ্রীপুরমে এসে এই প্রথম আমার আনন্দ হয়েছিল। সব অঙ্ক যে আমার জানা! এটা আমাদের প্রথম ক্লাস টেস্ট ছিল। পঁচিশ নম্বরের পরীক্ষা। আর এরপরেই ছিল ইলেকট্রনিক্সের টেস্ট। অঙ্কতে ফুল মার্কস আমার বাঁধা, কিন্তু ইলেকট্রনিক্সে কুড়ি পেলেই আমি পাঁচসিকের পুজো দেব।

এসব মিটিয়ে সেকেন্ড হাফে কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে বেরতেই কল্যাণ প্রায় হামলে পড়ল, "কীরে, ফার্স্ট হাফে কেমন পরীক্ষা দিলি?"

"অঙ্কটা ভাল হয়েছে, কিন্তু ইলেকট্রনিক্সটা ঝুল হয়ে গিয়েছে। শালা, আমায় আবার সেকেন্ড ইয়ার থেকে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে..." কথাটা শেষ না করে নিজেই চমকে গেলাম। সকলের হাওয়া কি এবার আমারও লাগল?

"আমি কিন্তু ফাটিয়ে দিয়েছি। হায়েস্ট পাবই!" কল্যাণ এমনভাবে বলল যেন খাতাটা ও-ই দেখছে! আমি মনে-মনে হাসলাম। বালার্ককে এত সহজে ভুলে গেল! আমি কথা না বাড়িয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। কল্যাণ আবার ধরল, "শোন না, ওই শালা বালার্কটা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।"

"মানে?" এবার অবাক হলাম আমি।

অন্যান্য স্টুডেন্টরাও এখন বেরোচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে রুচির, বিকাশ, গিরিশরা ডাকাডাকি করছে আমায়। কিছুদিনের মধ্যেই টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু হবে। ওদের সঙ্গে ও নাকি প্র্যাকটিসে যেতে হবে! না, খেলতে নয়, দর্শক হতে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

কল্যাণ আমায় হাত ধরে টেনে একটা বড় দেবদারু গাছের পাশে নিয়ে গেল। বলল, "গতকাল কী দেখেছি জানিস, শ্রীবিদ্যার সঙ্গে আন্টিস শপে বসে কফি খাচ্ছে ও। তুই বল এটা ও ঠিক করছে?"

"মানে? ঠিক করছে না কেন বলছিস?"

কল্যাণ বিরক্ত হল, "গাধার মতো কথা বলিস না। তোকে আমি শ্রীবিদ্যার উপর আমার ব্যথার ব্যাপারটা বলিনি? আর আমার গার্লের সঙ্গে ওই মাইগ্রেটরি বার্ডটা এসে মস্তি করবে?"

"বাজে বকিস না। আন্টিস শপে বালার্ক আমার সঙ্গেই গিয়েছিল। আমি যখন উঠে আসছি তখনই শ্রীবিদ্যা আসে ওখানে। পড়াশোনার ব্যাপারে শ্রীবিদ্যা হেল্প চাইল বলেই বালার্ক ছিল।"

"তাই?" কল্যাণ ভুরু কোঁচকাল, "কিন্তু অত কাছাকাছি বসার কী হয়েছে? আর আমি কি পড়াশোনায় খারাপ? আমায় বললে পারত! আচ্ছা, তুই কি বলেছিস ওকে আমার কথা?"

কল্যাণ অবশ্য বলেছিল বটে। কিন্তু আমি তার কী করতে পারি? বললাম, "তোর শ্রীবিদ্যাকে ভাল লাগে বুঝলাম, কিন্তু আমার কাছে তা নিয়ে গজগজ করে লাভ আছে? শ্রীবিদ্যার কাছে আলতো করে তুলেছিলাম কথাটা, পাত্তাই দেয়নি। দেখ ভাই, বি আ সেল্ফ মেড ম্যান। 'আমার উপর নেই ভুবনের ভার', বুঝেছ?"

কল্যাণ কটমট করে তাকাল, "আচ্ছা, কিন্তু তোর রুমিকে বলে দিস, বেশি স্মার্ট হতে চাইলে কিন্তু বিপদে পড়বে!"

কল্যাণ হনহন করে চলে গেলে আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচালাম। ওফ, এখানে নিত্য নতুন সমস্যা। আমি ভাবলাম এবার হস্টেলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটু পড়তে বসব। পরশু এমইএস আর মেকানিক্সের টেস্ট আছে।

আমি পা বাড়াতে যাব, কিন্তু "অ্যাই ম্যাওম্যাও!" আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই সিনিয়রগুলো আমাদের এক রত্তি যদি শান্তি দেয়! দেখি, আজ কার কাচার বা জুতো পালিশ করার আজ্ঞা দেয়।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

দেখলাম, সেকেন্ড ইয়ার ইনফরমেশন টেকনোলজির ছাত্র অজিত, মানে লয়েন এসে দাঁড়িয়েছে। নিয়মমতো আমি উইশ করলাম। লয়েন বেঁটেখাটো আর রোগা। তাই হয়তো কোনওরকম [illegible] আছে। আর সেটা ঢাকতেই সবসময় মুখ-চোখ কুঁচকে নিজেকে গম্ভীর প্রমাণ করে।

লয়েন বলল, "কা রে ম্যাওম্যাও, বিল্লিওয়ালা উইশ কাঁহা হ্যায়?"

ওর কথা বলতেই আমি তীব্র অ্যালকোহলের গন্ধ পেলাম। এটা এই অঞ্চলের একটা খারাপ দিক। হাইওয়ের ওদিকে, কলেজ থেকে একটু দূরে বেশ কয়েকটা মদের ঠেক আছে। সেখানে মদ ছাড়াও আরও অন্যান্য নেশার বন্দোবস্ত আছে বলেও শুনেছি। আমাদের কলেজের প্রচুর স্টুডেন্ট ওই সব দোকানের নিয়মিত সদস্য। এমনকী আবিরদার ঘরেও মদের ছোট বোতল দেখেছি আমি। মদ বা সিগারেট, যে-কোনও নেশাকেই আমি ঘৃণা করি। মনে হয়, দুর্বল একপাল প্রাণী পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য এসব বিষের সাহায্য নিচ্ছে। এদের নিজেদের কোনও দম নেই।

"উইশ কর," লয়েন খেঁকিয়ে উঠল।

আমি 'ম্যাওম্যাও' করলাম।

লয়েন হাসল, তারপর হাতে কুড়িটা কাগজের বাঞ্চ ধরিয়ে বলল, "নর্থ থেকে যে কুড়িজন এবার এসেছিস তাদের জন্য কোয়েশ্চন পেপার এটা। আজ রাতে পরীক্ষা। সকলকে দিয়ে দিবি। সকলের থেকে আনসার লিখিয়ে নিজের কাছে রেখে দিবি কাগজগুলো। আর রাত এগারোটা নাগাদ গুপ্তার সঙ্গে আমরা যাব তোদের হস্টেলে, বুঝেছিস?"

জলের মতো, একদম জলের মতো বুঝেছি। আজ রাতে আবার র‍্যাগিং হবে। আমি একটা পাতা দেখলাম। ইংরিজিতে লেখা পাঁচটা প্রশ্ন। এক একটার নম্বর পাঁচ করে। অর্থাৎ পঁচিশ। আর পঁচিশ নম্বর হল প্র্যাক্টিক্যাল, ওয়্যাক্স টেস্ট। এবার [illegible]লো পড়লাম।

(১) প্রমাণ কর, বন্ধ দরজা = খোলা দরজা।

(২) ধরো, তুমি একটা পিঁপড়ে, একটা শুয়ে থাকা মেয়ের পা থেকে মাথা অবধি হেঁটে যাচ্ছ তুমি। এখন X, Y ও Z অক্ষর দিয়ে গ্রাফ এঁকে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বুঝিয়ে দাও, তোমার যাত্রাপথের দূরত্বের সঙ্গে মেয়েটির ও তোমার শারীরিক পরিবর্তনের পর্যায়গুলো।

(৩) তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে যে, তোমার বন্ধু হনুমান?

(৪) ফিজিক্সের এইচওডি-র বউকে প্রোপোজ করতে হলে তুমি কী করবে?

(৫) Lady-র ইন্টিগ্রেশন করো।

প্রশ্ন নয়, বোমা। আজ রাতে এসব লিখতে হবে আমায়? তারপর আবার ওয়্যাক্স টেস্ট? পড়াশোনা করব কখন? আর ওয়্যাক্স টেস্ট মানে তো গায়ের জামা খুলে পিঠে গরম মোম ঢেলে দেবে। ফোস্কা পড়বে না, কিন্তু যেখানে-যেখানে গলন্ত মোম লাগবে, মনে হবে সেখান দিয়ে জীবন বেরিয়ে গেল।

দেবদারু গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ খুব কান্না পেল আমার। কেন র‍্যাগিং করে এরা? এতে নাকি জড়তা কাটে, বন্ধুত্ব বাড়ে। কিন্তু এভাবে কি ফ্রি হওয়া যায়? সহজ হওয়া যায়? বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এভাবে? অন্যকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পাওয়া তো একরকমের মানসিক রোগ। এই যে এত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন, সেখানে যে এত র‍্যাগার, এরা কি তাহলে এক ধরনের মানসিক রোগী? এরাই তো ভবিষ্যতের কারিগর, সমাজের বিশিষ্ট জায়গা অধিকার করবে এরাই। তা হলে? এরা যে সভ্য মানুষের মতো থেকেও আসলে ভিতরে-ভিতরে এক-একটা ক্ষুদ্র সাইকোপ্যাথ! আচ্ছা, এই জন্যই কি আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার?

হেলে আসা বিকেলে আলোয় সবকিছুই যেন কেমন ম্রিয়মাণ দেখাল। দূরে পাহাড়ের গায়ে সূর্যের 'যাই-যাই' আলো লেগে আছে। আরও দূরে রেললাইন দিয়ে এগিয়ে চলেছে নির্জন রেলগাড়ি। সুরির দোকানের পাশের গাছে বসে রয়েছে মনমরা সব বাঁদর। শীত আসছে। শিরশিরে হাওয়া পাক খাচ্ছে মাঠে। পাক খাচ্ছে আর ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের।

"আর ইউ আ পোয়েট?" প্রশ্নে সম্বিত ফিরল আমার। বৈদভী!

"গুড ইভনিং ম্যাম," কাগজগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে বললাম আমি।

"ওগুলো কী? র‍্যাগিং টেস্টের কোয়েশ্চনেয়ার?" বৈদভী হাসল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

"হ্যাঁ, ম্যাম।"

ও আবার বলল, "এখন কোথায় যাচ্ছ? হস্টেলে?"

"ইয়েস ম্যাম।"

"তার চেয়ে আমার সঙ্গে চলো। কাম।"

"অ্যাঁ? কোথায়?" আমি একটু ভড়কালাম।

"সিনিয়রদের কোয়েশ্চন করার নিয়ম নেই জান না? কওশল শুনলে কী বলবে?"

আমি বললাম, "না-না ম্যাম, ওটা জাস্ট মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। চলুন।"

বৈদভী মুখ টিপে হাসল, "কওশলকে খুব ভয় পাও, না?"

আমি ঢোঁক গিললাম। গতকালই বসন্তকে পিটিয়ে প্রায় অজ্ঞানের মতো করে দিয়েছিল কওশল। কী? না, বসন্ত নাকি ওর সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। আর শুধু মারেইনি, বসন্তের উপর হুকুম হয়েছে পরের এক মাস ওর গোঁফের দু' দিক কামিয়ে চার্লির মতো করে রাখতে হবে। না হলে নাকি কপালে আরও দুর্ভোগ আছে। এ ছাড়াও রুচির, অভিষেক, গিরিশ, বিকাশ, এরাও যথেষ্ট মারধোর খেয়েছে। আমি আর সেই দলে নাম লেখাতে চাই না।

শ্রীবিদ্যার মতো বৈদভীরও একটা ছোট্ট স্কুটার রয়েছে। আমি পিছনে বসামাত্র ও গাড়ি ছুটিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, "ছোট্ট ফল্‌সটার দিকে কখনও গিয়েছ?"

আমি শুনেছি ঝরনাটার কথা। কিন্তু যাইনি। কারণ পথটা লেডিস হস্টেলের গা ঘেঁষে গিয়েছে। আমাদের, মানে জুনিয়রদের এই দিকে আসা বারণ। কারণ আমরা নাকি মেয়েদের উত্যক্ত করব।

আমি বললাম, "সিনিয়রদের তো বারণ আছে!"

বৈদভী মেন রোড থেকে লেডিস হস্টেলের পথে স্কুটার ঘুরিয়ে বলল, "সে তো একা যেতে বারণ করেছে। আমার সঙ্গে গেলে কিছু বলবে না।"

ঝরনার সামনে গিয়ে স্কুটার থামাল বৈদভী, বলল, "এসো।"

আমি ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এত সুন্দর জায়গা হয়? দুটো

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে ঝরনা লাফিয়ে পড়ছে নীচে। মনে হচ্ছে, কে যেন সাদা ওড়না ভুলে ফেলে গিয়েছে পাহাড়ের গায়ে। সামনেই একটা বড় লেক। তার চারধারে গাছ আর পাথর ছড়ানো। সূর্যের ফেলে যাওয়া গোলাপি আলোয় সবই কেমন অপার্থিব মনে হচ্ছে। এমন একটা জায়গায় আমি কেন আসিনি আগে?

"ভাল?" বৈদভী আমার পিঠে হাত রাখল।

আমি মাথা নাড়লাম। এত সুন্দরের সামনে কথা বলা যায় নাকি!

"চলো, ওদিকটা নির্জন। ওখানে বসা যাক। একটু পরেই হাজারটা মেয়ে চলে আসবে।"

একটু দূরে, জলের কোল ঘেঁষে বড় একটা পাথরের আড়ালে বসলাম আমরা।

"এখানে কেমন লাগছে? ফিলিং হোম সিক?"

"নো ম্যাম," সটান মিথ্যে কথা বললাম আমি।

"শুনেছি তুমি ভাল গান করো। একটা শোনাও।"

"গান?" আকাশ থেকে পড়ার ভান করলাম আমি, "ও তো র‍্যাগিংয়ের সময় একটু-আধটু গাইতে হয়। জাস্ট এমনিই গেয়েছিলাম।" আসলে আমি যে ছোট থেকে গান শিখেছি তা তো এদের বলা যায় না। বললে এখনই সব ঘরে গিয়ে গান শুনিয়ে আসতে হবে। আমাদের ব্যাচের চিট্টিবাবু বলে একটা ছেলে নাকি হাত দেখতে পারে। ব্যস, এটা জানাজানি হওয়ার পর থেকে ও এখন সকলের হাত দেখে . . . পড়াশোনা সব ডকে উঠেছে।

"তাও গাও," বৈদভী আদেশ করল।

"সরি ম্যাম, আমি পারি না," মাথা নিচু করলাম আমি।

বৈদভী সময় নিল এক মুহূর্ত। নিস্তব্ধ প্রকৃতি প্রহর গুনছে বৈদভীর প্রতিক্রিয়ার আশায়। হঠাৎ ক্ষীণ শব্দ শুনলাম। অনেকে হাঁটতে-হাঁটতে, গল্প করতে-করতে, এই ঝরনার দিকে আসছে। হস্টেলের অন্য মেয়েরা কি?

"এ থেকে জেড অবধি বলো তাহলে। কুইক," বৈদভী আবার আদেশ করল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

যাক বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। শুনেছি বড় হলে অনেকে নাকি ক-খ বা এ-বি-সি-ডি অর্ডার ঠিক রেখে বলতে পারে না। বৈদভী সেই দলে আমায় ফেলল নাকি?

আমি স্মার্টলি গড়গড় করে ছাব্বিশটা অ্যালফাবেট বলে দিলাম।

"পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগল," বৈদভী হাসল, "গুড। এবার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে জেড থেকে এ রিভার্স অর্ডার-এ বলো। না পারলে শাস্তি আছে।"

ঘাম দিয়ে যে জ্বর আসতে পারে, এই প্রথম বুঝলাম আমি।

"কাম অন," বৈদভীর গলাটা হঠাৎ রাগী শোনাল, "কওশলকে বলে দেব না হলে।"

"জেড, ওয়াই, এক্স, ভি, ইয়ে না, ডবলিউ, ভি..." আমি ঠোক্কর খেতে লাগলাম।

"স্টপ, তুমি ফেল," বৈদভী ঠোঁট কামড়ে হাসল। এত সুন্দর একটা মেয়ে এমন শয়তানের মতো মুখ করছে কেন?

"নাউ দ্য পেনাল্টি," বৈদভী চটপট নিজের ডান পায়ের জুতোটা খুলে ফেলল। এই রে জুতো-পেটা করবে নাকি? আরও ঘাম দিল। জ্বরে যেন ব্রহ্মতালু জ্বলে যেতে লাগল আমার।

"কিস মাই ফিট।"

অ্যাঁ? আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমার মুখের সামনে তোলা ফরসা, পেডিকিওর করা পা-টার দিকে। একটা সরু সোনালি চেন ঝুলছে গোড়ালিতে।

"কিস মাই ফিট, অর আই উইল কিক অন ইওর ফেস " বৈদভী আধশোওয়া হয়ে পা-টা এগিয়ে ঠেসে ধরল . ।

চোখ বন্ধ হয়ে গেল আমার। ঠোঁট বেঁকে গেল। জুতোর চামড়ার গন্ধ পেলাম আমি। বৈদভী আঙুল দিয়ে ঠোঁটে চাপ দিচ্ছে আমার! ঠেসে ধরছে পা-টা! হঠাৎ শুনলাম কে যেন বলল, "লুক," গলার শব্দে তাকালাম আমি। বড় পাথরের আড়াল থেকে শ্রীবিদ্যার পাশে দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীর ঘৃণা নিয়ে আমায় দেখছে তোড়ি!

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

৮

এরপরের কয়েকটা দিন বেশ কিছু ঘটনা ঘটল পর-পর। যার ফলে আমাদের জুনিয়রদের মধ্যে একটা ভয় এসে বাসা বাঁধল।

প্রথম ঘটনাটা ঘটল আমার সেই 'চুমু কেলেঙ্কারির' রাতে। আমাদের উলটোদিকের ঘরে থাকে কৃষ্ণন আর চন্দ্রন। সে রাতে মেস থেকে দু'জন আর ফিরল না। তবে আমরা তখন খেয়াল করিনি। রাত দেড়টা পর্যন্ত পড়াশোনা করে শুয়ে পড়েছিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙে প্রচণ্ড হইচই-এ। আমি আর বালার্ক দরজা খুলে দেখেছিলাম চন্দ্রন আর কৃষ্ণনকে। চোখমুখ ফুলে গিয়েছে, জিভ কেটে গিয়েছে আর হাঁটতেও পারছে না ঠিক মতো। আমরা জিজ্ঞেস করছিলাম কী হয়েছে? ওরা বলছিল না কিছু। শুধু মুখ বুজে ব্যাগ গোছাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম ভয়ঙ্কর কিছু হয়েছে যার ফলে ওরা চলে যাবে। কয়েকজন গিয়ে ওয়ার্ডেন স্যারকেও ডেকে এনেছিল। কিন্তু ওরা শিবযোগী স্যারের কথাও শোনেনি। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আহত শরীর নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

না, কে ওদের এমন অবস্থা করেছিল তা ওরা বলেনি। নালিশও করেনি। তবে কানাঘুষো শুনেছিলাম গুপ্তা, অজিত আর মহেশবাবু, এই তিন সিনিয়র নাকি ওদের অবস্থার জন্য দায়ী প্রমাণ নেই। কৃষ্ণন আর চন্দ্রন তো সোজা চলে গিয়েছে উটিতে, যার-যার নিজের বাড়ি।

এর পরের ঘটনাটা ঘটল বিকাশের সঙ্গে। ঝাড়খণ্ডের ছেলে বিকাশ। বড়লোকের ছেলে। নিজের খেয়ালে থাকত। হঠাৎ এক রাতে বিকাশও আর হস্টেলে ফিরল না। সেবার কিন্তু সারা রাত আমরা ঘুমোলাম

Downloaded From : www.MonerSathe.com

না। বরং রাত দুটো নাগাদ আমরা ছোট একটা দল করে খুঁজতেও বেরোলাম। যদিও জানতাম না কোথায় খুঁজব। তবুও হাইওয়ের ধার, হস্টেলের পিছনের দেবদারু বন আর ওয়ার্কশপের পিছনে ভাঙাচোরা যে একটা বিল্ডিং আছে, সেখানেও খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না।

বিকাশও এল পরের দিন সকালবেলায়। আমরা ওকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম খুব। এ কে? বিকাশ? মনে হল, কে যেন বিকাশকে ছিঁড়ে ফেলে আবার আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

বিকাশ চন্দ্রন আর কৃষ্ণনের মতো পালিয়ে না গেলেও একদম চুপ মেরে গেল। দু' দিন ক্লাস করল না। মেসে গেল না। এমনকী নীচেও নামল না। আমরা পালা করে ওর খাবার নিয়ে এলাম মেস থেকে। এর মধ্যে প্রচুর চেষ্টা করলাম কে ওকে এমন করেছে তা জানার জন্য। বিকাশ কিচ্ছু বলল না, উপরন্তু আরও চুপ করে গেল। এর পরের শিকার হল বসন্ত।

আমরা ভয় পেলাম খুব। ঠিক করলাম একসঙ্গে, একদল হয়ে সব জায়গায় যাতায়াত করব। সিনিয়রদের থেকে দূরে থাকব যথাসম্ভব। সন্ধের পর হস্টেল থেকে খুব দরকার না হলে বেরোব না। লাইব্রেরি যাওয়া বা টুকটাক কেনাকাটা সেরে নেব দ্রুত। একটা অজানা আতঙ্কে দিন কাটতে লাগল আমাদের। ঘটনা ঘটার চেয়ে তা ঘটার আশঙ্কা যে আরও কত মারাত্মক, তা বুঝতে পারলাম এবার।

এসবের মধ্যেই আমাদের লঙ্কাবাটা সমৃদ্ধ জীবনে আরও কতকটা জ্বলুনি অ্যাড করতেই কি না জানি না, এক বিকেলে ও. প শ্রীবিদ্যা সটান চলে এল আমাদের হস্টেলে।

এই হস্টেলের একটা অলিখিত নিয়ম হল এই যে, ছেলেরা যেমন মেয়েদের হস্টেলে যাবে না, তেমনই মেয়েরাও ছেলেদের হস্টেলে আসবে না। আর এই অলিখিত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্রীবিদ্যা যখন হস্টেলে আমাদের ঘরের . এসে দাঁড়াল তখন আমি সবে গায়ে পাঞ্জাবির উপর হাতকাটা সোয়েটারটা চাপিয়েছি। ওকে দেখে আমার সর্বাঙ্গে আচমকা কাঁপুনি লাগল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"তুমি ক্লাসে অমন গরুচোরের মতো থাক কেন বলো তো?" শ্রীবিদ্যা প্রশ্নটা করল। তবে এখানে একটা কথা বলে নিই। শ্রীবিদ্যা কথাটা ইংরিজিতে বলেছিল। তার বাংলা সংস্করণ বের করে প্রশ্নের ঝাঁঝ বোঝাতে গিয়ে গরুচোরটা ব্যবহার করলাম আমি। যা হোক, এবার আমার উত্তর দেওয়ার পালা, কিন্তু উত্তর দেব কী? তার বদলে আমার ভয় প্রশ্ন হয়ে ছিটকে বেরল, "কী করছ তুমি এখানে? সিনিয়ররা দেখে ফেললে আমার চোকলা তুলে দেবে!"

"হুঁঃ, এত ভয়? তাই অমন স্পাইনলেস হয়ে ঘুরছ?"

"তুমি কেন এসেছ?" প্রশ্ন করতে-করতে দেখলাম আমার দরজার কাছে একজন দু'জন করে ছেলে জমছে। সকলের চোখেই প্রশ্নচিহ্ন।

"তোড়ি তোমায় দেখা করতে বলেছে।"

সেরেছে। সেই পাথরের আড়ালের চোখ দুটো মনে পড়ল আমার। আমি কোনওমতে বললাম, "কেন?"

"আস্ক হার। কাল তো কলেজ ছুটি। কাল জল ট্যাঙ্কের নীচে সকাল দশটায় থাকবে ও। ডোন্ট মিস।"

আমি দেখলাম সকলের চোখে জিজ্ঞাসাকে করল ঈর্ষা। কারণ তোড়ির থেকে ডাক পাওয়া তো সহজ নয়!

"তা তোমার বন্ধু কই?" শ্রীবিদ্যা হাত দিয়ে চুল ঠিক করল।

"প্র্যাকটিস করছে, টুর্নামেন্ট তো।"

"হি ইজ অ্যাভয়ডিং মি। আমার চারটে সল্‌ভ দেখার ছিল," শ্রীবিদ্যাকে চিন্তিত দেখাল। আমি ভাবলাম বলি যে রেখে যেতে, বালার্ককে দিয়ে করিয়ে রাখব। কিন্তু তার আগেই ভিড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ল কল্যাণ, "আমি দেখিয়ে দেব? প্রবলেম আমি হেভি সল্‌ভ করতে পারি।"

শ্রীবিদ্যা চোখ কুঁচকে তাকাল কল্যাণের দিকে। মানে ভাবটা এমন, যেন বিরিয়ানিতে আরশোলা পড়েছে! তারপর বলল, "ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু। অ্যান্ড আয়্যাম নট টকিং টু ইউ।"

করিডোরে হাসির রোল উঠল একটা।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

এর পরের দু' ঘণ্টা আঠারো মিনিট শান্তিতে কাটলেও উনিশতম মিনিটে আচমকা চিৎকার শুনলাম একটা। ড্রয়িং বোর্ডের ওপর উপুড় হয়ে আমি স্কেচ করছিলাম। চিৎকারে থ্রি ডাইমেনশনাল স্কেচ এলোমেলো হয়ে চতুর্থ ডাইমেনশনে থামল। শুনলাম কল্যাণ চিৎকার করে বলছে, "এই বালার্ক, আমার জিনিস নিয়ে তোর এত [illegible] কেন রে?"

আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, বালার্ক হতভম্ব মুখে করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"বুঝতে পারছিস না, না? বলেছি না শ্রীবিদ্যার থেকে দূরে থাকবি। আমার জিনিসে নোলা করছ শালা ..."

গালাগাল শুনে বালার্কর মুখ পালটে গেল নিমেষে। ও এগিয়ে এসে হাতের র‍্যাকেট তুলে বলল, "মুখ সামলে কল্যাণ..."

"না হলে কী করবি রে গাধা? চুহা, বোকা! টেনিস খেলতে যাওয়া হচ্ছে! টেনিস খেলিস না মেয়েদের সঙ্গে হিড়িক দিস? হুঃ, পরের সেমে চলে যাবে। তা যাবি যখন, তখন অন্যের জিনিসে হাত বাড়াস কেন? শ্রীবিদ্যার পিছনে আর যদি ঘুরিস তা হলে ওই র‍্যাকেট তোর ভিতরে যাবে।"

ঠাস! হাত চালাল বালার্ক। মাথা ঘুরে পিছনে দাঁড়ানো ময়ূখের মাথার সঙ্গে ঠুকে গেল কল্যাণের মাথা। মাথায় হাত দিয়ে কল্যাণ অন্ধের মতো লাথি চালাল ময়ূখের দিকে। ওক্ শব্দ করে ময়ূখ পড়ে গেল। কল্যাণ চিৎকার করে বলল, "জানোয়ারের বাচ্চা, আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিস কেন? কেন দাঁড়িয়েছিস পিছনে? সব শালাকে এর ফল ভুগতে হবে," কল্যাণের ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি দেখলাম, মাটিতে পড়ে গিয়ে ময়ূখের চশমাটা বেঁকে গিয়েছে। ভয়ে কাঁপছে ও। বালার্কর রাগটা যে এভাবে ওর উপর ফলাবে কল্যাণ, তা বুঝতে পারেনি বেচারা।

বালার্ক ঘরে ঢুকে কটমট করে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "শালা, তোর জন্য সব হচ্ছে। কে বলেছে তোকে মেয়েদের সঙ্গে ফুসুর-

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ফুসুর করতে? এর ফল বুঝবি তুই। আমার কী? আমি তো কাটছি।”

কথা শেষ করার [illegible] লোডশেডিং হয়ে গেল ঝুপ করে। আর ওই আধো অন্ধকার ঘরে ভূতের মতো বসে রইলাম আমরা দু’জন। বাইরে আলতা রঙের সন্ধে নামছে। তার আবছা আলোয় দেখলাম বালার্কর মুখটা গম্ভীর।

আমি ভেবেছিলাম আজকের মতো না হয় একটা ঝঞ্ঝাট মিটল, কিন্তু রাত্রি যে তার চোরা পকেটে আরও প্রবলেম লুকিয়ে রেখেছিল বুঝতে পারিনি।

রাতে মেস থেকে বেরিয়ে জলের জগটা আমার হাতে দিয়ে বালার্ক হঠাৎ বলল, “এই সরসিজ, এটা নিয়ে ঘরে চলে যা তো। আমি একটু আসছি।”

“তুই কোথায় যাচ্ছিস?” ভয় পেলাম আমি।

“গার্লস হস্টেলে। শ্রীবিদ্যা মেয়েটাকে টাইট দিতে হবে এবার। ভেবেছিলাম বন্ধুর মতো মিশব, কিন্তু দাঁড়া, আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই।”

“এই, যাস না বালার্ক,” আমি বাধা দিলাম, “কৃষ্ণন, বসন্ত ওদের কী হয়েছিল মনে আছে? দে ওয়্যার অলমোস্ট সেক্সুয়ালি ভায়োলেটেড বাই গুপ্তা গ্যাং! যাস না।”

বালার্ক শুনল না আমার কথা। আমি অন্যদের সঙ্গে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে অন্ধকার মাঠ ভেঙে হস্টেলে ফিরলাম। তারপর আমার ঘরে বৈঠক বসল। সেখানে সকলে নানা রকম আশা ও নিরাশার কথা শোনাতে লাগল। র‍্যাগিংয়ের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে লাগল। তার কতটা যে সত্যি, আর কতটা যে গুল, কে জানে! তবে আমরা একমত হলাম যে, আজ বালার্কর কিছু এ [illegible] ঘটবেই। কেবল কল্যাণ বলল, “আজ বান রুটিটা বুঝতে পারবে হিরোগিরির ফল। গুপ্তা গ্যাং নিয়ে বসে আছে লেডিস হস্টেলের সামনের ঘণ্টা ঘরের কালভার্টে।”

আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। বালার্কর কিছু হবে না তো? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেই র‍্যাগিংয়ের [illegible] রাত। বাকি সকলেই উত্তর

Downloaded From : www.MonerSathe.com

লেখার চেষ্টা করলেও বালার্ক করেনি। বরং গুপ্তা, অজিত, মহেশবাবুদের মুখে-মুখে তর্ক করেছে। তখন আমাদের সামনেই গুপ্তারা অত্যাচার করেছিল বালার্কর উপর। সমস্ত জামাকাপড় খুলে ওর গায়ে ঢেলে দিয়েছিল গরম মোম। না, বালার্ক চিৎকার করেনি। হাত পা ছোড়েনি। শুধু ছাড়া পাওয়ার পর বলেছিল, "একা এলে দেখিয়ে দিতাম কে কাকে নাঙ্গা করে।"

সেই শোধ যদি গুপ্তা তোলে? আমার মনখারাপ লাগল। ইস্, কী কুক্ষণে এখানে যে পড়তে এসেছিলাম! শুনেছি সব জায়গায় প্রথম কয়েকদিনের পর র‍্যাগিং বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ফ্রেশার্স ওয়েলকাম দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে তো এসবের বালাই দেখছি না। বরং শুনছি যে, পুরো ফার্স্ট সেম ধরে নাকি র‍্যাগিং চলবে। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এটাই নাকি সিনিয়রদের বিনোদন।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম আমি। বড়-বড় গাছ আর তার ফাঁক দিয়ে ছড়ানো ছিটনো কিছু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। এগুলো সব সোলার চার্জড লাইট। আলোর জোর তেমন নেই। এই আলোছায়া যেন জায়গাটাকে আরও ভয়ানক করে তুলেছে।

"ম্যাওম্যাও," আচমকা ডাকে আমি তাকালাম। ঘরের অন্যরাও উঠে দাঁড়িয়েছে। আবিরদা! এই সময়ে? আমি উইশ করলাম। দেখলাম আবিরদা সামান্য টলছে।

"এই ম্যাওম্যাও। তোরা এখানে বসে কী করছিস?"

"কেন স্যার?"

"আমার সঙ্গে নীচে আয় তো। ওকে একা তুলতে পারছি না!"

"কাকে?" আমরা কোরাসে বললাম।

"বালার্ক। গুপ্তারা খুব মেরেছে ওকে, আয় তাড়াতাড়ি," আবিরদা টলতে-টলতে সিঁড়ির দিকে এগোল।

আমরা দৌড়লাম। সিঁড়ির . প্রায় লাফিয়ে নামলাম নীচে। আরে, বালার্ক কই? সকলেই থমকে দাঁড়ালাম। আবিরদা যে বলল নীচে রেখে এসেছে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"এই যে আমি," অন্ধকার কোণ থেকে এগিয়ে এল বালার্ক।

আমরা ওকে ধরলাম। শরীর কাঁপছে ওর। তবু সেই অবস্থাতেও বলল, "ওদের দুটোর নাক ভেঙে দিয়েছি আজ।"

নাক ভেঙে দিয়েছে! কথা শুনে বোবা হয়ে গেলাম আমরা।

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

৯

"চল তো শালা, বহুত দিন ধরে পড়াশোনা করেছি, আর ভাল লাগছে না। এ তো ক্লাস টেস্ট নয়, যেন গুঁতো," আবিরদা আমার মাথায় আলতো করে চাঁটি মেরে বলল। আজ আবিরদা একা নয়, চন্দরদীপও রয়েছে।

আমি বললাম, "কেন, গুঁতো কেন?"

"ওই কোয়েশ্চন। শালা বেছে-বেছে কঠিনগুলোই ছাড়ছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যে কী ঝামেলায় পড়েছি!"

চন্দরদীপ আবিরদার পিঠে চাপড় মেরে বলল, "ছোড় ইয়ার। জো হুয়া সো হুয়া। অব চল কুছ করতে হ্যায়।"

"কুছ করতে হ্যায়," আবিরদা ভেঙাল, "কী করবি তুই এই শ্মশানের মতো জায়গায়? না আছে সিনেমা হল, না আছে রেস্টুরেন্ট বা ডিস্‌ক। তা কী করবি এই ফাঁকা মাঠে? সুরির দোকানের মুড়ি চিবোবি?"

চন্দরদীপ ছোট করে কাটা চুলে হাত বোলাল, "চল না ঝরনার দিকটায় যাই।"

"ঝরনা? ভাগ। হয় কলেজের বখাটে মেয়েগুলো ওখানে আড্ডা মারে, নয় তো জোড়ায়-জোড়ায় সব ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে বসে থাকে। যাব না ওখানে।"

"তা হলে ম্যাওম্যাও, তুই বল কোথায় যায়?"

"আমি?" মরুভূমিতে পথ হারানো বালকের মতো মুখ করে তাকালাম আমি।

"ওকে কী জিজ্ঞেস করছিস? ও তো বাচ্চা ছেলে," আবিরদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বাচ্চা ছেলে। মনে-মনে হাসি পেল আমার। আবার নিজেকে পুরস্কৃত করলাম। যে-কোনও হস্টেলে গিয়ে র‍্যাগিং সামলে থাকতে হলে যেটা করতে হবে, তা মোটামুটি বুঝে ফেলেছি আমি। লো প্রোফাইল আর একটু বোকা-বোকা। মানে এই দুটো কায়দা রপ্ত করতে পারলেই কাম ফতে। বেশি অ্যারোগ্যান্ট হলেই বিপদ। এই যেমন বালার্ক। ক্যাদ্দানি করে মারামারি করতে গিয়ে এখন গত্তে পড়েছে!

সেদিন রাতের মারামারিটা কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি। গড়িয়েছিল পরের দিন সকালেও, বা বলা ভাল এখনও গড়াচ্ছে। পরদিন সকালে হস্টেলে একটা নোটিস এসে পৌঁছেছিল। প্রিন্সির ঘরে ডাক পড়েছিল বালার্কর। আমরা খুব অবাক হয়েছিলাম। ভয়ও পেয়েছিলাম। হঠাৎ ডাকল কেন ওকে? বালার্ক কথা না বাড়িয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দিকে। আমরাও কৌতূহল চাপতে না পেরে পিছু নিয়েছিলাম। শুধু কল্যাণ বলেছিল, "বেশ হয়েছে। এবার প্রিন্সি বাম্বু দেবে। সবসময় হিরোগিরি। নে, আরও শ্রীবিদ্যার পিছনে ঘোর।"

বালার্ক প্রিন্সিপ্যালের ঘরের ভিতরে ঢুকলেও আমরা আমাদের কান আর চোখকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিলাম দরজার বাইরে। ঘরের ভিতর বালার্ক ছাড়াও গুপ্তা আর মহেশবাবু ছিল। দু'জনের নাকেই আড়াই কিলোর ব্যান্ডেজ। সেরেছে, এই তা হলে কেস!

এর পরের আধ ঘণ্টা চিৎকার, রাগ, অভিযোগ, পালটা অভিযোগের টুকরো-টাকরা এসে উড়ে পড়ছিল বাইরে। সেগুলো জোড়া দিয়ে যা বুঝেছিলাম তা হল, গতকাল রাতে রমন স্যার সস্ত্রীক ফিরছিলেন শ্রীপুরম টাউন থেকে। তখনই দেখেন, রাস্তার পাশে কয়েকজন মারামারি করছে। স্যার তখন কিছু বুঝতে পারেননি। পাতালের ডাক্তার, যে কিনা রমন স্যারের বন্ধু, সে গুপ্তা . মহেশবাবুর চিকিৎসা করার ফাঁকে সব জেনে নিয়ে রমন স্যারকে বলে দেয়। ব্যস 'পুর কনডুকটর' তাঁর কনডাকটেন্স দেখিয়েছেন। চুপচাপ এসে লাগিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সির কাছে। আর তার জেরেই তলব।

Downloaded From :-www.MonerSathe.com

বালার্ক বেরোতেই দেখেছিলাম ওর মুখচোখ লাল। আমায় ও বলেছিল, "স্যার আমায় মারলেন, জানিস? এক সপ্তাহ সাসপেন্ড করে দিলেন আর গুপ্তাদের শুধু বকে ছেড়ে দিলেন। এই জন্যই, শালা, এই জন্যই রাগটা হয় আমার। তবে ছাড়ব না, সিনিয়রদের দাদাগিরি, আমি যতদিন আছি, ততদিন মানব না," খোঁড়াতে-খোঁড়াতে হস্টেলের দিকে চলে গিয়েছিল ও। আমি বুঝেছিলাম যে বালার্ক রাগছে। আর রাগলে তো ওর হুঁশ থাকে না!

ক্রমশ ঘটনাটা চারদিকে চাউর হয়ে যায়। সেদিনই দশটার ব্রেকে শ্রীবিদ্যা এগিয়ে এসে খুব ঝাড় দেয় আমাদের। বলে আমরা ভিতু, স্বার্থপর। বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারি না। ওর মতে আমাদের সকলের গিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে র‍্যাগিং নিয়ে অভিযোগ করা উচিত ছিল। আমাদের সকলের জন্য লড়তে গিয়ে আজ বালার্কর এই অবস্থা হল। ময়ূখ বলেছিল, "ও তো চলেই যাবে। বন্ধুত্ব ফলিয়ে আর লাভ কী?"

"আর তোমরা যেতে দেবে? এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে সিটিতে গিয়ে থাকবে? হুঁ, শেমলেস ক্রিচারস।"

গার্লস হস্টেলে সফ্‌ট র‍্যাগিং খেয়ে আর ঝরনার ধারে গিয়ে গপ্পো করে যাদের সময় কাটে, তারা কীভাবে বুঝবে সত্যিকারের র‍্যাগিংয়ের বিভীষিকা কী? আমার বাবা তো আর ইনফ্লুয়েনশিয়াল নয়। সামান্য এক -। অনেক কষ্ট করে এখানের খরচ চালাতে হচ্ছে বাবাকে। আমি জানি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোতেই হবে আমাকে। না হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেখানে কি হিরোগিরি করা সাজে আমার? আমাকে মারবে, অপমান করবে, কষ্ট দেবে, তবু টুঁ শব্দটি করব না আমি। সম্মানের চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক বড়। পরিচিতদের ঈর্ষা, পড়শির সম্ভ্রম আর বাবা-মায়ের গর্ব। এসব তো তৈরি করতে হবে আমাকেও। তা যতই গুপ্তা আমায় জুতো মাথায় খোলা মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখুক, সিনিয়রদের নোংরা জামাকাপড় কাচতে হোক আমায়। ম্যাওম্যাও শব্দ করে যতই নিজেকে চতুষ্পদে নামিয়ে আনি, শ্রীবিদ্যা এসে কাপুরুষ বলুক, স্বার্থপর বলুক, আমায় ধৈর্য হারালে চলবে না! লক্ষ্য থেকে চোখ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সরালে চলবে না। বোকা মানুষের মুখ আর গণ্ডারের চামড়া গায়ে চড়িয়ে আমায় লো প্রোফাইল মেনটেন করতে হবে। প্রিন্সিপালের চড় বা সাতদিনের সাসপেনশন আমার জন্য নয়।

"চল আজ রিভেরিতে যাই," আবিরদার কথায় চটকা ভাঙল।

"সেটা কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সেটা জেনে তোর লাভ? যেতে বলছি, যাবি, ব্যস," চন্দরদীপ বলল।

আমরা উঠলাম। সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম আকাশে গড়াচ্ছে এখন। ছায়ারা লম্বা হচ্ছে। দূরে দেবদারু বনের দিক থেকে এ সময় ঠান্ডা হাওয়া দেয় একটা। ছিপছিপে নদীতে খসে পড়ে ছোট্ট লাল ফল। হাইওয়ে দিয়ে মাঝে-মাঝে দূরে মিলিয়ে যায় টুরিস্ট কোচ। ট্র্যাক্টরের মতো গাড়িতে পার করা হয় নারকেলের ছোবড়া। আর এসবের থেকে দূরে, এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের বিষণ্ণ হস্টেল। দেখি ওপরের একটা পাল্লা-খোলা জানলায় মেলে রাখা পাঞ্জাবি হাওয়ায় উড়ছে। মনে পড়ে জন্মদিনে মা কিনে দিয়েছিল এটা। মনে হয় আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে বসে মা কি ভাবছে আমার কথা? দেখতে পাচ্ছে আমার চেষ্টাটা?

আবিরদা তাজমহল দেখানোর মতো করে আমাকে রিভেরি দেখাল। একতলা প্লাস্টার-খসা বাড়ি একটা। কোনও একসময় বাড়ির বাইরের দেওয়ালের রং সবুজ ছিল। ছোট্ট চাতাল সামনে। সেটা পেরিয়ে একটা দরজা। তাতে আলেকজান্ডারের আমল থেকে না-কাচা এ পরদা ঝুলছে। কিন্তু সাইনবোর্ড? সাইনবোর্ড কই? আমি জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার সাইনবোর্ড কই? মানে রিভেরি লেখা আছে কোথায়?"

"আরে ম্যাওম্যাও, রিভেরি নামটা আমরা দিয়েছি। এখানে এসে দু' পাত্তর চড়াও, ব্যাস, রিভেরি। চল, . চল।"

এটা বার! ছ্যাঁত করে উঠল . বুক। মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে আমি। ছোট থেকে ঠাকুরদার কাছাকাছি থেকে বড় হয়েছি। ঠাকুরদা ছিলেন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। মাছ, মাংস, ডিম পর্যন্ত খেতেন না। নেশা বলতে ছিল

Downloaded From : www.MonerSathe.com

বই। তাঁর কাছেই শুনেছি, কোনও রকম স্টিমুল্যান্ট গ্রহণ করা পাপ। ওসব নরকের পথ। ঠাকুরদার সংস্পর্শে থাকতে-থাকতে সিগারেট দেখলে পর্যন্ত ঘেন্না লাগে আমার আর সেখানে মদ! আমি বললাম, "স্যার, ছেড়ে দিন স্যার। মা কালীর দিব্যি আমার মাথা ঘোরাচ্ছে।"

আবিরদা ঠোঁট কামড়ে কড়া চোখে তাকাল। মুখটা যেন হিংস্র হল একটু। বলল, "না ঢুকলে পিছনে লাথি মেরে ঢোকাব।"

"স্যার, প্লিজ় স্যার, আমি এসব খাই না। গন্ধে গত জন্মের ভাত উঠে আসে। আমায় ক্ষমা করবেন।"

চন্দরদীপ হাসল। তারপর আচমকা আমার দু' বগলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চাগিয়ে নিয়ে গেল নরকের ভিতরে।

ময়লা মেঝে। সামান্য অগোছালো টেবিল চেয়ার। তাতে রং-জ্বলা সানমাইকা, ব্রিটিশ আমলের ক্যালেন্ডার ঝুলছে দেওয়ালে। প্রতিটা টেবিলে নোংরা প্লাস্টিকের জগ। অ্যাশট্রে আর নুনের ডিবে। আর ঘরের মাঝখানে একটা গোল ফুটখানেক উঁচু মঞ্চ। এটা কীসের?

আমার মনের প্রশ্ন ঠিক বুঝে গেল আবিরদা। বলল, "ওটার উপর রাতে নাচে।"

"কে নাচে?"

"জান না শালা কে নাচে? বানরুটি তুই।"

এমন জায়গায় নাচানাচি হয়? আমি অবাক হলাম।

"আরও রাতের দিকে আরও অন্য নাচ হয়। বুঝলে খোকন সোনা? পৃথিবী কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে আর তুমি বসে বেবিফুড খাও। চল বস ওখানে," আবিরদা মাথায় চাঁটি মারল আমার।

আমি জানলার পাশে বসলাম। বাইরে খোলা দেখা যাচ্ছে তাতে পাখিরা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ছাগল চড়ছে, দু'-চারটে বাচ্চা বল নিয়ে খেলছে। আর দূরে অভিমানী রাজপুত্রের মতো পড়ে রয়েছে রেললাইন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হলুদ তরল ভরা দুটো গেলাস চলে এল আবিরদা আর চন্দরদীপের সামনে। এল দু' বাটি চানাচুর, বাদাম।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"খা, বাদাম খা। তুই কি ভেবেছিস তোকে আমরা মদ খাওয়াব? নেভার। জুনিয়ররা কখনও সিনিয়রদের সামনে মদ খায় না। বুঝেছিস?" আবিরদা বলল।

কড়া অ্যালকোহলের গন্ধে শরীর পাক দিয়ে উঠল আমার। এর মধ্যে বাদাম খাব? বললাম, "স্যার, ছেড়ে দিন হস্টেলে যাব।"

"শালা ন্যাকামো হচ্ছে?" আবিরদা ক্ষেপে গেল হঠাৎ, "দাঁড়া তোর হচ্ছে। চন্দর জরা দেখনা ইসে।"

চন্দরদীপ আমায় বলল, "চল ম্যাওম্যাও উঠ, অর জমিন পে বৈঠ যা। বস মাটিতে বস।"

"মানে?" আমি থতমত খেলাম।

"মানে মাটিতে বস। কুইক।"

বুঝলাম হলুদ তরলের প্রভাবেই হোক বা অন্যকিছুর প্রভাবেই হোক, চন্দরদীপ বেশ রেগে গিয়েছে। এবারে বেগড়বাই দেখলেই মারবে। অগত্যা চেয়ার ছেড়ে আমি মাটিতে বসলাম।

"নে এবার ধর," চন্দরদীপ মদের গেলাসটা আমার হাতে দিল।

মরা ইঁদুর ধরার মতো গেলাসটা ধরলাম। আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। এই ময়লা মেঝে, তার উপর এমন গেলাস! কিন্তু র‍্যাগিং বড় বালাই।

"এবার গেলাসটা মাথায় ঠেকিয়ে চিৎকার করে বল, 'জয় মাল!' বল," চন্দরদীপ ধমকাল।

আমি দেখলাম আশেপাশের সকলেই তাকাচ্ছে। মুচকি-মুচকি হাসছে। নিজেদের ভাষায় কিছু বলাবলিও করছে। এর মাঝে আমি গেলাসটা মাথায় ঠেকিয়ে দুর্বল গলায় বললাম, "জয় মাল।"

"জোরে বল," চন্দরদীপ চেঁচাল।

ভয় পেয়ে আমিও চেঁচালাম।

"আব পুরা পি জা।"

"অ্যাঁ?"

"খা, পুরোটা খা," চন্দরদীপ উঠে দাঁড়িয়েছে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

"চন্দর বৈঠ," আবিরদা জোর করে বসিয়ে দিল চন্দরদীপকে। তারপর আমায় বলল, "বোকা ছেলে এখান থেকে যা, পালা।"

"আবির, ডোন্ট ইন্টারফেয়ার," চন্দরদীপ আচমকা রেগে গিয়েছে।

"ম্যাওম্যাও যা," আবিরদা চোখ দিয়ে ইশারা করল। বুঝলাম আবিরদা আবার বাঁচাচ্ছে আমায়। আমি আর অপেক্ষা করলাম না। গেলাসটা টেবিলে রেখে চোঁ-চাঁ দৌড় মারলাম। যেতে-যেতে শুনলাম চন্দরদীপ বলছে, "আবির, ইয়ে তুনে ঠিক নহি কিয়া..."

হাইওয়ে পেরিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে ঢুকে খেলার মাঠের একপাশে যে বড় বটগাছটা রয়েছে তার তলায় এসে আমি দম নিলাম। ওঃ, খুব বাঁচান বেঁচে গিয়েছি। চন্দরদীপ যেমন ক্ষেপে গিয়েছিল, আর কী করত কে জানে! এরা সকলেই কি অসুস্থ? ভাগ্যিস আবিরদা ছিল!

"কারও কিছু চুরি করেছ নাকি?" প্রশ্নটা আচমকা এসে আমায় এমন চমকে দিল যে আমি লাফিয়ে উঠলাম।

"চমকাচ্ছ কেন? চোরদের চমকাতে নেই জান না?"

এবার প্রশ্নকর্ত্রীকে দেখলাম আমি। গোলাপি স্কার্টের উপর ব্লু টপ। হাতে র‍্যাকেট। আমার মনে হল কোটি-কোটি সূর্য এসে যেন ধাক্কা মেরেছে আমার চোখে। মুহূর্তের মধ্যে আমার আপোস, ভয়, পড়াশোনায় ফোকাস মায় রণবিজয় কৌশল পর্যন্ত চটকে গেল। মনে হল বিকেলের এই মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্যই আমার পৃথিবীতে আসা। এই মুহূর্তটুকু ফুরিয়ে গেলে বেঁচে থাকাটুকুও ফুরিয়ে যাবে!

"এই যে চোর, চিনতে পারছ আমায়? আমি তোড়ি।"

আমারই? আঃ। সত্যি কি তাই?

তোড়ি রাগী গলায় টিপিক্যাল [illegible] টানে বলল, "তুম বহৎ গিরা হুয়া লড়কা হো, পতা হ্যায় তুমহে?"

ভাবলাম বলি, গিরা হুয়া? হবে হয় তো, তাই তো চন্দরদীপ মাটিতে বসিয়েছিল আজকে। কিন্তু বললাম না। সুন্দরী মেয়েরা রেগে গেলে কখনও তাদের সঙ্গে তর্ক করতে নেই।

না, এটা ঠাকুরদা শেখায়নি আমায়। এটা আমি নিজে শিখেছি।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

১০

"তোমাদের নাকি বাঙালি ব্রিগেড তৈরি হয়েছে, সত্যি?" চোখের ওপর উড়ে আসা চুলগুলো সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল বৈদভী।

"না তো, ম্যাম," আমি ঘাবড়ে গেলাম। এসব কথা আসছে কোথা থেকে? কে ছড়াচ্ছে এসব?

"না তো?" বৈদভী হাসল, "কিন্তু আবির নাকি ক্যাপ্টেন আর তুমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট। তাই?"

"না ম্যাম," আমি জোরে ঘাড় নাড়লাম, "এসব বাজে কথা।"

"ঠিক আছে, বাদ দাও। এখন কোথা থেকে ফিরছ?"

"ম্যাম, আজ কেমিস্ট্রি প্র্যাক্টিক্যাল ছিল। তারপর ওই ক্লাস টেস্টগুলোর রেজাল্ট দিল।"

"অ্যান্ড হাউ ওয়াজ দ্য রেজাল্ট?"

"হয়েছে ম্যাম, ওই প্রায় এইট্টি পারসেন্টের মতো।"

"ভালই তো? তুমি কি হায়েস্ট?"

"না, কল্যাণ সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে, তার পরে বালার্ক।"

"ও। ঠিক আছে, চলো তা হলে। কাম উইথ মি। আমি টাউনে যাব। গিভ মি কম্প্যানি।"

সেরেছে! আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। হঠাৎ যেন দেখতে পেলাম ফরসা একটা পা! চামড়ার গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে। বৈদভীর সঙ্গে যাওয়া মানে তো আবার তেমন কিছুর আশঙ্কা! সেদিন ভাগ্যিস তোড়ি আর শ্রীবিদ্যা এসে পড়েছিল। তাই রক্ষে পেয়েছিলাম। বৈদভী বলেছিল, "দিস রিমেন ইন দ্য ডিউ লিস্ট!"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

আজই কি সেই ডিউ চোকানোর দিন? শ্রীপুরম বাজারে যাওয়ার নাম করে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না তো? এখানে ফাঁকা জায়গা প্রচুর। ঝরনার ধার, পোস্টঅফিস মাঠের কোণ, জয়রাম পার্ক, জল ট্যাঙ্কির মোড়, রেলব্রিজ, সব ফাঁকা জায়গা। তেমন কোথাও নিয়ে গেলেই চিত্তির। তা ছাড়া সারা দিনের রগড়ানি খাওয়ার পর আর ভাল লাগছে না। কিন্তু কাটাই কীভাবে? বললেই বৈদভী কওশলের ভয় দেখাবে। তবু চেষ্টা করলাম, "ম্যাম, একটু ফ্রেশ হয়ে নিতাম। খুব টায়ার্ড লাগছে।"

"ফ্রেশ?" দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভুরু তুলল বৈদভী। বলল, দু' ঘণ্টার জন্য রুম ভাড়া পাওয়া যায় টাউনে। চলো, ফ্রেশ থেকে টায়ার্ডনেস, সব পুষিয়ে যাবে। অ্যান্ড দেন উই উইল হ্যাভ বুজ়। লেট্‌স গো।"

ঘর ভাড়া? আমার শরীরের সমস্ত জল কে যেন এক টানে শুকিয়ে ফেলল। এ কী প্রস্তাব রে বাবা! আমার হাঁটুর বল্টু আবার ঢিলে হয়ে গেল যেন। যেন চোখের সামনে দুলে উঠল গোটা চরাচর। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। মনে হল স্বর্গে বসেও ঠাকুরদার হার্ট ফেল হবে এবার।

"কী হল? আর ইউ ডেফ অর হোয়াট?" বৈদভী ভুরু কুঁচকে তাকাল। সূর্যাস্তের আলোয় ওর ফরসা মুখটাও কেমন লালচে দেখাচ্ছে। ও কি সত্যিই আমায় অমন কথা বলল, না জাস্ট ভয় দেখাচ্ছে? আমি কী বলব বুঝতে না পেরে যখন ঢোঁক গিলছি ঠিক তখনই গলাটা শুনলাম, "কী ম্যাওম্যাও, আজকাল সবসময় মেয়েদের সঙ্গে পুটুর-পুটুর করিস যে! কী ব্যাপার?"

ডাঙার মাছ জল পেল। অন্ধজনে দৃষ্টি পেল। জুয়ারি তার জ্যাকপট পেল। আর আমি পেলাম আবিরদাকে। সঙ্গে আমাদের কল্যাণ!

কল্যাণ আবিরদার কথায় যা না হাসি পেল, তার পাঁচগুণ হাসল। বুঝলাম মাখন কম্পানির টেমপোরারি মালিক হয়েছে। যাতে র‍্যাগিং কম হয় তার জন্য তেড়ে ।

বৈদভী বলল, "হাই আবির। আই ওয়ন্ট টু টেক দিস ব্লোক ফর আ রাইড।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"তা কী করে সম্ভব? ও যে আমার সঙ্গে আন্টিস শপে যাবে। ওখানে সবাই ওর গান শুনবে। ও বলেনি?"

গান? আমার? ব্যাপারটা বুঝতে চার সেকেন্ড সময় লাগল আমার। আবিরদা প্রিন্সকে গর্ত থেকে বের করার উপায় করে ফেলেছে। আমি আবিরদার কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্য আগ্রহের সঙ্গে বললাম, "চারটে গান আমি তৈরি করে ফেলেছি। একদম ফাটিয়ে গাইব। দুটো সোনু নিগম, একটা শান আর একটা কে কে।"

"ও, এখন তো বেশ গান বেরোবে গলা দিয়ে," বৈদভী বাঁকা হাসল, "ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে," তারপর আবিরদার দিকে ফিরে বলল, "যাও ক্যাপ্টেন, বাঙালি ব্রিগেড নিয়ে গল্প করো।"

বৈদভী ওর স্কুটারে চড়ে চলে গেল। কিন্তু আমার মনটা খচখচ করতে লাগল। কেন যেন মনে হতে লাগল একটা ছোট্ট বিষের চারা বড় হচ্ছে। কিন্তু কোথায়, কীভাবে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি ভুরু কুঁচকে বৈদভীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকালাম। দূরে ওই বৈদভীর স্কুটার যাচ্ছে। পেছনে পড়ে রয়েছে গোখরো সাপের মতো তেলতেলে হাইওয়ে। এই সাপের গলায় কি বিষ জমছে? আচমকা ঠান্ডা লাগল আমার। শীতের আকাশ থেকে নিঃশব্দে শিশির ঝরছে। এ উষ্ণতাহীনতার সময়।

"শালা, চারটে গান! সোনু নিগম, শান, কে কে। মারব লাথি। ওভার অ্যাকটিংটা এবার কমা। শোন, বৈদভীর থেকে সামলে থাকবি। ও একটা ক্যানিবল," আবিরদা মুচকি হেসে একটা চোখ বন্ধ করে ইঙ্গিত করল। তারপর হাঁটা দিতে-দিতে বলল, "যা, এখানে বেশি ঘুরিস না, লোকাল লোকগুলো একটু পরেই মদ খেয়ে হল্লা করবে এখানে।"

আবিরদা চলে যেতেই কল্যাণ ধরল ., "এই খুব তো মেয়েদের বাগিয়ে নিচ্ছিস। আমার কেসটা কিছু করলি? আজও তো কেমিস্ট্রি ল্যাবে শ্রীবিদ্যার সঙ্গে খুব গুজগুজ করছিলি।"

"সে তো টাইট্রেশনের রেজাল্ট জিজ্ঞেস করছিলাম। আর পিপেটে মুখ লাগিয়ে যখন টানার বদলে ময়ুখ ফুঁ দিচ্ছিল, তখন ওকে শ্রীবিদ্যা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

আর আমি একটু হেল্প করছিলাম। সেসব তেমন কিছু নয়। আর দেখ কল্যাণ, তোকে তো বলেইছি তোর কেসটা তোকেই সামলাতে হবে। অবশ্য যদি তোর দম না থাকে তাহলে অন্য ব্যাপার," শেষের কথাগুলো ইচ্ছে করে বললাম।

"দম নেই? মানে?" কল্যাণ চোখ মুখ কুঁচকে তাকাল, "শালা এত দম আছে না যে পঁচিশটা দমকল খোলার পরও দম পড়ে থাকবে।"

"তো বল গিয়ে। ফালতু আমার পেছনে পড়ে আছিস কেন? শোন, শুকনো বাতেলায় কিছু হয় না। আন্টিস শপে শ্রীবিদ্যার থাকার কথা এখন। চল আমি দেখি কেমন তুই শ্রীবিদ্যাকে প্রোপোজ করতে পারিস!"

"আমি বাতেলা করছি? ঠিক আছে, চল তাহলে। আর বালার্ক আছে ওখানে? থাকলে ওর সামনেই শালা আজ খেল দেখাব। রেজাল্টে মালটাকে হারিয়েছি, এবার অন্য খেলাতেও হারাব। চল, আজ খেল দেখাব চল," কল্যাণ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে আমায় টানতে-টানতে এগোতে লাগল আন্টিস শপের দিকে।

যখন আন্টিস শপে পৌঁছলাম, কল্যাণ তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। ফরসা মুখটা লাল। দেখলাম একটা টিনের টেবিল ঘিরে বসে রয়েছে বসন্ত, তোড়ি, শ্রীবিদ্যা, রুচির আর বিকাশ। সবাই আমাদের দু'জনকে অমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবস্থা দেখে অবাক। কিন্তু একটাই বাঁচোয়া, কাছাকাছি কোথাও বালার্ক নেই।

"বালার্ক কোথায় রে?" আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল কল্যাণ।

"টেনিস প্র্যাকটিসে গিয়েছে," শ্রীবিদ্যা তড়বড় . উত্তর দিল।

"ও," কল্যাণ থামল একটু। তারপর জোরে শ্বাস নিয়ে বলল, "শোনো, শ্রীবিদ্যা, তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকারি কথা আছে।"

"কী কথা?" আন্টিস শপের দুর্বল টিউব লাইটের আলোয় শ্রীবিদ্যার মুখের বিরক্তিটা স্পষ্ট বোঝা ে

আমি দূরে পাহাড়ের দিকে তাকালাম। একটা-একটা করে আলো

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

জ্বলছে পাহাড়ের ঢালের বাড়িগুলোয়। ওদিকে না হয় আলো জ্বলছে, কিন্তু এদিকে কল্যাণ কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না।

কল্যাণ বলল, "দেখো, আমি সরাসরি একটা কথা বলতে চাই তোমাকে। ভেরি আর্জেন্ট।"

"কী কথা?"

কল্যাণ ঠোঁট চাটল। চুলে হাত বোলাল। তারপর বলল, "তুমি নিশ্চয়ই জানো, আজকে রেজাল্ট বেরিয়েছে আমাদের। অবশ্য তুমি তো জানবেই, তোমারও রেজাল্ট বেরিয়েছে। যদিও গোটাটাই ক্লাস টেস্ট, তবু আমি টপার। আর সেই টপার ছেলেটি আজ তোমায় প্রোপোজ করছে। ইউ শুড বি অবলাইজড যে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"মানে? আর ইউ প্রোপোজিং মি, না আমায় অপমান করছ?" শ্রীবিদ্যার বিরক্তিটা এবার রাগে পরিণত হল।

"শোনো, আমি আমাদের ব্যাচের সবচেয়ে ব্রাইট ছেলে। অ্যান্ড ইউ শুড অ্যাকসেপ্ট মাই প্রোপোজাল," কল্যাণ হাসল। বা বলা যায়, হাসার চেষ্টা করল।

শ্রীবিদ্যা উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা ঠেলে দিল পেছন দিকে তারপর বলল, "ড্যাম ইউ। গো টু শিট হোল। বালার্কর পাশে তুমি একটা বাফুন, একটা ইডিয়ট।"

"কিন্তু...' কল্যাণ আরও কিছু বলতে চাইলেও শ্রীবিদ্যা না শুনে দু'-তিনটে কঠিন ইংরেজি তৎসম ও তদ্ভব শুনিয়ে চলে গেল। আর কল্যাণ ফাটা বেলুনের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রুচির, বিকাশ আর বসন্তও উঠল। যাওয়ার গ রুচির বলল, "কী ফার্স্ট বয়, একদম মেরে গেল যে!"

বিকাশ একধাপ এগোল, "শুধু মারেনি, একদম পুঁতে দিয়েছে। জানিস না ও বালার্ককে পছন্দ করে? কেন অন্যের খাবারে নোলা করিস? ডিসগাসটিং।"

কল্যাণ আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। শুধু যাওয়ার আগে আমায়

Downloaded From : www.MonerSathe.com

প্রাণপণে হাসি চাপতে দেখে ও বলল, "হাসছিস? খুব হাসি পাচ্ছে, না? দাঁড়া, তোদের দেখছি।"

কল্যাণ চলে যাওয়ার পর ভাবলাম, আমিও যাই। কিন্তু পারলাম না। তোড়ি হাত চেপে ধরল আমার, "বোসো, তোমায় ডিম-পাউরুটি খাওয়াব।"

আমি ঠোঁট চাটলাম। মেয়েটা দেখছি আমায় বিপদে না ফেলে ছাড়বে না। আমার মনে পড়ে গেল তোড়ির সঙ্গে সেই বিকেলের দেখা হওয়াটুকু।

তোড়ি খুব রেগেছিল সেদিন। চোর, বদমাশ, শয়তান, যা খুশি তাই বলে আপমান করার চেষ্টা করেছিল আমায়। আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। কোনও কথা বলতে পারছিলাম না বিশেষ। তোড়ির রাগ হওয়া স্বাভাবিক। সেই ঝরনার ধারে যে অবস্থায় ও আমায় দেখেছিল! আমি নিচু স্বরে বলেছিলাম, "তোড়ি, সেদিন ঝরনার ধারে তুমি যা দেখেছিলে..."

"গাধা, তুমি সেই কথা বলছ কেন? আমি জানি না যে ওটা র‍্যাগিং চলছিল? ওটা নয়, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছ কেন?"

আমার বুকের থেকে বোঝা নেমেছিল যেন। বলেছিলাম, "রণবিজয় কওশল তোমায় পছন্দ করে। ও চায় না তোমার সঙ্গে আমি কথা বলি, তাই..."

"তাই তুমি বোকার মতো অ্যাভয়েড করছ আমায়? । তুমি জান না... জান না..." আবার দুর্বোধ্য সব ব্ল্যাঙ্কস ' ' হওয়ার আশায় ধেয়ে আসছিল আমার দিকে। আমি অসহায়ের মতো সেই গর্ত দিয়ে তলিয়ে যাচ্ছিলাম নীচে। তোড়ি বলেছিল, "তুমি কিচ্ছু জান না কেন? কমন সেন্স নেই? যে যাই বলুক আমার সঙ্গে কথা বলবে তুমি, বুঝেছ?"

সেই বোঝার পরবর্তী ধাপই ধহয় ডিমরুটি। আমি কিছু বলার আগেই অর্ডার দিয়ে দিল তোড়ি। তারপর কথা শুরু করল। ওর ছোটবেলার স্কুল, ডাক্তার বাবা-মা, ক্লাস টেন-এ পড়া ভাই, সব্বার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

কথা বলল। এমন কি এ-ও বলল যে, মুম্বইতে ওদের বাড়ির কাছেই নাকি [illegible] থাকেন।

গলা শুনতে-শুনতে আমি মোহিত হয়ে গেলাম। এমন একটা মেয়ে আমায় নিজের কথা বলছে! হঠাৎ মনে হল আমি পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। মনে হল এবার আলতো করে তোড়ির হাতটা...

"আবে শালা, তু ফির বাত কর রহা হ্যায়," শব্দের চেয়ে ক্রিয়া সত্যিই আগে হয়। একটা বিদ্যুৎ গতির ধাক্কায় চেয়ার ছেড়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর কথাগুলো শুনলাম আমি। আমার হাতে তোড়ির সুন্দর হাতের বদলে আঁকড়ে ধরা টেবিলের পায়া! আমি আতঙ্কে মুখ তুলে দেখলাম, রণবিজয়!

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

১১

"জায়গাটা খারাপ নয়, বুঝেছিস? বেশ ফাঁকা। পোয়েটিক। একটা সলিচুড আছে। বিশেষ করে এই সকাল আর তিন সন্ধের সময়টা। দেখ দেখ, ওই দূর দিয়ে কী সুন্দর ট্রেনটা যাচ্ছে। দেখ পাশের বড় গাছটা। মনে হচ্ছে না ঝুলনের শহর একটা? আর কেক। আন্টিস শপের পিছনের ওই লোকাল বেকারির হানি কেক খেয়েছিস? গত পরশু বিকালে খেলাম। মধু গড়িয়ে পড়ছিল। গ্রেট। কে জানে বেঙ্গালুরুতে এমন পাওয়া যাবে কিনা! ফ্রেশ কেক, পিওর ওয়েদার আর সলিচুড!"

কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বালার্ক। একটু আগেই বাবাকে ফোন করে নিজেই মনে করিয়ে দিয়েছে ওর কলেজ ট্রান্সফারের কথাটা। আবার তারপরই এসব বলছে। কে জানে মাথায় কী আছে!

আজ ঠান্ডাটা ভালই পড়েছে। কলেজ ছুটি বলে সামনের মাঠটায় নেমেছিলাম ক্রিকেট খেলব বলে। কিন্তু সিনিয়ররা মাঠ দখল করে নিয়েছে। তাই ফিরে আসছিলাম। সিঁড়ির মুখে বালার্কর সঙ্গে দেখা হয়েছে। টেনিস প্র্যাকটিস সেরে ফিরছিল ও। আমায় দেখে টানতে-টানতে নিয়ে এসেছে মাঠে। আর তারপর মোবাইল বের করে বাবার সঙ্গে কথা এবং পরবর্তী ধাপে এই হা-হুতাশ ভরা কাব্য।

আমি বললাম, "হ্যাঁরে, প্র্যাকটিসে র . . সঙ্গে দেখা হল?"

"এই সকালে রণবিজয়? সারা . . বুজের পর সকালে উঠবে কেমন করে? কেন?"

"না, মানে, সেদিন তোর সঙ্গে যা হল। তাই... ইয়ে... আবার যদি কোনও গন্ডগোল করে। বিশ্বাস তো নেই।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"হুঁঃ," কাঁধ ঝাঁকাল বালার্ক, "করলে আমি ছাড়ব নাকি? তা ছাড়া সেদিন প্রিন্সি কী বলল মনে নেই?"

তা ঠিক, সেদিন সন্ধের ব্যাপারটা প্রিন্সিপালের ঘর অবধি পৌঁছেছিল। ঠিক সময় রমন স্যার এসে না পৌঁছলে আরও ঝঞ্ঝাট হত।

আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে রণবিজয় বলেছিল, "তোড়ির সঙ্গে বসে ন্যাকামো হচ্ছে?"

আমি আতঙ্কে গিরিগিটির মতো রঙ পালটাতে-পালটাতে বলেছিলাম, "গুড মর্নিং স্যার, মানে ইভনিং স্যার। আমি তো স্যার কিছু করিনি স্যার।"

"হাত ধরছিলি কেন তোড়ির? আমার চেতাবনি মনে নেই? আজ ইয়েহিপর গাড় দেঙ্গে তুঝে," কওশল আবার পা তুলেছিল।

আমি আতঙ্কে দেখছিলাম কওশলের পেছনে গুপ্তা ছাড়াও আরও পাঁচ ছ'টা মুখ। এরা হস্টেল বা কলেজের কেউ নয়। এরা লোকাল মাস্তান, লোকালাইট। এদের বেশিরভাগই নানা অন্ধকার কাজ-কারবারে যুক্ত। সকলে বলে এদের থেকে একটা দূরত্ব রাখা ভাল।

"দাঁড়াও," তোড়ি চিৎকার করে উঠেছিল, "আর একবার ওকে মারলে আমি প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে তোমার নামে কমপ্লেন করব।"

"কর তো দেখি কত সাহস। শালি তোকে তুলে রেললাইনের ওদিকের ঝুপড়িতে নিয়ে যাব," গুপ্তা চিৎকার করেছিল।

"গুপ্তা, চুপ হো যা," কওশল তোড়িকে বলেছিল, "শোনো, তুমি এসবে থেকো না। এই ম্যাওম্যাওটা ভীষণ বদ। ওকে আজ..."

"কিচ্ছু করবে না," তোড়ি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

কওশল তবু চুলের মুঠি ধরে তুলেছিল আমায়। মনে হচ্ছিল আমার মাথায় পঞ্চান্ন হাজার ফোঁড়া এক সঙ্গে ফাটছে। আমি অসহায়ভাবে হাত পা ছুড়ছিলাম। কিন্তু কওশলের মুঠো বড় শক্ত। আমায় বাধা দিতে দেখে কওশল হঠাৎ থাপ্পড় চালি. । গোটা কর্নাটক বোঁ-বোঁ করে ঘুরছিল আমার চোখের সামনে। কওশল আবার হাত তুলেছিল, কিন্তু সেটা গাল অবধি পৌঁছবার আগেই একটা গলা শুনেছিলাম, "ওকে

Downloaded From.: www.MonerSathe.com

নামিয়ে দাও, না হলে এই র‍্যাকেট দিয়ে মেরে মাথা আধখানা করে দেব।"

"কে বে?" একজন লোক ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

"তোর বাপ বে।"

আমি আধা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছিলাম দু' হাতে একটা টেনিস র‍্যাকেট শক্ত করে ধরে চোয়াল চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে বালার্ক।

"শালা," কওশল আমায় ফেলে ওর দিকে এগিয়েছিল।

নিমেষের মধ্যে হাওয়ায় র‍্যাকেট ঘুরিয়ে বালার্ক বলেছিল, "এসো তুমি, মাথা ফাঁক করে দেব শালা। আমার কোনও ব্যাপার নেই। এই জায়গাকে ঘেন্না হচ্ছে আমার। তোমাদের ঘেন্না হচ্ছে। মানুষ? মানুষ তোমরা?"

আমি মাটিতে বসে হতভম্ব হয়ে দেখেছিলাম কওশল হিংস্র বালার্ককে দেখে কেমন যেন স্থির হয়ে গেছে। যেন নড়তে পারছে না। হঠাৎ একজন লোকাল লোক বলেছিল, "শালাকে মারব। এমন মারব যে শ্রীপুরম তো দূর, ভারত ছেড়ে পালাবে।"

"অ্যাই কী হচ্ছে ওখানে?" একটা মিহি গলার ডাকে আমরা ফিরে তাকিয়ে ছিলাম। রমন স্যার। স্কুটার রেখে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকে আসছেন।

লোকাল লোকটা আবার বলেছিল, "মারব ব্যাটাকে? আমাদের র‍্যাকেট দেখাচ্ছে!"

"চোপ," কওশল চেঁচিয়েছিল, "বলেছি না . কলেজের ব্যাপারে নাক গলাবি না। একসঙ্গে মাল খাচ্ছিস খা। . বেশি রং দেখাবি না। বুঝলি? আমাদের কলেজের ব্যাপার আমরা সামলাব।"

ততক্ষণে রমন স্যার চলে এসেছিলেন। অদ্ভুত উচ্চারণে যা বলেছিলেন তার পঁচাত্তর শতাংশ বুঝতে পারছিলাম না। তোড়িও স্যারকে বলছিল সব ঘটনা। রমন . আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছিলেন প্রিন্সিপালের বাংলোয়। প্রিন্সিপাল মন দিয়ে সব কথা শুনে খুব বকেছিলেন রণবিজয়কে। ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছিলেন জুনিয়রদের

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

যদি উত্যক্ত করে তা হলে কলেজ থেকে ওকে বের করে দেওয়া হবে। বাংলো থেকে বেরোবার মুখে রণবিজয় বলেছিল, "তোকে ছাড়ব না শালা।"

সেদিন থেকে রণবিজয় সত্যিই আর কোনও গন্ডগোল করছে না। তবু বলা তো যায় না। এই গতকালই তো আবিরদা বলছিল, "প্রিন্সির কাছে নালিশ করে তো খুব বালিশ পেলি তোরা। এদিকে শিবযোগী স্যার তো আমাদের এসে বলছেন র‍্যাগিং চালিয়ে যেতে। বলছে চিন্তার কিছু নেই। র‍্যাগিং করা নাকি দরকার। শোন, যা করবি, সাবধানে করবি, বুঝেছিস?"

বুঝতে ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু ঠিক যেন বুঝতে পারি না। সবসময় একটা চাপা অস্বস্তি নিয়ে ঘুরি আমরা। কী হবে আমাদের? কবে শেষ হবে এই র‍্যাগিং?

"চল সুরির দোকান থেকে লুচি তরকারি খেয়ে আসি। ওই মেসের মরার চামড়ার মতো ধোসা আর চাটনি খেতে ইচ্ছে করছে না," বালার্ক হাতের র‍্যাকেটটা শূন্যে ঘোরাল।

আমি বললাম, "ধুর ভাল লাগছে না। পরে খাব। আগে চল কয়েকটা অঙ্ক তোকে দেখাবার আছে, দেখিয়ে নিই। মাত্র মাস দুয়েক বাকি আছে ফার্স্ট সেমের।"

বালার্ক বলল, "ঠিক বলেছিস। তেলের জিনিস খেয়ে এখন আর কাজ নেই। তা ছাড়া আজ বিকেলে তো পড়া হবে না। কম্পিউটার এডেড ড্রয়িংয়ের স্পেশ্যাল সেশন আছে না। শালা, . দিনেও স্পেশ্যাল ক্লাস।"

আমরা হাঁটতে-হাঁটতে হস্টেলে ঢুকলাম। আগে নীচে যে ক'জন সিনিয়র থাকত, সকলেই পুরনো হস্টেলে করে গিয়েছে। নীচটা ফাঁকাই থাকে। এই নীচের ঘরগুলোও বড়। এই একটা ঘর যদি পাওয়া যেত!

"সাবধান," হঠাৎ বালার্ক হাত ধরে টানাল আমায়। থতমত খেয়ে কিছু বোঝার আগেই দেখলাম একটা বড় পাথরের টুকরো ঠক করে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

এসে লাগল পাশের দেওয়ালে। আর একটু হলেই আমার মাথায় লাগত। আমি ডানদিকে তাকালাম। ময়ূখ আর অরবিন্দ এগিয়ে এল আমার দিকে।

আমি বললাম, "কীরে, পাথর ছুড়ছিস কেন?"

ময়ূখ থতমত খেয়ে নড়তে শুরু করল। বুঝলাম টেনশন হয়েছে। বলল, "সরি, সরসিজ। আমরা টিপ-টিপ খেলছিলাম, কিন্তু ফসকে গেছে, সরি ভাই।"

টিপ-টিপ খেলছে মানে? বয়স কত? আমি অবাক হয়ে দেখলাম ডানদিকের প্যাসেজের মাঝে যে থামটা রয়েছে তাতে টার্গেট এঁকেছে! এতেই ওরা ঢিল ছুড়ছে সেই টার্গেট লক্ষ করে! এ আবার কী ঢঙের খেলা? কেউ যদি গেট দিয়ে ঢোকে বা সিঁড়ি দিয়ে নামে তার লাগতে পারে যে। আমারই লাগছিল একটু হলে।

"তোদের এই খেলাটাই খেলতে হল? এটা কোনও খেলা?" আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বক্তার আসন দখল করল কল্যাণ। বলল, "এই যে ময়ূখ, কেলিয়ে না ময়ূর বানিয়ে দেব। ঢিল ছুড়ছিস কেন রে?"

ময়ূখ সাহস করে বলল, "তোর গায়ে তো লাগেনি।"

"এক লাথি মারব শালা। মুখে-মুখে কথা বলছিস?" কল্যাণ খিঁচিয়ে উঠল, "অত নড়ছিস কেন? চলন্ত ট্রেনে জন্মেছিলি নাকি? কান ধর, কান ধর।"

আমার খারাপ লাগল। কল্যাণের সবটাতে বাড়াবাড়ি ময়ূখকে দেখলেই ওর পেছনে লাগতে শুরু করে। ব্যাচমেট হয়েও কল্যাণ ময়ূখকে র‍্যাগ করে।

"কল্যাণ, বাড়াবাড়ি করিস না," বালার্ক গম্ভীরভাবে বলল।

"কেন তোর কী?" কল্যাণ বালার্কর দিকে ঘুরল।

"রং নিবি না কল্যাণ। ময়ূখ . ব্যাচমেট। ওকে মুরগি করবি না বলে দিলাম।"

"বেশ করব। এটা তোর বাপের জমিদারি? শ্রীবিদ্যাকে পটাচ্ছিস,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ময়ূখকে আগলাচ্ছিস, সরসিজকে ভেড়া বানাচ্ছিস? তোর বাপ..."

র‍্যাকেটটা বাঁ হাতে চালান করে ডান হাতটা সজোরে ঘোরাল বালার্ক। কল্যাণের কানের নীচে গিয়ে হাতটা আছড়ে পড়ল। কল্যাণ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। আর শুধু পড়েই গেল না, ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেলল, "তু-তুই আবার মারলি, তোকে... তোর... আমি দেখে নেব শালা, তোকে..."

বালার্ক কল্যাণের হাত ধরে হ্যাঁচকা মেরে মাটি থেকে তুলে ফেলল। তারপর বলল, "লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম কলু, এরপর মেরে কিন্তু চোয়ালের কবজা খুলে দেব।"

কল্যাণ গালে হাত দিয়ে শুধু বলল, "দেখা যাবে।"

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

১২

দেখা গেল। তবে কল্যাণের তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তবে কী দেখা গেল? স্ট্রাইক, হরতাল। কল্যাণ আর বালার্কর ঝামেলার দু'দিন পর এক বিকেলে, ওয়ার্কশপে মাইল্ড স্টিল প্লেট, বল পিন হ্যামার, ফ্ল্যাট চিসল, রাউন্ড ফাইল ও অন্যান্য প্রায় প্রস্তর-যুগের যন্ত্রপাতি নিয়ে যুদ্ধের শেষে বেরিয়ে এসে দেখলাম, মূল কলেজ বিল্ডিংয়ের বড় নোটিস বোর্ডের সামনে ব্যাপক ভিড়। কী কেস? না, প্রিন্সিপাল নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। যে-যে স্টুডেন্টের অ্যাটেনডেন্স পঁচাত্তর শতাংশের কম, তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। নোটিসের পাশেই বসতে-না-পারা ছাত্রদের লিস্টও ডটম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে প্রিন্ট করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ইয়ার, স্ট্রিম আর সেকশন অনুযায়ী ভাগ করে স্টুডেন্টদের নাম আর রোল নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর নোটিস বোর্ডের সামনের ভিড় সেই নামের লিস্টে নিজেদের খুঁজছে প্রাণপণ।

আমরা, মানে জুনিয়ররা হস্টেলে চলে এলেও, সিনিয়রদের ভিড় কিন্তু কমল না। বরং বাড়ল আরও। আমরা রুমের দিয়ে দেখলাম সিনিয়রদের মধ্যে যারা মাতব্বর, তারা গম্ভীর মুখে পায়চারি করছে। আট-ন'জন মিলে এক-একটা গ্রুপ বানিয়ে উত্তেজিতভাবে হাত পা নাড়ছে। আমাদের মনে হতে লাগল যে এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা হবে।

একসময় অভিষেক হন্তদন্ত সে আমাদের খবর দিল যে মিটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রিন্সিপালের ঘরে স্টুডেন্টদের হয়ে রণবিজয়,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

চন্দরদীপ আর অরবিন্দর গিয়েছে। বাইরে নাকি চাপা গুঞ্জন যে, প্রিন্সিপাল ভাল কথায় না মানলে ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বারদের কাছে যাওয়া হবে। আর তারা না মানলে...

অভিষেকের অসম্পূর্ণ কথার বাকিটা এবার আর পূরণ করতে পারলাম না। কারণ আমি বুঝতে পারলাম না যে কী হতে পারে। আসলে ছোট থেকে স্কুলের স্যারেরা যা বলেছেন আমরা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি। পাশের ছেলেটার দুষ্টুমির জন্য আমাকে কান ধরে একশোবার ওঠবোস করতে হলেও কখনও স্যারকে বলিনি যে, "আমি না, ও।" আর সেখানে তিনজন স্টুডেন্ট একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে মিটিং করতে বসেছে! আর সেখানে কাজ না হলে যাবে ট্রাস্টিদের কাছে? একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস!

তবে মনে-মনে ভালও লাগল। ভাবলাম কলেজে এরকমই হয় তাহলে। যাক তাহলে আমরাও বড় হলাম এবার!

তবে রাতে এর বেশি আর কিছু জানা যায়নি। মেসে গিয়ে খাবার সময়ও শুধু গুজগুজ ফুসফুসই হয়েছে। সবাই ছাপান্নরকম অল্টারনেটিভও দিয়েছে। এমনকী জুনিয়রদের র‍্যাগিংয়ের ব্যাপারটাও ভুলে গেছে সবাই।

রাত কাটল। দিন হল। আমরা সবাই জুনিয়র হস্টেল থেকে বেরিয়ে ক্লাসেও গেলাম। প্রথম পিরিয়ড ছিল শিবযোগী স্যারের এম ই এস। তিনি পড়ালেন কম, জ্ঞান দিলেন বেশি। বললেন, আমরা জুনিয়ররা যেন ক্লাস না কামাই করি। যেন মন দিয়ে পড়াশোনা করি। কারণ কাছেই ফার্স্ট সেমেস্টার। আর এও বললেন, সিনিয়রদের তালে যেন আমরা না নাচি। বসন্ত আমার পাশে বসেছিল। ও চাপা গলায় বলল, "আচ্ছা খচ্চর লোক তো! এখানে বলছে সিনিয়রদের কথায় না নাচতে আর সিনিয়রদের বলছে আমাদের র‍্যাগ করা হয়! দু' মুখো সাপ একটা!"

পরের পিরিয়ড ছিল কেমিস্ট্রির। রোগা পাতলা শান্ত চেহারার নেহা ম্যাডাম খুব ভাল পড়ান। এবং ভাল [illegible], কিন্তু তখনই

Downloaded From : www.MonerSathe.com

শুনলাম চিৎকার। একসঙ্গে অনেকগুলো গলা আকাশ ফুটো করে দেওয়ার মতো করে চেঁচাচ্ছে। আওয়াজটা ক্রমশ কাছে আসছে দেখে ম্যাডাম পড়া থামিয়ে দিলেন। কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে আর ক্রমাগত র‍্যাগিংয়ের প্রকোপে দুর্বল হয়ে যাওয়া আমাদের মনে আতঙ্ক তৈরি হল। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় কুড়ি পঁচিশজন সিনিয়র এসে ঢুকল আমাদের ক্লাসে। তারা চিৎকার করতে লাগল, "লং লিভ এস আই টি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। লং লিভ দ্য ফাইটিং স্পিরিট। ডাউন ডাউন প্রিন্সি।"

সিনিয়ররা একপ্রকার গলা ধাক্কা দিয়ে আমাদের বের করে দিল ক্লাস থেকে। ঘোষণা করল, প্রিন্সিপালের ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে ইনডেফিনিট পিরিয়ডের জন্য স্ট্রাইক কল করা হয়েছে।

এর মধ্যে দু' দিন মিছিলও বের করা হল। একটা গেল প্রিন্সিপালের বাড়ির দরজা পর্যন্ত আর অন্যটা গেল ট্রাস্টি বোর্ডের অফিসে। এইসব মিছিলে জুনিয়রদের কাটা সৈন্যদের মতো ভিড় বাড়াতে যেতে হল। এর মধ্যে একদিন আমায় মারও খেতে হল। অপরাধ, গুপ্তার মনে হয়েছিল আমি নাকি মন দিয়ে 'নাড়া' দিচ্ছি না। তাই ফেস্টুন তোলার লাঠি দিয়ে আমার নাড়ার ভলিউম বাড়ানো হয়েছিল।

তবে সমস্ত যোশ ঠান্ডা হয়ে গেল দু'দিনেই। ছাত্রদের জন্য একটা শামিয়ানা করা হল। তার তলায় কওশল, আবিরদাসহ চার পাঁচজন সিনিয়ার বসল অনশন ধর্মঘটে। তাদের সঙ্গে পঁচিশ তিরিশজনের দল রইল একটা। আর বাকিরা কখনও গাছের ছায়ায়, কখনও আন্টিস শপের সামনে বা কখনও সুরির দোকানের বেঞ্চে বসে আড্ডা মারতে লাগল। চারিদিকেই কেমন একটা ছুটি-ছুটি ভাব। ট্রেন সিগন্যাল না পেয়ে অচেনা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থা।

আমি এই হরতাল দেখার ফাঁকে-ফাঁকে পড়াশোনাও এগিয়ে রাখলাম অনেকটা। তার সঙ্গে ওয়ার্কশপের খাতা, ড্রয়িং অ্যাসাইনমেন্ট, কেমিস্ট্রি ল্যাবের এক্সপেরিমেন্টের নোট, যতটা সম্ভব তৈরি করে রাখলাম। এর মধ্যে অবশ্য র‍্যাগিংও চলল। বিড়াল হয়ে ম্যাওম্যাও করতে হল

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

পঞ্চাশজন মেয়ের সামনে। হামাগুড়ি দিয়ে দেখাতে হল। হাইওয়ের ওপর বাঁদরদের সঙ্গে লাফালাফি করতে হল ঘণ্টাখানেক। বৈদভীর সঙ্গে বেরোতেও হল একবার টাউনে। তবে এবার আর বৈদভী তেমন সাংঘাতিক কিছু করেনি, শুধু আমার ঘাড় ভেঙে রেস্তরাঁয় তন্দুরি রুটি আর মাটন টিক্কা খেয়েছে।

এসবের মধ্যেও বালার্কর টেনিস প্র্যাকটিস চলছে। কল্যাণ ময়ুখের সঙ্গে দাদাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে আর ময়ুখ আর অরবিন্দের সেই অদ্ভুত 'টিপ' খেলা চলছে।

এরই মাঝে এক বিকেলে দুরের পাহাড়ের পাশে যে-ছাতিমগাছটা রয়েছে তার গোড়ায় বসে গল্প করছিলাম রুচির, কল্যাণ, বসন্ত আর আমি।

কল্যাণ ওর স্বভাবসিদ্ধ খোঁচানোর ভঙ্গিতে বলল, "কী রে তোর রুমি কই? পিট সাম্প্রাস না ফেডেরার হতে গেছে? হুঁঃ, টেনিস খেলছে। গার্লস হস্টেলের সামনে তো টেনিসকোর্ট, কত যে টেনিস খেলছে জানা আছে। মালটা এমন যে শ্রীবিদ্যারেও নাচাচ্ছে আবার অন্যদের সঙ্গেও ঝাড়ি করছে। শোন, সরসিজ ওকে বলে দিস এমন বাম্বু দেব না! আমার গায়ে হাত তোলা? আমার মালকে পটানো? শালা একদম হাওয়া বের করে দেব।"

রুচির বলল, "তুঝে পতা হ্যায়, কেন শ্রীবিদ্যা তোকে পছন্দ করে না? কারণ, তোর বিহেভিয়ারটা খুব স্পেস কনজিউমিং। সব পারে 'আমি-আমি' করছিস। তার উপর শালা তুই হামবাগ। একদম পোলাইট নোস। আর ফাইনালি, এই যে তুই শ্রীবিদ্যাকে 'মাল' বললি না এতে তোর ক্লাসটা বোঝা গেল।"

"এঃ" কল্যাণ মুখ বাঁকাল, "এখানে আর ভাষা বা ক্লাস নিয়ে কথা বলিস না। সিনিয়ররা বাপ, মা তুলে ছাড়া কথা বলে না। ওয়ার্ডেন র‍্যাগিংয়ের জন্য উসকায়। শালা, ক্লাস দেখাচ্ছে! শোন, সারভাইভ করাটাই আসল। হুইচ আয়্যাম ডুইং। ক্লাসের ফার্স্ট বয় আমি, বুঝেছিস?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

আমি হাই তুললাম। বড্ড বোর করছে ছেলেটা। বেশ কয়েকমাস কেটে গেল! কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গতকালের ব্যাপার। ফার্স্ট সেমের পর বাড়িতে যাব একবার। তবে বাড়ির জন্য মনখারাপ যেন ক্রমশ কমছে। কেমন রোবটের মতো লাগছে নিজেকে। মনে হচ্ছে একটা ছাঁচের মধ্যে আটকে গিয়েছি।

আমি উঠলাম, "চল এবার ফিরি। খিদে পাচ্ছে। ওই হানি কেক খাই চল।"

ওরা উঠল। বসন্ত বলল, "আমি কেক খাব না। বরং আন্টিস শপ থেকে মশালা বাদাম খাব। এমন জিনিস মাইরি কলকাতায় খাইনি।"

হাঁটতে-হাঁটতে হাইওয়ের ধারে এসেই আমরা থমকে গেলাম। বালার্ক এখানে কী করছে?

বালার্ক গল্প করছে। ওর হাতে টেনিস র‍্যাকেট আর ওর সামনে স্কুটারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোড়ি ও শ্রীবিদ্যা। সকলের মুখে হাসি। খেয়েছে। আমি ঢোঁক গিললাম। আমার সামনে মূর্তিমান দু' পিস বিপদ। প্রথমটার নাম হল শ্রীবিদ্যা ও বালার্ক আর দ্বিতীয়টা হল ওই হাঁটুর নাটবল্টু ঢিলে করা সুন্দরী তোড়ি!

আমি ঘাড়টা না ঘুরিয়ে আর চোখটা যত সম্ভব ঘুরিয়ে কল্যাণের মুখটা দেখার চেষ্টা করলাম। যা ভেবেছি তাই। ফরসা মুখ লাল। মনে হল যেন জ্যান্ত রকেট। পেছনে ইগনিশনও শুরু হয়ে গিয়েছে। যে-কোনও সময় লঞ্চ হয়ে যাবে। আর হলও তাই। তবে রকেট যায় চাঁদের দিকে ভার্টিক্যালি আর কল্যাণ গেল শ্রীবিদ্যার দিকে, হরাইজন্টালি। একটা কেলেঙ্কারি হতে পারে সেই আশঙ্কায় আমরাও পিছু নিলাম।

কল্যাণের ঘুষিটা অনায়াসে বাঁ হাত দিয়ে ওকে ঠেলে লাল মাটির ওপর ফেলে দিল বালার্ক। আজ কিন্তু কল্যাণ দমল না। বরং পটাং করে উঠে দাঁড়িয়ে পালটা মারতে হাত তুলল। তবে মারটা কমপ্লিট করতে পারল না। হাওয়ায় আটকে গেল হাত। কারণ শ্রীবিদ্যা। বালার্ককে গার্ড করে। বলল, "কী করছ তুমি? হোয়াট দ্য হেল ইউ থিঙ্ক ইউ আর ডুইং? এক থাপ্পড় মারব অসভ্য ছেলে।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

কল্যাণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রকেটের লেজে কে যেন জল ঢেলে দিয়েছে। শ্রীবিদ্যার এমন মারমুখী মেজাজ দেখে আমরাও থ মেরে গিয়েছি। তবু কল্যাণ কোনওমতে বলল, "আই লাভ ইউ শ্রী। লাভ ইউ ভেরি মাচ। ও চলে যাবে এই সেমেস্টারের পর। কিন্তু আমি থাকব। তোমার যে-কোনও সাবজেক্ট আমি দেখিয়ে দেব। তুমি দেখো, ও এখানে নেই। আমি আছি। তোমার জন্য আছি।"

শ্রীবিদ্যা বলল, "চলে যাও তুমি। রাস্কেল। প্রেম করতে এসেছে!"

কল্যাণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর মাথা নিচু করে চলে গেল। গোটা ঘটনাটা ঘটতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল বোধহয়, কিন্তু তখন কে জানত এই পাঁচ মিনিটের ঘটনাই শ্রীপুরমের বুকে আরও নতুন ঝামেলা ডেকে আনবে।

তবে ঝামেলার আগে অন্য যে-ঘটনাটা এরপর ঘটল, তা সংক্ষেপে বলে নিই। কল্যাণ চলে যাওয়ার পর তোড়ি হঠাৎ এগিয়ে এসে সবার সামনে আমার হাত জড়িয়ে ধরল। বলল, "লেট্‌স গো ফর আ ওয়াক।"

"ওয়াক?" আমি তোড়ির থেকে ছিটকে গেলাম। করছে কী মেয়েটা? আমায় মারবে নাকি?

"কী হল?" তোড়ি ভুরু কোঁচকাল।

"তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না। যা অশান্তি হচ্ছে। সেদিন প্রিন্সিপাল পর্যন্ত কেসটা গড়িয়েছিল। দ্যাখো, আমি পড়াশোনা করতে এসেছি। ফালতু ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না। প্লিজ় কিপ সেফ ডিস্ট্যান্স," কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে আমি আর . ও দিকে না তাকিয়ে হনহন করে হাঁটা দিলাম।

এর ফলটা ঘটল এক ঘণ্টা পর। আমরা সবাই অনশন মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ সেখানে ঝড়ের বেগে এসে উঠল তোড়ি। সকলেই একটু ঢিলেঢালা মেজাজে ছিল, কিন্তু কলেজের অন্যতম সুন্দরী মেয়ে অমনভাবে এন্ট্রি নেওয়াতে পাবলিক নড়েচড়ে বসল। তোড়ি মঞ্চে উঠে এদিক ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজল। আমায় দেখে যখন খোঁজা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

থামাল, বুঝলাম আমাকেই খুঁজছিল। তারপর কঠিন একটা দৃষ্টি আমার দিকে ভাসিয়ে দিয়ে মঞ্চের কোনায় আধশোয়া হয়ে থাকা রণবিজয়ের কাছে গিয়ে আচমকা, সবার সামনে, চকাস করে ওর গালে চুমু খেল। তারপর প্রায় চিৎকার করে বলল, "ইউ আর দ্য ব্রেভেস্ট।"

পিঁপড়ে, ভীমরুল, বোলতা, শুঁয়োপোকা — একসঙ্গে আমার মাথার ভেতর নড়ে উঠল। দেওয়ালের হেলে যাওয়া ছবির মতো টাল খেয়ে গেল দৃশ্যপট। চোখের ভিতর বোমা ফাটল। তবে তা শোনা গেল না, কারণ আশপাশ থেকে হল্লা উঠল একটা। কে যেন চিৎকার করল, "লং লিভ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। লং লিভ হাঙ্গার স্ট্রাইক।" হাততালি পড়ল খুব। সিটি বাজল।

আর আমি, ম্যাওম্যাও, দেওয়ালের দিকে সরে গিয়ে মাথা নামালাম। ভাবলাম, কীসের হাঙ্গার স্ট্রাইক? চুমু খেয়ে তো অনশন ভঙ্গ হয়েই গেছে!

www.AMARBOI.COM
www.MonerSathe.com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

১৩

স্ট্রাইকটা উঠল এক রোববার সকালে। দশদিনের মাথায়। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি যে হঠাৎ স্ট্রাইক উঠে যাবে। কিন্তু 'কীসের থেকে কী হইয়া গেল আর মোহন পলাইয়া গেল'-র মতো করেই প্রিন্সিপাল মেনে নিলেন যে অ্যাটেনডেন্স নিয়ে তিনি আর ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চান না। বরং ক্লাস শুরু হোক ও ছাত্রদল বসুক।

আমরা সকালের ব্রেকফাস্টে গতদিনের বাসি ভাতের সঙ্গে নেড়ে দেওয়া বেগুন ও গাজর খেয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎ পটকার আওয়াজ শুনলাম। ছাত্রদের সমবেত উল্লাস শুনলাম। 'লং লিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' শুনলাম। এবং এতদ্বারা এই বোঝানো হল যে কলেজের স্ট্রাইক উঠে গেল। সিনিয়ররা এসে হঠাৎ আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। কেউ-কেউ জড়িয়েও দরল। গজা-টাইপের একটা মিষ্টি সকলের হাতে-হাতে ধরিয়েও দেওয়া হল। বলা হল জয়ের আনন্দেই এই মিষ্টিমুখ। তবে সকলের মনটাও যে মিষ্টি হয়ে গেল তা কিন্তু নয়।

হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে আবিরদা চাপা বলল, "শালা, আবার ক্লাস শুরু, ওঃ!" হস্টেলে ফিরে , "বেশ ছুটি ছিল দশদিন, নাও আবার ভোর পাঁচটায় উঠে পায়খানার জন্য লাইন দাও। বড্ড তাড়াতাড়ি স্ট্রাইকটা শেষ হয়ে গেল রে!"

এবার ক্লাস শুরুর সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল টেনিস টুর্নামেন্টও। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা ও খেলাধুলোয় মেতে রইল। আমিও অন্যান্যদের সঙ্গে খেলা দেখলাম। বালার্কর তেজে গুপ্তা আর রুচির

Downloaded From : www.MonerSathe.com

পটাপট হেরে গেল। অন্যদিকে রণবিজয় আর আবিরদাও অপনেন্টদের হারিয়ে থার্ড রাউন্ডে উঠে পড়ল।

রুচিরের সঙ্গে ম্যাচের পর, সন্ধেবেলা রুমে ফিরে আমি আর বালার্ক একসঙ্গে চমকে উঠলাম।

আমার খাটে জুতো-পরা পা তুলে বসে রয়েছে রণবিজয়। আর টেবিল, চেয়ার, বালার্কর খাট জুড়ে বসে রয়েছে আরও ছ'জন।

নিমেষে আমার গলা শুকিয়ে গেল। আবার রণবিজয়! কিন্তু আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। এমনকী সেদিন যখন তোড়ি ওয়ার্কশপে আমার থেকে ওয়েল্ডিং রড চাইল, তখনও আমি ওকে একটাও ইলেকট্রোড দিইনি। তা হলে? তা হলে হঠাৎ রণবিজয় আমার ঘরে এল কেন?

ভিতরের আর-একটা মন হঠাৎ গালি দিল আমায়। বলল, "ছিঃ, ভয় পাচ্ছিস? তোড়ি যে ওকে চুমু খেয়েছিল, তা তো আসলে তোর গালে থাপ্পড়। এই ছেলেটা তোর প্রেমের পথে কাঁটা আর তুই কিনা তাকে দেখে ভয় পাচ্ছিস? লড়ে যা, লড়ে যা," আমার মন আমাকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেও, রণবিজয়ের ওই সাড়ে ছ'ফুটি চেহারা, ডান হাতের মোটা কড়া আর রক্তবর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুতেই উদ্বুদ্ধ হতে পারলাম না। বরং কান্না পেল হঠাৎ। নিজের অক্ষমতার জন্য, ভীরুতার জন্য নিজের উপর রাগ হচ্ছিল। কিন্তু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনও উপায় রইল না আমার।

বালার্ক বলল, "তোমরা ঘরে ঢুকলে কী করে? এভাবে . . ঢোকা কিন্তু বেআইনি। প্রিন্সিপাল স্যারকে বললে তোমাদের বিপদ হবে!"

আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। বালার্ক সবসময় হিরোগিরি করতে চায়। ভাবে ফার্স্ট টার্মের পর চলে যাবে যখন তখন ওর আর ভয় কী? কিন্তু ওর জন্য তো আমরা বিপদে পড়ব!

রণবিজয় কিন্তু রাগল না, উলটে , বলল, "ও ট্রেন কা লড়কা পিসাব কর দেনে কি হালত মে থা। শালে, উস নৌটঙ্কিকে পাস অগর ঘর কা চাবি রাখ্‌খেগা তো অ্যায়সা হি হোগা না! আর বাচ্চাটার র‍্যাগিং নেব কী, আমি তো হেসেই খুন!"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বুঝলাম ময়ূখের কাজ। ওকে আমি চাবিটা দিয়ে গিয়েছিলাম। খেলা দেখতে গিয়ে লাফালাফি করে চাবি হারিয়ে ফেলতে পারি! আর মালটা শালা চাবি দিয়ে দিয়েছে! তোর কী বলার দরকার ছিল যে, আমাদের ঘরের চাবি তোর কাছে আছে? কিন্তু এরা এসেছে কেন? কী মতলব?

রণবিজয় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে, তুই যে গুড বয় হয়ে গেলি! তোড়ির সঙ্গে তো আর কথাই বলিস না। বস্, আপনে আপকো অ্যায়সে হি রাখ্‌খিও। কোই গলত কাম না করিও, ঠিক হ্যায়? চল, একবার ম্যাওম্যাও করে দেখা।"

আমি দাঁতে দাঁত চিপলাম। তারপর হাত জোড় করে মাথা নামিয়ে বললাম, "ম্যাওম্যাও।"

"গুড। অব হিরো, তু কুছ কর," রণবিজয় উঠে এসে কাছে দাঁড়াল আমাদের। এবার আমি নই, ওর লক্ষ্য বালার্ক।

"কী করব?"

"শুনছি তুই নাকি চলে যাবি অন্য কলেজে? কেন? আমাদের সমুদ্রম খারাপ, না আমরা?" রণবিজয়ের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরচ্ছে।

"সব খারাপ," বালার্ক দাঁত চেপে বলল, "র‍্যাগিং করতে কষ্ট হয় না তোমাদের? তাও সারা বছর ধরে? শুনেছি কয়েকদিন র‍্যাগিং হয়ে ফ্রেশার্স ওয়েলকাম হয়ে সব ঠিক হয়ে যায়। আর তোমরা সারাটা সময় ধরে আমাদের উপর নির্যাতন করো। কেন থাকব এখানে? কীসের জন্য থাকব?"

"বহুত বোলতা হ্যায় তু!" রণবিজয় খপ্ করে বালার্কর মুঠিটা ধরল, "শোন, চারটে বেলুন দেব। হার্ট শেপ্‌ড। ওগুলো ফুলিয়ে লাগিয়ে দিয়ে আয় গার্লস হোস্টেলের গেটে, যা।"

বালার্ক চোয়াল চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

"যা বে শালে," রণবিজয় পকেট থেকে বেলুন বের করে ওর সামনে ধরল, "যা বলছি।"

বালার্ক তবুও অনড়। আমাদের এখানে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে গার্লস হস্টেলের ভিতরে যেন না যাই আমরা। ওখানকার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

যিনি ওয়ার্ডেন ম্যাডাম, তিনি খুব কড়া। কেউ গেলে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। আর এমনি গেলে এক সেমের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হবে তাকে। আর রণবিজয় কিনা সেখানেই বালার্ককে এই সন্ধের সময় ঠেলছে!

"কীরে? যা," রণবিজয় ওর ঘাড় ধরল।

বালার্ক দৃঢ় গলায় বলল, "যাব না। যা করার করো।"

"ঠিক হ্যায়, চল ম্যাওম্যাও-এর জামা খোল," রণবিজয় এবার আমার দিকে ঘুরল।

অ্যাঁ? জামা খুলবে? কেন? আমি তো গুড বয়। তোড়ির দিকে তাকাই না। নিজের মেরুদণ্ড খুলে সুটকেসে গুছিয়ে রেখেছি, সবসময় সিনিয়রদের আপনি, স্যার, গুড মর্নিং, গুড নাইট বলি। আর শেষে কিনা আমার জামাটাই পছন্দ হল ওদের?

আমি প্রতিবাদ করার আগেই জামাটা খোলা হয়ে গেল। তারপর ঘাড় ধরে আমায় মাথা নিচু করে বসানো হল। রণবিজয় বলল, "নে মোম জ্বালা।"

মোম? গলন্ত মোম? যা 'ওয়াক্স টর্চার' নামে ক্যাম্পাসে বিখ্যাত! এরা এমন করছে কেন? আমি কী করেছি?

"ওকে ছেড়ে দাও," বালার্ক গম্ভীর গলায় বলল।

"দেব, তুই যা," রণবিজয় কওশল হাসছে।

"ছেড়ে দাও ওকে, না হলে..." বালার্ক শেষ করতে পারল না কথাটা, আচমকা পিছন থেকে একটা থাপ্পড় এসে পড়ল বালার্কের মাথায়। ও থতমত খেয়ে গেল। আমি মাটিতে নিল অবস্থাতেও মাথা ঘোরালাম। আবিরদা!

"মুখে-মুখে তর্ক করছিস?" আবিরদা আর একটা থাপ্পড় বসাল। এবার পিঠে। বালার্ক কিছু বলার আগে কওশল বলল, "আবির, তুই এখানে?"

"আরে, চন্দরের শরীর খারাপ হয়েছে। তোকে খুঁজছে। চল তুই। এই গাধাগুলোর সঙ্গে সময় নষ্ট করছিস কেন?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"চন্দর বিমার হ্যায়?" রণবিজয় হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল। ক্যাম্পাসের সকলেই জানে রণবিজয় চন্দরদীপকে ভাইয়ের মতো ভালবাসে।

আবিরদা বলল, "চল এসব পরে করিস। আগে চন্দরকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।"

রণবিজয় আর অপেক্ষা করল না। ওয়্যাক্স টর্চার, বেলুন আর গার্লস হস্টেল পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। শুধু যেতে-যেতে বলল, "হিসাব বাকি হ্যায়।"

এতক্ষণের হিউমিলিয়েশন, তোড়ির থেকে দুরে থাকার ফ্রাস্ট্রেশন আর ভয়, সব মিলিয়েই কি না জানি না, আচমকা আমার শরীর কাঁপিয়ে রাগ উঠে এল। মনে হল সারা ক্যাম্পাস মাথায় নিয়ে নাচি! মনে হল এক ঘুষিতে জুনিয়র হস্টেলকে ধুলোয় মিশিয়ে দিই একেবারে। কিন্তু সেসব না করে আমি দড়াম করে একটা ঘুষি মারলাম টেবিলে। আমার জল খাওয়ার স্টিলের গ্লাসটা আচমকা কম্পনে নড়ে, নেচে, গড়িয়ে ঠং-ঠং করে পড়ল মেঝের উপর।

"কী করছিস কী?" বালার্ক আমার দিকে ঘুরল।

"বেশ করছি শালা," আমি চিৎকার করলাম, "তুই গেলি না কেন বেলুন টাঙাতে? আমায় ওরা গলন্ত মোম দিয়ে টর্চার করত।"

"বেশ করেছি যাইনি। তুই প্রতিবাদ করতে পারিস না? শালা ভেড়া।"

"আমি ভেড়া? আমি তোর বন্ধু না?" আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

"হ্যাঁ তুই ভেড়া, তুই বন্ধু নোস। আসলে তোরা কেউ আমার বন্ধু নোস। বাবাকে তখন পইপই . এখানে পড়ব না। দাদাভাইয়ের কলেজে আমায় ভর্তি করাও। কিন্তু শুনল? নেক্সট সেমে এখানে থাকবই না আমি। তোরা সব স্বার্থপর। নিজেরটা ছাড়া..."

"আর তুই? তুই স্বার্থপর নোস?" আমি ধাক্কা মারলাম ওকে,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

"গেলি? আজ আমার জন্য গেলি ওখানে? তোর রুমমেট বলে আমার আজ এই অবস্থা।"

আচমকা আমার গলা বুজে এল। কার উপর রাগ, কার উপর দুঃখ সব গুলিয়ে গিয়ে ভীষণ কান্না পেল আমার। এ কোথায় এসেছি আমি? বাবা, এ আমায় কোথায় পাঠালে? এই আমার রুমমেট? আজও আবিরদা বাঁচাল, না হলে যে কী হত!

"এই, কাঁদছিস কেন?" দরজার দিক থেকে গলা পেয়ে আমি সচেতন হলাম। আরে, কল্যাণ এখন কেন? মজা দেখতে এসেছে?

বালার্ক গম্ভীর গলায় বলল, "তুই এসেছিস কেন?"

কল্যাণ কাঁচুমাচু হয়ে গেল হঠাৎ। তারপর হাত কচলে, ঠোঁট চেটে যা বলল তাতে আমার সদ্যোজাত কান্না ঠিকমতো ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই অক্কা পেল। তার বদলে জন্ম নিল বিস্ময়। আমি এক সেকেন্ড আগের রাগ ভুলে বালার্ককে বললাম, "এই মালটা কী বলছে রে?"

মালটা মানে কল্যাণ, পুনরায় মাখন মোড়া স্বরে কেটে-কেটে বলল, "আমি তোদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি ভাই।"

ভাই! আমি এত আশ্চর্য হলাম যে আশ্চর্য হওয়ার এক্সপ্রেশন দিতেও ভুলে গেলাম।

www.AMARBOI.COM

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

১৪

হলুদ বলটা বেস লাইনের ইঞ্চিখানেক ভিতরে ড্রপ খেয়ে ক্লে কোর্টের লাল ধুলো ওড়াল একটু, তারপর বিকেলের রোদ চিরে বিদ্যুৎগতিতে আছড়ে পড়ল পিছনের লম্বা সবুজ স্ক্রিনে। জাজের লম্বা চেয়ার থেকে ঘোষণা করা হল, "গেম সেট অ্যান্ড ম্যাচ মিস্টার বালার্ক ভদ্র।"

"হি ক্যান ইভেন বিট রাফায়েল নাদাল। ইন বোথ গেম অ্যান্ড চার্ম," শ্রীবিদ্যা চারদিকের হাততালির মাঝে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চিৎকার করল।

আমি বললাম, "অ্যাঁঃ, নাদাল! নাদালের মতো কথা বলিস না। তোর সবটাই বাড়াবাড়ি।"

"চুপ কর ম্যাওম্যাও," শ্রীবিদ্যা আলতো করে ঘুষি মারল আমার হাতে, "চল।"

চলতে-চলতে এবার ছোট্ট করে দু'-চারটে কথা বলে নিই। এই যে অল্প করে একটা ম্যাচের ট্রেলার দেখলাম, সেটা ছিল সেমিফাইনাল । অরবিন্দার ভার্সেস বালার্ক। তিন সেটের ম্যাচে বালার্ক জিতল ৪-৬, ৬-৪, ৭-৬ স্কোরে। তবে আমি আর ডিটেলে ম্যাচের র্ গেলাম না। শুধু স্কোরটা বললাম কারণ, ম্যাচটা জিতে বালার্ক যে ফাইনালে রণবিজয়ের সামনে পড়ল সেটা পাঠকদের জানানো দরকার।

একটু হিন্দি সিনেমা হয়ে গেল কি? মানে নেগেটিভ ক্যারেকটার আর পজিটিভ ক্যারেকটারের ফাইনাল কি ফিল্মি হয়ে গেল? কিন্তু দু'জনেই যদি ফাইনালে ওঠে তাতে আমি কী করব? তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, ফাইনালটা শুধু খেলার হার-জিতে সীমাবদ্ধ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

থাকবে না। বরং তার চেয়েও বেশি কিছু হবে। আর আমার অনুমান যে সত্যি, গ্যালারি থেকে নেমে তা অরভিন্দের কথাতেই বুঝলাম।

পাঠক, অরবিন্দার আর অরবিন্দকে গুলিয়ে ফেলো না প্লিজ়। প্রথমজন আমাদের সিনিয়র, চণ্ডীগড়ের ছেলে আর দ্বিতীয়জন কর্নাটকের এবং আমাদের ব্যাচমেট।

অরবিন্দ বলল, "বালার্ক, ফাইনালে রণবিজয়কে হারিয়ে গত পরশুর শোধ তুলতে হবে কিন্তু।"

বালার্ক বলল, "শুধু ওটুকুই নয়, সব শোধ তুলব। জুনিয়রদের উপর যত র‍্যাগিং করেছে তার সবটুকু শোধ তুলব আমি।"

শ্রীবিদ্যা জানতে চাইল, "কেন, গত পরশু কী হয়েছিল? এই ম্যাওম্যাও, বল কী হয়েছিল?"

শ্রীবিদ্যা আজকাল আমাকে 'তুই' করে ডাকে। বলে তোড়ির পর আমিই নাকি ওর ভাল বন্ধু। তাই ভাল বন্ধুর মর্যাদা দিতে ওর সব কৌতূহলের নিরসন করতে হয় আমায়।

আমি ঘটনাটা বলব বলে মুখ খুললেও, বালার্ক ভুরু কুঁচকে বলল, "সব কথা সকলকে বলার দরকার নেই।"

"সবাইকে মানে?" শ্রীবিদ্যা আমায় সরিয়ে মুখোমুখি হল বালার্কর।

"শোনো, আমি আর কয়েক সপ্তাহ আছি এখানে। ফলে, ডোন্ট ট্রাই টু গেট পারসোনাল। চল অরবিন্দ।"

টেনিসের কিট গুছিয়ে অরবিন্দকে নিয়ে এগিয়ে গেল বালার্ক। সেই দিকে ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে রইল শ্রীবিদ্যা। চশমার ওপারে টলটল করছে চোখ। একটু স্পর্শেই জল গড়িয়ে নামবে। চোখের জল অন্যের জন্য কখন ফেলে মানুষ?

আমি বললাম, "কী রে কাঁদছিস? ধুর, বালার্কটা পাগল। ওর কথা ধরিস না।"

"ধরব না? আচ্ছা, এখান থেকে কেন চলে যাবে ও? আমরা এতটাই খারাপ? আর এখানের সব কাজেই তো ইনভল্‌ভড হয়ে গিয়েছে বেশ। তারপর ও যেতে পারবে? কষ্ট হবে না? ও বুঝতে পারছে না যে,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

প্রথম দিকে ... আত্মমগ্ন ছেলেটা নিজের অজান্তেই সকলের হয়ে উঠেছে? এই কলেজই তো ওকে ট্রান্সফর্ম করল। আর এখান থেকেই ও চলে যাবে?"

আমি আর কী বলব? রামায়ণে লক্ষ্মণের আর ক'টা ডায়ালগ ছিল? শ্রীবিদ্যা আর দাঁড়াল না। মাথা নিচু করে হেঁটে যাওয়া মেয়েটাকে দেখে হঠাৎ সত্যিই রাগ হল বালার্কর ওপর। কেন রণবিজয়কে হারিয়ে ও সকলের হয়ে শোধ তুলতে চায়? কে ও? ও আমাদের কে?

ওই দূরে চারটে গুলমোহর গাছ। তার মাঝ দিয়ে লাল রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে অরবিন্দকে পাশে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বালার্ক। দৃশ্যটা দেখে রাগের ফাঁকফোঁকরে এসে জমা হতে লাগল দুঃখ। এই ক'মাসেই মানুষ এত আপন হয়ে যায়! নবাবপুত্তুর হয়ে যায় প্রিয় বন্ধু!

আমি বালার্ককে ধরব বলে দৌড় লাগালাম। আর এইখান থেকে ওর কাছে পৌঁছনোর ফাঁকে তোমাদের সংক্ষেপে বলে নিই গত পরশু ঠিক কী হয়েছিল।

মেসে আটটা নাগাদ খাওয়া সেরে আমরা হস্টেলে ফিরে এলেও বালার্ক আমাদের সঙ্গে ফেরেনি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কোথায় যাচ্ছিস?"

"একটু টাউনে যাব। প্র্যাকটিক্যাল খাতার পৃষ্ঠা ফুরিয়ে (। তা ছাড়া ফোনের জন্য টপআপ কিনতে হবে।"

"আমার ফোন থেকে কথা বলে নিবি।"

"না, তোরা যা না। অটো ধরে যাব আর আসব।"

এমনিতেই শ্রীপুরম ফাঁকা। আর রাত হলে মনে হয় ফাঁকগুলোকে কারা যেন টেনে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। হস্টেলে ফিরে আমার কেবল মনে হচ্ছিল গুপ্তা আর বালার্কর মারামারির সেই রাতটা। মনে হচ্ছিল, যদি আজও তেমন হয়?

ঘরে এসে পড়তে বসেছিলাম। বা বলা যায় পড়াতে বসেছিলাম বা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

আরো ক্লিয়ারলি বলতে গেলে, দেওয়ালে মাথা ঠুকতে বসেছিলাম। কারণ আমার ছাত্র ছিল ময়ুখ!

ওকে নিয়ে যুদ্ধ করতে-করতে রাত দশটা বেজে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ নীচে একটা গোলমাল শুনে আমি মুখ তুলেছিলাম। ছুটে নীচে গিয়ে দেখি, গেটের কাছে জন্মদিনের পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে বালার্ক। আর ওর থেকে একটু দূরে দুটো মোটর বাইকে রণবিজয় আর গুপ্তার সঙ্গে আরও দু'জন। ওই দু'জনের হাতে পোঁটলা করা বালার্কর জামাকাপড়।

বালার্কর মুখ অপমানে লাল হয়ে ছিল। জড়সড় হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল কোনওমতে। রণবিজয় আমার দিকে জামাকাপড় ছুড়ে দিয়ে বলেছিল, "আজ ইসকা সহি ইন্ট্রো হুয়া হ্যায়। মাঝরাস্তা থেকে এতটা হেঁটে আসতে আশা করি ভাল লেগেছে ওর। অব দেখতে হ্যায় তু কেয়া করতা হ্যায়। হস্টেলে থাকলে সকলের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে হবে। তু ভিআইপি নহি হ্যায়, সমঝা?"

জামাকাপড়ের সঙ্গে টপ-আপ কার্ড আর কাগজও ফেরত দিয়েছিল ওরা। ওসব নিয়ে উপরে এসে বালার্ক চুপচাপ শুয়ে পড়েছিল। আমি আর ওকে ঘাঁটাইনি। তবে বুঝেছিলাম ফেরার পথেই কোথাও ওকে ধরেছিল কওশল।

www.AMARBOI.COM

মাঠের মাঝ বরাবর বালার্ককে এখন ধরলাম আমি। বললাম, "শোন সপ্তাহখানেক পরেই ফার্স্ট সেম শুরু হচ্ছে। আর আড্ডা নয়, পড়বি চল।"

অরবিন্দ বলল, "ঠিক বলেছিস টেনিস তো শেষ পরের দিন। এখন ওসব বাদ দিয়ে মন দিয়ে শেষ পড়াটুকু করে নিই চল। শুনেছি, ম্যাথ্‌সের কোয়েশ্চন বেশ কঠিন হয়।"

কিন্তু ম্যাথ্‌সের চেয়েও কঠিন কিছু অপেক্ষা করেছিল আমাদের জন্য।

হস্টেলে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি, হঠাৎ বসন্ত আর ময়ুখ এসে বলল,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"এই তোদের চন্দরদীপ ওর ঘরে যেতে বলেছে। ও এখনই দু'দিনের জন্য বেঙ্গালুরু যাবে। তার আগে তোরা যে ছ'টা অঙ্ক কষতে দিয়েছিলি, সল্‌ভ হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দেবে। যা তাড়াতাড়ি।"

চন্দরদীপের এটা একটা ভাল গুণ। র‍্যাগিং-ট্যাগিং করলেও, সাহায্য করে। গত চারদিন আগে আমিই গিয়ে অঙ্কগুলো ধরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।

আমি অরবিন্দকে বালার্কর কিটটা দিয়ে বললাম, "তুই এটা উপরে রাখ, আমরা ঘুরে আসছি।"

বালার্ক ময়ূখকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি ডেকেছে তো চন্দরদীপ, নাকি..."

"মাইরি বলছি... কল্যাণও আমাদের সঙ্গে ছিল। তুই ওকে জিজ্ঞেস করতে পারিস।"

আমরা সিনিয়র হস্টেলের দিকে হাঁটা দিলাম। কল্যাণকে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই, ময়ূখ তো মিথ্যে বলবে না। তবে কল্যাণ হঠাৎ পালটে গিয়েছে এখন। সেই রাতে এসে আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল, "তোরা আর মনে কিছু রাখিস না। বালার্ক, শ্রীবিদ্যা তোর। প্রেম তো আর জোর করে হয় না। যা হয়েছে, আমি তার জন্য দুঃখিত।"

সেই রাত থেকে এখন পর্যন্ত আচমকা এই ডিগবাজি খেয়ে দুঃখিত স্ট্যান্ডটা বজায় রেখেছে কল্যাণ। যদিও বুঝিনি কেসটা কী, তবু 'মানুষে ভরসা হারানো পাপ' নীতি অনুযায়ী কল্যাণ এখন আমাদের বন্ধু।

আমরা দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। চন্দরদীপকে ওয়েট করানো ঠিক হবে না।

"কী রে? আবিরদার কাছে যাচ্ছিস?" পিছন থেকে আচমকা কল্যাণের গলা পেলাম।

"অ্যাঁ, আবিরদা? চন্দরদীপ তো ডেকেছে," আমি অবাক হলাম।

"আগে আবিরদার কাছে যা, খুব খুঁজছে তোদের। এখনই যা।"

"কিন্তু চন্দরদীপ তো বেঙ্গালুরুতে..."

"ধ্যাত্‌তেরি, যা না আবিরদার কাছে। হন্যে হয়ে খুঁজছে তোদের,"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

কল্যাণ হাত নাড়িয়ে সুরির দোকানের দিকে দেখাল।

আবিরদা আমার কাছে বরাবর স্পেশ্যাল। ভাবলাম দোকানে ঢুঁ মেরেই তো চন্দরদীপের কাছে যাব, দেরি আর কী হবে?

কিন্তু দেরি হল। সুরির দোকানে আবিরদা ছিল না। সৌগত নামে আর-এক সিনিয়র রিভেরিতে আবিরদার কাছে ধরে নিয়ে গেল আমাদের। আর সেটাই কাল হল। আবিরদা টালমাটাল অবস্থায় বসেছিল ওখানে। বলল, "ডেকেছিলাম তোদের? মনে নেই তা," তবে আমাদের ছাড়ল না, বরং চেপে ধরল। আমার টাকা ফেরত দিল। আমাদের খাওয়াল। তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলল। বলল, ওর ছোট ভাই ছিল। সে নাকি আজকের দিনেই মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। বলল, "ম্যাওম্যাও তোকে একদম আমার ভাইয়ের মতো দেখতে।"

এসব নানা কথায় সন্ধে হয়ে গেল। আমরা ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে সিনিয়র হস্টেলে গিয়ে দেখলাম চন্দরদীপ চলে গিয়েছে। আর তারপর জুনিয়র হস্টেলে ফিরে যা শুনলাম তা যথেষ্ট উদ্বেগের। চন্দরদীপ খুঁজতে এসেছিল আমাদের। আর খুঁজে না পেয়ে ভীষণ রেগে গিয়েছে। বলে গিয়েছে, ওকে অপেক্ষা করানোর ফল পেতে হবে আমাদের। আবিরের সঙ্গে বাঙালি ব্রিগেড তৈরি করে গ্রুপবাজি করা বের করে দেবে।

তবে আসল খবরটা দিল রুচির। বলল, "চন্দরদীপ এখানে একা আসেনি কিন্তু, কওশলকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। অব তুমলোগ বচকে রহিও বঙ্গালি।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

১৫

বচ কে রহিও বঙ্গালি! কিন্তু কে বাঁচাইবে বঙ্গালিরে? সকলেই যে নিজের-নিজের জান ও মান বাঁচাইতে ব্যস্ত। না, এবার আর সিনিয়রদের হাত নেই এই জান-মানের বিপন্নতায়। বরং হাত রয়েছে ইউনিভার্সিটির। কারণ প্রথম সেমেস্টার সমাগত। অর্থাৎ আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দৌড়ের প্রথম হার্ডল পেরতে হবে আমাদের।

গোটা ক্যাম্পাস হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেল এক সঙ্গে। বন্ধ হয়ে গেল সেই আন্টিস শপের আড্ডা, সুরির দোকানের ভিড় বা রিভেরিতে মদের ঠেক, বন্ধ হয়ে গেল যখন-তখন ঘুরে বেড়ানো আর হইহল্লা। সিনিয়ররা সকলে হঠাৎ বদলে গেল যেন। যেন আমাদের চেনেই না তারা। যেন কোনও দিন দেখেইনি। গুড মর্নিং বললেও তারা উত্তর দিচ্ছে না। গুড মর্নিং না বললেও কিছু বলছে না। এমন ভাব করছে যেন আমরা 'নেই'।

এতে সুবিধে হল একটা। আমরা নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করতে পারলাম। মেকানিক্স, কেমিস্ট্রি, ইলেকট্রনিক্স আরও নানা সাবজেক্টের ভিতর ঘুরপাক খেতে লাগলাম প্রাণপণ। ভাল করতেই হবে সকলকে।

তারপর এল। সকাল আর দুপুর, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একদিন দু' দিন অন্তর ধেয়ে আসতে লাগল এক-একটা পেপার। দিনরাত এক করে আত্মস্থ করা জ্ঞান উজাড় করার চেষ্টা করলাম আমরা।

কিন্তু রুচিরের সেই সাবধানবাণীর কী হল? চন্দরদীপের রাগ, বাঙালিদের নিয়ে গ্রুপবাজির অভিযোগ। তারই বা কী হল?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

তলায় সেসব কি চাপা পড়ে গেল একদম?

না, তেমন ভাগ্য আমাদের নয়। কারণ তলায়-তলায় আমাদের জুনিয়র হস্টেলে একটা কথা চাউর হল যে, বালার্ক আর সরসিজের দুর্দিন আসছে। আমাদের দু'জনের ওপর নাকি যখন তখন অ্যাকশন হতে পারে। আর যা অ্যাকশন হবে তা নাকি শ্রীপুরমের র‍্যাগিংয়ের ইতিহাসে অনন্য।

প্রপাগান্ডা চিরকালই এক শক্তিশালী অস্ত্র। আর তার ঘায়ে বালার্ক না টসকালেও আমি টসকালাম। একবার বসন্তকে একবার রুচিরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, এসব কে বলেছে ওদের? ওরা সঠিকভাবে বলতে পারল না কে বলেছে, তবে বলল যে, এটা নাকি সকলে জানে। কিন্তু চন্দরদীপ বা রণবিজয় যদি সত্যি কিছু করবে ভাবে তা হলে করছে না কেন? মেসে খাবার সময় দেখা হলেও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন? না, কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি।

ম্যাথ্‌স পরীক্ষার আগের রাতে বিকাশের কাছে শুনলাম, আমায় আর বালার্ককে নাকি আলাদা-আলাদা ভাবে মারা হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে বলল তোকে?"

"সকলেই জানে। তা ছাড়া আজ মেসে শুনলাম। ম্যাওম্যাও সাবধানে থাকিস।"

"হ্যাঁ সাবধানে থাকিস তোরা, কোথা থেকে যে কী হয়ে যাবে বলা যায় না," কল্যাণ গম্ভীর মুখে বলল।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, অঙ্ক গুলিয়ে ইতিহাসের মতো লাগছে। এমন 'মার খেলাম,' 'মার খেলাম' নিয়ে কি আর পরের দিন সকালে পরীক্ষা দেওয়া যায়?

বললাম, "এই কল্যাণ, সিনিয়রদের করে ঝামেলা মিটিয়ে নিলে হয় না?"

"যেচে ক্যালানি খেতে যাবি?" কল্যাণ মাথা নাড়ল, "যাস না, কওশল কিন্তু ব্যাপক খচে আছে। পুরো বাঁশ দিয়ে দেবে।"

"ভাগ," বালার্ক অঙ্কের খাতা মুড়ে রেখে বলল, "বাঁশ দেবে, না?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমাদের বাঁশ দেবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব? আমিও বাঁশ দিয়ে রেসিপ্রোকেট করব। শালা।"

কিন্তু এসব শোনার মতো অবস্থায় আমি ছিলাম না। সলিড জিওমেট্রি, লগ আর ইন্টিগ্রেশনের ফাঁক দিয়ে কওশল আর চন্দরদীপ উঁকি মারছিল।

রাতে শোয়ার আগে বালার্ক বলল, "ফালতু চাপ নিস না, আমি আছি।"

আমি বললাম, "আছিস মানে? থাকবি আমাদের সঙ্গে?"

"না না," বিব্রত লাগল বালার্ককে, "ফার্স্ট সেম পর্যন্ত থাকব, তার বেশি নয়। বেঙ্গালুরুর কলেজ কত ভাল। মানে... হঠাৎ থাকব কেন এখানে? কী আছে ....মানে.."

"কেন? আমরা আছি। এই কলেজও ভাল। শ্রীবিদ্যা আছে। তাও থাকবি না?"

বালার্ক নিজের মাথার কাছের আলো নিভিয়ে বলল, "টেনিস ফাইনালের সকালে বাবা আর মা আসবে। ট্রান্সফারের পেপার ওয়ার্কস কমপ্লিট করতে হবে। তবে, তোর সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে আমার।"

"কিন্তু শ্রীবিদ্যা? ও তোকে এত পছন্দ করে, তার কোনও গুরুত্ব নেই?"

বালার্ক দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে বলল, "রাত করিস না। কাল পরীক্ষায় গন্ডগোল হবে। ঘুমিয়ে পড়। ভাল-ভাল স্বপ্ন দ্যাখ।"

ঘুম তো আমার বাবার চাকর নয় যে হুকুম করব আর চোখে এসে থাল-পিঁড়ি পেতে বসবে। বরং একদিকে কওশলের ভয় আর অন্যদিকে বালার্কর চলে যাওয়া আমার মনের মধ্যে লন টেনিস খেলতে লাগল আর বেচারা অঙ্ক-পরীক্ষা সাইড লাইনে দেখতে লাগল সেই খেলা। রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন যে, প্রশ্ন এসেছে, কওশলের রুট ওভার কত! আর বাঁশকে বালার্ক দিয়ে ভাগ করলে কত হয়!

তবে স্বপ্ন স্বপ্নই আর বাস্তব হল সঞ্জয় দত্তর ছবি। এসব পেরিয়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

অঙ্ক পরীক্ষা দিলাম। রমন স্যারের ইলেকট্রনিক্সও দিলাম। এমনকী শেষ লিখিত পরীক্ষা, মানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স, তাও দিলাম।

পর হল থেকে বেরিয়ে দেখলাম, আকাশে মেঘ করে এসেছে বেশ। দূরের ছোট-ছোট পাহাড়ের পিছন থেকে মেঘের দঙ্গল এগিয়ে আসছে ক্যাম্পাসের উপরের আকাশের দখল নেবে বলে। ভাবলাম বৃষ্টি আসার আগেই হস্টেলে ফিরতে হবে। কিন্তু বাধা পেলাম। কলেজের বারান্দা থেকে মাঠে নামার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আবিরদা। পরণে লাল শার্ট আর জিন্‌স। ভুরুটা কুঁচকে রয়েছে। আমায় দেখে বলল, "কী রে আজকাল আমায় এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন?"

"এড়িয়ে যাচ্ছি? না তো?" আমি আবার অ্যাক্টিং শুরু করলাম। আসলে কথাটা ঠিক। রুচিরের সাবধানবাণীর পর থেকে আবিরদাকে একটু এড়িয়েই থাকতে শুরু করেছি আমি। আমাদের একসঙ্গে ঘুরতে দেখে যে বাঙালি ব্রিগেডের অপবাদ দেওয়া হচ্ছে সেটা ঘোচাতেই আমার এই এড়িয়ে যাওয়া। আসলে, আমার পয়েন্টটা স্পষ্ট। পড়াশোনা করতে এসেছি আমি। আমার ফোকাস তাতেই সীমাবদ্ধ। তাই যত কষ্টই হোক, আবিরদার সঙ্গে দূরত্ব রাখাই শ্রেয়।

আবিরদা বলল, "আমায় তুই কী ভাবিস? শালা, সব ভুলে গিয়েছিস? কে কী বলছে তাই নিয়ে তুই আমায় দেখলে মুখ ঘোরাচ্ছিস! কেন? কেন এমন করছিস তুই?"

আমি উত্তর দেওয়ার আগে থমকালাম। দূরে দাঁড়িয়ে . প এদিকে তাকিয়ে আমাদের দেখল একবার, তারপর হেঁটে গেল হস্টেলের দিকে। সেরেছে। আবিরদার সঙ্গে আর কথা বলা যাবে না।

আমি বললাম, "আসি আবিরদা।"

"উত্তর না দিয়ে যাবি না শালা," . আচমকা কলারটা ধরল আমার।

"ছাড়ো, আবিরদা," আমি সরে আসতে চাইলাম।

আবিরদা হঠাৎ ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল গালে। মারের ওজনটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

এমন যে, আমি সিঁড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আবিরদা দাঁত চেপে বলল, "স্যার বল আমাকে, স্যার। আয়্যাম ইওর সিনিয়র। আবিরদা বলবি না আর, বুঝেছিস?"

আমি মাথা না তুলেও বুঝলাম মেঘের দামাল জোট এসে দখল করেছে ক্যাম্পাসের উপরের আকাশ। আবিরদা চলে গেলে আমি উঠলাম সিঁড়ি থেকে। বাঁ গালটা এমন টনটন করছে যেন অ্যাটম বোমার পরীক্ষা হয়েছে ওখানে। আর মারটা গালের চেয়ে বেশি লেগেছে বুকে। আবিরদা তো নিজেও জুনিয়র ছিল একসময়। শাঁখের করাতের প্রবলেমটা কি একটুও বোঝে না?

মনমরা হয়ে মাঠে পা দিতেই শুনলাম আর-একটা গলা, "মেরে বদমাশটার অ্যানাটমি চেঞ্জ করে দিলে ভাল হত।"

আমি মুখ তুললাম। দেখলাম চার-পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে তোড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটু দূরে। চোখ মুখ যেন জ্বলছে। পারলে অ্যানাটমি বদলের দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়।

কিন্তু অমন মেঘের নীচে আগুনের মতো রূপ দেখে আমি জমে গেলাম। হৃদ্‌পিণ্ডের দু'-চারটে ভাল্‌ভ বন্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ। মাটিতে কম্পন দেখা দিল। কলেজ বিল্ডিং টলে গেল একটু।

তোড়ি বলল, "মিটমিটে শয়তান একটা। শয়তান আর ভিতু। কেন যে আরও মারল না! ইস।"

আমি আবার মাথা নিচু করলাম। কী হবে ঝগড়া করে? রণবিজয় যে পরিখা কেটে দিয়েছে তোড়ির চারদিকে! আর তোড়ি তো নিজেও সকলের সামনে রণবিজয়কে...ধুর। হঠাৎ বড় রাগ হল আমার। অক্ষম লাগল নিজেকে। এ কীরকম বেঁচে থাকা? সবসময় ভয়, টেনশন। তার উপর দাদার মতো আবিরদা ভুল বুঝল, হয় সেই তোড়ি ভুল বুঝল। কপালে মার খাওয়ার ফাঁড়া নাচছে! এ কি বেঁচে থাকা? ভাবলাম বালার্ককে বলি, "ভাই, আমাকেও তোর সঙ্গে নিয়ে চল।"

আমি তোড়ির কথার উত্তর না দিয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম হস্টেলের দিকে। শুনলাম আমায় শুনিয়ে তোড়ি বলছে, "রণবিজয়

Downloaded From : www.MonerSathe.com

হচ্ছে রিয়েল ম্যান। হাঙ্ক। আর আর-একজন হল ডরপোক। আর শুধু ডরপোক নয়, মূর্খও। একটা প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তর আজও দিতে পারেনি, রাবিশ।”

মানে [illegible] জিনিস। মানে বাজে। মানে...আমি। মনমরাভাবে দিনটা কাটল আমার। ঘরে বসে শুনলাম বিরাট আওয়াজে বাজ পড়ছে। তুমুল বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। তবু জানলা খুলে বাইরে তাকালাম না। এর মাঝে অরবিন্দ এসে আমায় চিয়ার আপ করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বসন্ত এসে দু’-চারটে জোক্‌স বলল, তাও ভাল লাগল না। ময়ূখ এসে বলল, “তোর কী ইচ্ছে, পরীক্ষায় প্রশ্ন কতটা সোজা হোক?”

আমি ভাবলাম বলি, আমার ইচ্ছে তোর গলা টিপে তোকে চুপ করাই। কিন্তু কিছু বললাম না।

ময়ূখ তখন বলল, “শোন না, আজ অরবিন্দের সঙ্গে টিপ-টিপ খেলায় আমিই জিতব। দ্যাখ, এই দুটো পাথর এনেছি।”

আমি অনিচ্ছার সঙ্গে দেখলাম ময়ূখের হাতে খুব সুন্দর দুটো গোলাপি পাথর। ও বলল, “ঝরনার ওখান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আর-একটা কথা তোকে বলার ছিল, শুনবি?”

“ওফ,” আমি আর পারলাম না, “মারব শালা, তখন থেকে বোর করছিস! ভাগ এখান থেকে। একা থাকতে দে আমায়।”

ময়ূখ তবু বলল, “একবার শুনলে পারতিস। ঝরনার ধারে পাথর কুড়োতে গিয়ে...”

আমি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে মারমুখী হয়ে [illegible], “বেরো এখনই, না হলে শালা কেলিয়ে পাট করে দেব।”

ময়ূখ ভয় পেয়ে দরজার কাছে সরে গেল। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, “শুনলে ভাল করতিস। ওখানে যা...”

“ভাগ,” আমি টেবিল থেকে স্টিলের স্কেলটা তুললাম। ময়ূখ বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ময়ূখের কথা না শুনে যে আমি ভুল করেছি সেটা বুঝলাম দু’দিন পর।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

১৬

ওয়েল্ডিং রডটা কোনায় ফেলে লোহার টুকরোটায় আমার নাম আর রোল নম্বরের ট্যাগ লাগিয়ে স্যারের সামনে জমা দিতে না দিতেই বেল পড়ে গেল।

আমার ছোটখাটো দুর্বল চেহারায় শেষ দু' ঘণ্টা মনে হচ্ছিল দু' হাজার বছর। প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা তো নয়, যেন ষাঁড়ের লড়াই। তিন মিলিমিটার মোটা মাইল্ড স্টিলের প্লেট হ্যাকসো দিয়ে কাটা সোজা, না ফাইল ঘষে পারফেক্ট ফিটিংটা সোজা? তারপর ওয়েল্ডিং। একটু অসাবধান হয়েছ কী ওয়েল্ডিং-এর ফ্ল্যাশ লেগে চোখের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। টেমপোরারি অন্ধ করে দেবে দু' তিনদিন।

তাই পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার পর মনে হল ক্লান্তিতে এবার অজ্ঞান হয়ে যাব আমি। দুটো হাত ব্যথা হয়ে আছে আমার। মনে হচ্ছে জ্বরটা আবার ফিরে আসছে। আসলে গতকাল রাত থেকে সামান্য জ্বর এসেছে আমার। বৃষ্টির জন্য হঠাৎ দু'-একদিন ঠান্ডা পড়ায় কেলেঙ্কারিটা হয়েছে।

"তোমার জ্বর হয়েছে? দেখি," ওয়ার্কশপ থেকে মাঠে নামামাত্র তোড়ি এসে দাঁড়াল সামনে। আর শুধু দাঁড়ালই না হাত বাড়িয়ে আমার কপাল ছুঁয়ে দেখতে চাইল জ্বর রয়েছে কিনা!

কিন্তু সে সুযোগ আর তোড়িকে দিলাম না । তড়াক করে পিছনে সরে গিয়ে বললাম, "প্লিজ, তোমায় আর কনসার্নড হতে হবে না!"

"মানে?" তোড়ির সুন্দর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল নিমেষে।

"কেন জিজ্ঞেস করছ আমি কেমন আছি? কী দরকার তোমার? সকলের সামনে এমন নাটক করার মানে কী?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

"কী বলছ তুমি?" তোড়ির ভুরুর উপর আরও মেঘ জমল।

আমি দেখলাম আমার পিছনে বালার্ক, রুচির, কল্যাণ, ময়ূখ, বিকাশ, বিজয়, বিশ্বদীপ সব জমা হয়ে গিয়েছে। ভিড়টা দেখে হঠাৎ আমার ভিতরের রাগটা যেন উস্‌কে উঠল আরও। বললাম, "যাও না, যাও রণবিজয়ের কাছে, চুমু খাও, গলা ধরে ঝোলো। আমার জ্বর হল না কলেরা হল, তা দেখে তোমার কী লাভ? দ্যাখো তোড়ি, তুমি যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছ আমায়, আর নাটক কোরো না।"

"নাটক?" তোড়ি অবাক হল।

"নাটকই তো। কে আমি? আমি ডরপোক, আমি মূর্খ। কেন আমার কাছে এসেছ? যাও, রণবিজয়ের কাছে যাও।"

তোড়ির দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি ছুড়ে আমি হাঁটা দিলাম। তবে বুঝলাম, ভুরুর উপর জমা মেঘ থেকে বৃষ্টি নেমেছে ওর চোখে।

খুব দিয়েছি আজ তোড়িকে। সকলের সামনে প্রাণপণ কথা শুনিয়েছি। কিন্তু এ কী, আমার তো বুকের ভার নেমে যাওয়ার কথা, তা তো হল না, বরং কষ্টটা যেন বাড়ল আরও। এই শেষ বিকেলে, দেবদারু গাছের সবুজ সারি, পাহাড়ে ঢাল আর চকিত বসন্তের হাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ওই দুঃখী মুখের মেয়েটাকে অপমান করে মনটা তো রাগ মেটাতে পারল না! এত কষ্ট হচ্ছে কেন আমার? ও তো জ্বর দেখতে চেয়েছিল আমার, আমি এমন...

"গাধার মতো কাজটা করলি তো!" আমার মনের ভিতরের শূন্যস্থানটা এবার বালার্ক পূরণ করে দিল।

আমি থমকে গেলাম। ভিতরের অস্বস্তিটা প্রকাশ . না। বরং উলটে বললাম, "ফালতু জ্ঞান দিবি না বালার্ক।"

"একশোবার দেব। শালা তুই একটা জানোয়ার। মেয়েটাকে কাঁদালি তো। দ্যাখ তো দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ছিঃ ছিঃ। যেসব ছেলেরা মেয়েদের দুঃখ দিয়ে কাঁদিয়ে নিজের ক্ষমতা . করে তারা অমানুষ হয়। বুঝেছিস? কোনও সমস্যা থাকে দাঁড়িয়ে কথা বল। ফেস কর। না, তুই চিৎকার করে পালিয়ে এলি? পালিয়ে গেলে হবে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"তা হলে তুই পালাচ্ছিস কেন?" আমি বালার্কর দিকে সরাসরি প্রশ্নটা ছুড়লাম।

"মানে?"

"খুব কঠিন প্রশ্ন করলাম কি? এই যে বেঙ্গালুরু যাবি এই সমুদ্রম ইনস্টিটিউট ছেড়ে, তা পালানো নয়? আগে নিজের দিকে তাকা, তারপর অন্যকে পরামর্শ দিবি।"

"ছাড় তো, ফালতু লাফড়া কিঁউ করতে হো তুমলোগ? চল, টাউনে যাওয়া যাক আজ," রুচির এসে আমাদের দু'জনের পিঠে হাত রাখল।

"আমি যাব না," রাগের গলায় বললাম আমি, "আমার শরীর ভাল লাগছে না।"

"শুয়ে থাকলে আরও খারাপ লাগবে শরীর। চল না," রুচির ঠেলল আমায়।

আমি বললাম, "ঠিক আছে চল। আমার মোবাইলে টাকাও নেই আর। মাকে একটা এসটিডি করে দিই আর টিকিটও নিয়ে আসি।"

প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আমাদের। চারদিন পর শুধু কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালটা বাকি আছে। তার পরের দিন টেনিস ফাইনাল। ফাইনালের পরের সকালে বেঙ্গালুরু ফিরব আমরা। তারপর সেখান থেকে ট্রেন ধরব।

পোস্ট অফিস মাঠের পাশে একজন ট্র্যাভেল এজেন্ট আছে। তার কাছেই আমরা টিকিট কাটতে দিয়েছি। গতকাল ও ফোন করেছিল হস্টেলে, টিকিট হয়ে গেছে। যদি পরে আরও জ্বর বাড়ে তাহলে আর টিকিট আনা যাবে না। আজ যত ক্লান্তিই লাগুক টিকিটটা এনে রাখলে সুবিধেই হবে।

আমি রুচিরের সঙ্গে এগোলাম। ভেবেছিলাম বালার্কও যাবে, কিন্তু আমার কাছে ঝাড় খেয়েই বোধহয় আর গেল না। অবশ্য হস্টেলেও ফিরল না, দেখলাম পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্য এবার গড়াতে শুরু করেছে পাহাড়ের পিছনে। অদ্ভুত সুন্দর

Downloaded From : www.MonerSathe.com

হাওয়া দিচ্ছে। দূরের দেবদারু বনের থেকে শব্দ ভেসে আসছে একটা। আচ্ছা, এটাকেই কি মর্মর বলে?

পোস্ট অফিসের কাছাকাছি পৌঁছনোর পরেই গন্ডগোলটা বাধল।

"ওয়ে ম্যাওম্যাও, শালে শুন ইহা পে," বাঁজখাই গলার আওয়াজে সারা শরীর কেঁপে উঠল আমার। রণবিজয় কওশল।

আমরা হাইওয়ে ধরে হাঁটছিলাম। তারই বাঁদিকে বিশাল বড় একটা মাঠ। সেই মাঠের এক কোনায় বড় জলের ট্যাঙ্ক। এখান থেকে সারা শ্রীপুরমে জল সরবরাহ হয়। এই বিশাল জল-ট্যাঙ্কির তলায় সিনিয়ররা আড্ডা মারে। আমরা বিশেষ যাই না ওখানে। আজ সেখান থেকেই রণবিজয় ডাক দিয়েছে আমায়।

আমি ভয়ে-ভয়ে ওইদিকে পা বাড়ালাম। রুচিরও এল আমার সঙ্গে। কিন্তু রণবিজয়ের কড়া ধমকে চার পায়ের বেশি এগোতে পারল না। ওর গলায় এমন হিংস্রতা ছিল যে, রুচির দ্রুত অ্যাবাউট টার্ন করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অর্থাৎ, এবার আমি একা।

জল-ট্যাঙ্কির পায়ের কাছের কাঁটা ঝোপ পেরিয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম ওদের সামনে। ওদের মানে রণবিজয়, গুপ্তা, চন্দরদীপ, বৈদভী, মহেশবাবু আর দু'জন লোকাল ছেলের সামনে।

"কেয়া রে, শুনলাম তুই আর তোর বন্ধু নাকি দাদা হয়ে গিয়েছিস? আমাদের নাকি আর পাত্তা দিস না? আমাদের নাকি খিস্তি দিয়েছিস?"

"অ্যাঁ? নো স্যার," আমার পায়ের তলার মাটি কাঁপতে লাগল। এই রে, জল-ট্যাঙ্কিটা ভেঙে আমার মাথায় পড়বে না তো!

"না স্যার!" কওশল উঠে এল আমার সামনে। মদের গন্ধ এসে ঝাপটা মারল আমার নাকে। কওশল বলল, "ঠিক হ্যায় ছোড়। কোই বাত নহি। দাদা যখন হয়েছিস তখন ডেয়ারিংওলা কাম তো করনা পড়েগা। কিঁউ?"

এই কিঁউ-এর লক্ষ্য কিন্তু আমি নই। ট্যাঙ্কির নীচে বসা ওর পারিষদরা সমস্বরে হীরক রাজার সভাসদদের মতো বলল, "ঠিক, ঠিক।"

আমি যেন শুনলাম 'টিক-টিক'। কোথায় যেন টাইমবোমা রাখা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আছে! কওশলের হাতেই যেন তার বিস্ফোরণের সময় বাঁধা!

"চড় যা ফির। নে উঠে পড়। দেখা, দাদা হওয়ার মতো দম আছে কি না," কওশল এমনভাবে পিঠে মারল আমায়, মনে হল, পিঠ আর বুক নিজেদের জায়গা ইন্টারচেঞ্জ করে নেবে।

আমি কাঁপা গলায় বললাম, "কোথায় উঠব?"

"চনে কে ঝাড় পে নহি। এই ট্যাঙ্কের মাথায় ওঠ। একটা কাক বৈদভীর রুমাল নিয়ে গিয়ে এই জল ট্যাঙ্কির মাথায় ফেলেছে। যা উঠে গিয়ে নিয়ে আয়।"

আমি সিঁড়িটাকে দেখলাম। কমসে কম দশতলা উঁচু ট্যাঙ্কে ওঠার জন্য যে সিঁড়িটা রয়েছে তাকে সিঁড়ি না বলে সিঁড়ির স্মৃতি বলা ভাল। জং-ধরা, নাটবল্টু খোলা আর জায়গায় জায়গায় ভাঙা। এ জল-ট্যাঙ্কে ওঠার সিঁড়ি নয়, আমার স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি। আমি কওশলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও সিরিয়াস। "উঠ যা। ডরতা কাহে বে? ভয় পেলে হবে? তোর রুমির সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছে না? ওঠ শালা," গুপ্তা একটা ছোট ইটের টুকরো ছুড়ে মারল আমার দিকে। আঃ। চোখের নীচে লাগল ইটটা। মনে হল মাথায় বোমা পড়েছে। যন্ত্রণায় মুখ ঢেকে বসে পড়লাম আমি।

"কী করছিস গুপ্তা?" বৈদভী দৌড়ে এল আমার দিকে, "কী ম্যাওম্যাও ব্যথা লেগেছে?"

আমি কোনওমতে তাকালাম বৈদভীর দিকে। মায়াময় মুখ। যাক, ও অন্তত... কিন্তু না। মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে হঠা- বৈদভী সরু-সরু আঙুল দিয়ে খিমচে ধরল আমার চুল। হিসহিসে গলায় বলল, "ওঠ, না হলে আন্ডার প্যান্ট পরিয়ে গার্লস হস্টেল পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাব," তারপর আচমকা লাথি মারল আমার ., "আমার পায়ে চুমু খাবি না, না? আর তোড়ির পিছনে ঘুরে বেড়াবি?"

"উঠ যা, নয় তো এমন মারব," ক শল কলার ধরে তুলল আমায়, "বঙ্গালি ব্রিগেড, এবার দ্যাখ কী করি তোর সঙ্গে। চল।"

চোখের নীচটা ফুলে গিয়েছে আমার। তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও

Downloaded From : www.MonerSathe.com

এগোলাম আমি। নড়বড়ে সিঁড়িটাকে ধরলাম। মায়ের মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। বাবার কথা মনে পড়ল। দেখলাম ট্যাঙ্কের অনেক-অনেক উপরে চক্কর মারছে চিল। আমি বললাম, “বন আপেতি,” তারপর উঠতে লাগলাম। নড়বড়ে সিঁড়ি ঝনঝন করছে। মরচে খসে পড়ছে। মনে হচ্ছে, গোটা ট্যাঙ্কটাই দুলছে যেন। যেন মাথা নেড়ে উঠতে বারণ করছে। তবু অবাধ্য ছেলের মতো উঠতে লাগলাম আমি।

“নেমে আয় সরসিজ, উঠবি না। নেমে আয়,” ফুট দশেক ওঠার পর আচমকা চিৎকার শুনলাম একটা। আমি মুখ ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে ব্যালেন্স হারালাম। দুর্বল শরীর সামলাতে পারল না। ধপ করে নীচের ঝোপে পড়লাম। তার ভিতরেই দেখলাম, একটা সাইকেল নিয়ে প্রাণপণে এইদিকে আসছে বালার্ক।

প্রথম মারটা খেলাম গুপ্তার থেকে। তারপর মন্দিরের ঘণ্টা পেটার মতো করে মারল চন্দরদীপ, বৈদভী, মহেশবাবু আর কওশল। বালার্ক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ তো আর ধর্মেন্দ্রর ছবি নয়, একা হাতে গব্বরের দলকে নিকেশ করবে। ফলে বালার্কও মার ভাগ করে নিতে লাগল আমার সঙ্গে।

হাত পা দিয়ে মার ঠেকাবার চেষ্টা করতে-করতে শুনলাম ওরা বলছে, “বঙ্গালি গ্রুপবাজি করছিস? আমরা ডাকলে আগে আবিরের কাছে যাচ্ছিস! চন্দর তোদের জন্য অঙ্ক করে রাখছে আর তোরা... দ্যাখ বালার্ক, আজ তোর রুমিকে কেমন ক্যালাই। দ্যাখ...” মারের চোটে একসময় সব আবছা হয়ে এল। আমার পাশে শুয়ে বালার্কও [illegible]পাচ্ছে। আমি সব বুঝতে পারছি কিন্তু রিঅ্যাক্ট করতে পারছি না।

হঠাৎ দেখলাম, একটা লোকাল ছেলে এগিয়ে এসে আমার হাতের অনামিকার থেকে পান্নার আংটিটা খোলার চেষ্টা করছে। এ তো ডাকাতি। আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ছেলেটা বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখের নীচের ফোলা জায়গায় চেপে ধরল। জীবন কোথা দিয়ে বেরোয় তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি।

“ছোড় ইসে,” কওশল ছেলেটাকে আচমকা ছাড়িয়ে নিল আমার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

থেকে। বলল, "তোরা হাত দিবি না ওদের গায়ে। খবরদার আমাদের কলেজের ছেলেদের গায়ে হাত দিবি না।"

"আরে সোনার আংটি আর টাকাপয়সা নিতে দে," ছেলেটা কওশলকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ফলে আচমকা কওশলকে ধাক্কা মেরে আমার ওপর ঝাঁপাতে গেল ও। কওশল প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে ছেলেটাকে ধরে থাপ্পড় মারল একটা তারপর ঘাড় ধরে ঠেলে দিয়ে বলল, "তোরা দু'জন ভাগ। না হলে শালা জানে মেরে দেব। আমাদের কলেজের ছেলেদের গায়ে খবরদার বাইরের কেউ হাত দেবে না। ভাগ।"

লোকাল ছেলে দুটো দাঁত চেপে খুব খারাপ গালি দিল একটা। বলল, "দেখে নেব শালা," তারপর চলে গেল।

এরপর আবার কয়েক ঘা পড়ল আমাদের ওপর। সবশেষে কওশল আমার কোমরে লাথি মেরে বলল, "ধেয়ান রাখখিও, কলেজে ... করবি না। গ্রুপবাজি করবি না। করলে শালা হাত পা ভেঙে রেখে দেব।"

আমার শরীরে কোনও জোর নেই। মনে হচ্ছে আমার শরীরই নেই। ওদের চলে যাওয়াটুকু ঘাসের ওপর শুয়ে দেখতে-দেখতে দৃশ্য ক্রমে ঝাপসা হয়ে এল। যন্ত্রণায় গুলিয়ে উঠল গা। উপরের চিলরা কি নেমে এল নীচে? কে তুলল আমায়? এটা কার গলা?

ঘুম? আমি কোথায়? কলকাতায়? এত অন্ধকার কেন? অন্ধকার... ভবিষ্যৎ অন্ধকার.. মামা... মা...

"ম্যাওম্যাও, কষ্ট হচ্ছে?" দূর, বহুদূর থেকে ভেসে আসা গলার স্বরে চোখ মেললাম আমি। আবছা ঘরে এটা কে? আবিরদা? আমি অস্ফুটে বললাম, "স্যার, আপনি আমায় বাড়ি নিয়ে যাবেন? ..."

"স্যার নয়, আবিরদা বল। আমি তোর আবিরদা। চুপ কর, কথা বলিস না।"

কথা? আমি আবার ডুবে যাচ্ছি। তবু শেষ মুহূর্তে আবছাভাবে শুনলাম কে যেন বলছে, "আমি এতবার কথাটা বলতে চাইলাম...কিন্তু শুনল না...এখন যে..." শূন্যস্থান পূরণ করল অন্ধকার। মামার ভবিষ্যৎবাণী।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

১৭

জ্বর কমে গিয়েছিল আজ সকালেই কিন্তু ক'দিন পরে প্রথম এই সন্ধের মুখে আমি হস্টেল থেকে বেরোলাম। বাঁ হাতের সামনের দিকে এখনও ব্যান্ডেজ করা। ডান পায়ের গোড়ালিতেও ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা। হালকা একটা ফোলাও আছে তবু হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না। এই দু'-তিন দিন শুয়ে-শুয়ে মেরুদণ্ডে প্রায় বটগাছ বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল, তাই সকালে জ্বর কমে যাওয়ায় আজ আর থাকতে পারিনি, বালার্ক আর আবিরদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি। কাছের পাহাড়ি নদীর ওখান থেকে ঘুরে আসব একটু।

নদী অবধি পৌঁছনোর মধ্যে এই কয়েকটা দিনের কিছু হাইলাইট্স তোমাদের দিয়ে দিই। প্রথম ঘটনাটা ঘটে মার খাওয়ার পরদিন সকালে। আটটা নাগাদ হঠাৎ আমার ঘরে উপস্থিত হন শিবযোগী স্যার। আমার সঙ্গে তখন বসন্ত আর অরবিন্দ ছিল।

শিবযোগী আমার এই অবস্থা দেখে বলেছিলেন, "শু তুমি ট্যাঙ্কে না কোথায় যেন উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলে?"

"না স্যার..." অরবিন্দ উঠে দাঁড়িয়েছিল।

"ইউ শাট আপ," অরবিন্দকে চুপ করিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরেছিলেন শিবযোগী, "শোনো চক্রবর্তী, তোমার সার্কাস বন্ধ করো। জল-ট্যাঙ্কে উঠতে গিয়েছিলে কেন? এর চেয়েও বিরাট কিছু হতে পারত। তখন তো মিডিয়া-ফিডিয়া এ র‍্যাগিং হচ্ছে বলে আমাদের ইনস্টিটিউশনের বদনাম করবে। আর কখনও এসব করবে না, বুঝেছ? ভাল করে রেস্ট নাও।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, "কিন্তু স্যার, রণবিজয় আমার এমন অবস্থা করেছে। ওর সঙ্গে গুপ্তা, মহেশবাবু আর বৈদভীও ছিল।"

"চুপ করো," শিবযোগী দাঁত চেপে বলেছিলেন, "শোনো, কী হয়েছে তা নিয়ে একটা কথা বলবে না। রণবিজয়দের সঙ্গে আমি কথা বলে নেব। আর ওরা এমন করবে না। এতদূরে পড়তে এসেছ, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। র‍্যাগিং নিয়ে হইচই একদম নয়। এতে না কলেজ, না তোমার, কারও ভাল হবে না। শোনো, ট্যাঙ্কে আর উঠো না। যা বললাম মাথায় রেখো।"

শিবযোগী চলে যাওয়ার পর অরবিন্দ আর বসন্ত হইচই করার চেষ্টা করলেও আমি বুঝেছিলাম লাভ হবে না কোনও। এই ধরনের কলেজগুলোয় এন্ট্রান্স টেস্ট দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হলেও, অনেক স্টুডেন্ট ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে ম্যানেজমেন্ট কোটায় ভর্তি হয়। তাই র‍্যাগিং নিয়ে যদি হইচই হয়ে একটা কেচ্ছা হয় তবে লাখ-লাখ টাকার লোকসান।

এরপর প্রিন্সিপাল স্যারও আসেন আমার ঘরে। শিবযোগী স্যারের মতো রূঢ়ভাবে না হলেও ওঁর বক্তব্যও ছিল এক, অর্থাৎ চেপে যাও বাবা। তবে তার সঙ্গে কনসোলেশন গিফ্‌টের মতো ছিল একটা আশ্বাস, "ইউ ডোন্ট ওরি, কওশলি, গুপ্তা অ্যান্ড আদারস উইল বি ওয়ার্নড। ওদের আর্থিক জরিমানাও করব। টেন থাউজ্যান্ড ইচ। ডোন্ট ওরি।"

টাকা জরিমানা? তাও তো ঢুকবে কলেজের পকেটে। কিন্তু প্রিন্সিপাল নিজে এসেছেন ফার্স্ট ইয়ারের একজন সামান্য স্টুডেন্টের ঘরে। তাতেই তো স্টুডেন্টটির কৃতজ্ঞ থাকার কথা, নুয়ে পড়ার কথা! ন্যায় বিচার হল কি হল না, সেটা তো জরুরি নয়, জরুরি হল প্রিন্সিপালের উপস্থিতিকে ভগবানের উপস্থিতি মেনে নিয়ে স্টুডেন্টটিকে আপ্লুত হয়ে ভুলে থাকতে হবে সবকিছু। ফলে হাওয়া বুঝে আমি আপ্লুত হয়েছিলাম।

অরবিন্দ বলেছিল, "বালার্কও মার খেল, কিন্তু ওকে একদম কাবু করতে পারেনি ওরা। তুই এত পলকা বলেই তোর এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু রণবিজয় এতটা ক্ষেপল কেন বল তো?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

এই উত্তরটা জানা নেই আমার। তবে চিন্তা করে যে বের করব তার সুযোগও পেলাম না। কারণ তার খানিকক্ষণ পরে আমার ঘরে যারা এসেছিল তাদের দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলাম আমি। জ্বর আর সারা শরীরে হাজার ফোঁড়ার ব্যথা নিয়েও উঠে বসেছিলাম খাটে, "তোরা?"

শ্রীবিদ্যা চশমা ঠিক করে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়েছিল, "তোড়ি।"

"তোরা এখানে কেন? ওয়ার্ডেন দেখলে বকবেন।"

"ভাগ তো। তুই কেমন আছিস? দেখে তো মনে হচ্ছে সমতলভূমিকে পিটিয়ে পার্বত্য অঞ্চল বানিয়ে দিয়েছে।"

শ্রীবিদ্যা অনেক কথা বলছিল, কিন্তু আমার ট্যান হয়ে যাচ্ছিল সব। আমি শুধু দেখছিলাম, দরজার ধারে দাঁড়ানো মেয়েটিকে। ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আমার দিকে। হালকা বাদামি চোখে ও কীসের ছায়া? দেবদারু বনের? তোড়ি আসছিল না। চলেও যাচ্ছিল না। ও শুধু দাঁড়িয়েছিল। বারান্দা দিয়ে হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিচ্ছিল ওর চুল। হঠাৎ পাঁজরের তলাকার জায়গাটায় বড্ড ব্যথা লাগছিল আমার। মনে হচ্ছিল কে যেন দু' হাত দিয়ে চেপে ধরেছে ওটা। ভাবছিলাম মারের চোট কি হৃদ্‌পিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে গেল?

শ্রীবিদ্যা কিছু বুঝেছিল হয়তো। ও অরবিন্দ আর বসন্তকে ইশারা করে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। পড়েছিলাম আমি আর সেই মেয়েটা।

তোড়ি এগিয়ে এসে বসেছিল আমার পাশে। তারপর গম্ভীরভাবে বলেছিল, "রণবিজয়ের সঙ্গে গন্ডগোল না করলেই নয়? ওই উঁচু ট্যাঙ্কে না উঠলেই নয়? যদি কিছু হয়ে যেত?"

"কিন্তু আমি তো কিছু..."

আচমকা তোড়ি এসে আমার ঠোঁট . দিয়েছিল। উঁহু, হাত দিয়ে নয়...

হালকা লবঙ্গের গন্ধ। আমার ফোলা ঠোঁটে ব্যথা লাগছিল, কিন্তু তবুও আমি সরতে পারছিলাম না। কতক্ষণ ওই অবস্থায় ছিলাম আমি

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

জানি না। একসময় তোড়ি মুখ তুলেছিল, ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বলেছিল, "কোনও কথা বলবে না।"

কিন্তু কথা বলব না? এতবড় একটা ঘটনা ঘটল আর আমি কথা বলব না? আমার ভিতরটা টগবগ করে ফুটছিল। একটা প্রশ্ন উপচে উঠছিল আমার মুখ দিয়ে। আমি আর সামলাতে না পেরে বলেছিলাম, "এই চুমুটা কওশলের সেই চুমুর চেয়ে ভাল ছিল?"

'ঠাস!' আমার টাইমিং যে খুব খারাপ সেটা আর-একবার প্রমাণিত হয়েছিল।

এখন সামান্য ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বললাম, "আবিরদা তুমি এই সন্ধেবেলা পাহাড়ি নদীর ধারে আনলে কেন আমাদের?"

"চল না, কাজ আছে।"

"কী কাজ?" বালার্ক জিজ্ঞেস করল।

"আছে। একজন কিছু সমস্যা করছে। তার সঙ্গে হিসেব বাকি আছে। আজ সেটা মেটাতে হবে।"

"কে আবিরদা?"

"চল না, দেখতে পাবি।"

অন্ধকারে ঘোলাটে হয়ে এসেছে চরাচর। পাথর মাড়িয়ে ছুটে চলা নদীর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আমরা ছোট-ছোট বোল্ডার পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। নদীর ওপারের দেবদারু বন যেন অন্ধকারে আরও ঘন হয়ে উঠেছে, আর তার মাথার উপর ভেসে রয়েছে নির্জন চাঁদ। জ্যোৎস্না জেগে উঠছে ধীরে-ধীরে। আর এর নীচে, ছুটন্ত নদীর পাড়ে পাথর টপকে হাঁটছি আমরা।

"আর কতদূর আবিরদা?" আমি . করলাম।

এবার একটু থতমত খেল আবিরদা, বলল, "এখানেই তো থাকার কথা ছিল! কিন্তু..."

"কার থাকার কথা ছিল? রণবিজয়ের?" বালার্ক চোয়াল শক্ত করল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

ও, তা হলে রণবিজয়ের সঙ্গে হিসেব বাকি আছে? আমার শরীরও শক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। আজ আমরা তিনজন আর রণবিজয় যদি একা আসে?

কিন্তু কোথায় রণবিজয়? আমরা এদিক-ওদিক তাকালাম। নদীর এপাশে বড় ইউক্যালিপটাসের বন, তার পাতার মর্মর শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। "রণবিজয়, রণবিজয়," আবিরদা ডাকতে-ডাকতে এগিয়ে গেল ইউক্যালিপটাস বনের দিকে। তারপর হঠাৎই দেখলাম আবিরদা দৌড়ে গেল বনের ভিতরে। বেগতিক দেখে বালার্কও দৌড়ল। আমি ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে দৌড়নোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

আবিরদা চিৎকার করছে খুব, বালার্কও চ্যাঁচাচ্ছে। গাছেদের মধ্যে আবছায়া অন্ধকারে চোখ সামান্য সয়ে যেতেই বুঝলাম ব্যাপারটা। সাদা টি-শার্ট পরে রণবিজয় মাটিতে আধশোয়া হয়ে আছে আর ওর সামনে সেই দু'জন লোকাল ছেলে হাতে বড় ধারালো ছোরা নিয়ে দাঁড়িয়ে। আর ওদের দিকে কোমরের বেল্ট খুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে এগিয়ে যাচ্ছে আবির মজুমদার।

"আবির তু লফরে মে মত পড়, এই রণবিজয় সেদিন জুনিয়রগুলোর সামনে আমাদের মেরেছে, গালি দিয়েছে। আজ ইসকো দিখানা হ্যায়!"

"তোরা চলে যা, রণবিজয়কে ছেড়ে চলে যা বলছি। আমরা তিনজন আছি, ওর গায়ে হাত পড়লে কিন্তু তোদের দুটোর হাত ভেঙে দেব," আবিরদার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলাম। তৃতীয় জন আমি নাকি?

"চোপ শালা বঙ্গালি, আজ তোদেরও..." কথা শেষ করার আগেই আচমকা বালার্ক লাফিয়ে পড়ল ওদের উপর।

তারপর মারামারি। তবে বর্ণনা আর দেব না শুধু মিনিট পাঁচেক পর আবিরদা বলে, "চলে আয় ম্যাওম্যাও, ওরা ভেগেছে।" এতক্ষণ ভয়ে গুটিয়ে থাকা কাল্পনিক লেজ তুলে ম্যাওম্যাও চলল।

আবিরদা রণবিজয়কে জিজ্ঞেস করল, "কী কেস? এসব কী করে হল?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রণবিজয় ক্লান্ত গলায় বলল, "তোদের জন্য ওয়েট করছিলাম। হঠাৎ এই মাল দুটো এসে...তোকে তখনই বললাম যা বলার হস্টেলে বল। এমন নির্জন জায়গা সেফ নয়।"

আবিরদা বলল, "ভেবেছিলাম কলেজ বা ওই চত্বরে বললে ইন্টারফেয়ার করবে কেউ না কেউ। তাই এখানে নিরিবিলিতে..."

"তা কী বলবি বল," রণবিজয় এবার আমাদের দিকে তাকাল।

আবিরদা বলল, "এই দুটো ছেলেকে, বিশেষ করে ম্যাওম্যাওকে যেভাবে মারলি সেই নিয়ে কয়েকটা কথা ছিল তোর সঙ্গে।"

"কী কথা?"

"তুই ওদের মারলি কেন এভাবে? শোন, মাথা ঠান্ডা রেখে উত্তর দে।"

"এই দুটো মাল গ্রুপবাজি করছে এখানে। চন্দর ওদের হেল্প করতে চেয়েছিল, আর ওর ডাক উপেক্ষা করে ওরা গিয়েছিল তোর কাছে। পলিটিক্স করতা হ্যায় ইয়ে দো হারামখোর।"

আমি বললাম, "সেদিন চন্দরদীপ স্যারের কাছেই যাচ্ছিলাম কিন্তু কল্যাণ বলল যে, আবিরদা ডেকেছে আগে। তাই..."

আবিরদা আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রণবিজয়কে বলল, "কিন্তু আমি ওদের ডাকিনি। অর্থাৎ কে মিথ্যে বলেছে? কল্যাণ। ওরা তোদের নামে হাবিজাবি কথা বলেছে সেটা তোকে কে খবর দিয়েছে? সেও কল্যাণ। ঝরনার ধারে কল্যাণ যখন তোকে ওদের নামে কথা বলছিল ময়ূখ শুনে ফ্যালে। ও ম্যাওম্যাওকে চায়, কিন্তু ছেলেটা বোকাসোকা বলে বিশেষ কেউ পাত্তা দেয়নি ওকে। এখন বুঝতে পারছিস তো গন্ডগোলটা কোথায়?"

রণবিজয় বুঝতে পারার আগে আমার মাথায় টং করে শব্দ হল। এটা হল রেগে যাওয়ার টং। জানোয়ারটা এমন করতে পারল? শ্রীবিদ্যার ওকে পাত্তা না দেওয়া, . ., পড়াশোনোর .. . . জেরটা এভাবে মেটাল? আমাদের বাঁশ দেবে বলেই হঠাৎ রাতারাতি সাধুপুরুষ হয়ে গিয়েছিল? দাঁড়াও শয়তান, আমাদের মার খাইয়ে, ময়ূখকে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

মেরে... তোমার সবটাতে শয়তানি। আজ ওর একদিন কি আমার... মানে ইয়ে... আমাদের একদিন!

বালার্ক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমার সঙ্গে যা করেছে, করেছে। কিন্তু সরসিজ তো ওকে কিছু করেনি। তা হলে ওকে এমন করল কেন? আজ এর একটা..."

শূন্যস্থান পূরণ করল রণবিজয়, "বিহিত করতেই হবে। চল জুনিয়র হস্টেলে।"

ফেরার পথে আমি শুধু আলতো করে বালার্কর কানে-কানে বললাম, "ক' দিন পরে চলে যাবি, ঝঞ্ঝাটে জড়াচ্ছিস কেন?"

বালার্ক শুধু বলল, "যখন যাব তখন যাব। কিন্তু যতক্ষণ আছি ততক্ষণ লড়ে যাব শালা।"

লড়াই যে কল্যাণের বিরুদ্ধে তা বিলক্ষণ বোঝা গেল। আমার মনেও চনমনে ভাব এল একটা। তবে সত্যিকারের সাহস, না দলে ভারী হওয়ার জন্য সাহস বুঝতে পারলাম না। তবে লড়াই যে হবে তা নিশ্চিত।

হস্টেলে পৌঁছে কিন্তু আমাদের সকলের 'কল্যাণ পেটাও' [illegible] জল পড়ল। কারণ অলরেডি কল্যাণের অবস্থা টাইট। বসন্ত বলল, ময়ূখ আর অরবিন্দের গোলাপি পাথরের টিপ-টিপ খেলায় ময়ূখ টিপ মিস করে কল্যাণের মাথা ফাটিয়ে বসেছে। আঃ। রাগ হল আমার। ময়ূখটা চিরকাল গুবলেট করতে ওস্তাদ। ভেবেছিলাম আমরা ওকে প্যাঁদাব, কিন্তু সেটুকু সুযোগ দিল না। তবে ঠিকই আছে। একভাবে না হয়ে অন্যভাবে শাস্তি পেয়েছে ব্যাটা। নে, এখন বোঝ!

আবিরদা রণবিজয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল "কল্যাণকে ছাড়, যা হওয়ার হয়েছে।"

রণবিজয় আবিরদার কথার উত্তর না দিয়ে বালার্কর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়াল। বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ, আজকের জন্য। তবে..."

"তবে?" আমি অবাক হলাম।

"ম্যাচে ছাড়ব না। অন্য কলেজে চলে যাবে এমন একটা ছেলেকে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

চ্যাম্পিয়ন হতে দেব না আমি। তোর সঙ্গে হিসেব মেটাব টেনিস কোর্টে। বুঝেছিস?"

বালার্ক শুধু বলল, "দেখা যাবে," তারপর লাইব্রেরির দিকে চলে গেল। আমিও ঘরের দিকে এগোলাম। কাল কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা। তার আগেই এত ঘটনা! তার ওপর গত কয়েকদিন বিশেষ পড়াই হয়নি। তাই রিঅ্যাকশনগুলো একবার দেখে নিতে হবে।

কিন্তু ময়ূখ থাকলে পড়বে কার বাবার সাধ্যি! ব্যাটা আমার সামনে এসে বলল, "সরসিজ তোকে একটা কথা বলার ছিল।"

ওফ, আমি জানি ও কী বলবে। আরে, আবিরদাকে তো কল্যাণের সেই চুকলিবাজির কথা বলেইছে। আমি বললাম, "জানি তুই কী বলবি।"

"জানিস?" ময়ূখ অবাক হল।

"হ্যাঁ, জানি। তুই এখন ভাগ। পড়তে দে," আমি হাতে স্টিলের স্কেল তুলে বললাম।

"কিন্তু তাও শোন না। তোকে না বললে..."

"ভাগ। খালি ঘ্যান-ঘ্যান, না? পড়তে দে," আমার এবার বিরক্ত লাগল।

"কিন্তু।"

"যাবি?" আমি চোখ পাকালাম।

ময়ূখ বেরিয়ে যেতে-যেতে বলল, "শুনলে পারতিস কিন্তু।"

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

১৮

তারপর বেস লাইনের দেড় সেন্টিমিটার ভিতরে হলুদ টেনিস বলটা ড্রপ খেয়ে যখন সাঁ করে বেরিয়ে গেল, আমার মনে হল, পেটের ভিতরের নাগরদোলা থামল এবার। চেয়ার আম্পায়ার ঘোষণা করলেন, "গেম অ্যান্ড সেট মিস্টার বালার্ক ভদ্র। স্কোর রণবিজয় কওশল—ওয়ান, বালার্ক ভদ্র—ওয়ান।"

অর্থাৎ ফাইনাল সেট এবার যে জিতবে, সেই হবে চ্যাম্পিয়ন। আমি তো গ্যালারিতে বসেও দেখতে পাচ্ছি শ্রীবিদ্যা, বসন্ত আর অরবিন্দ চেয়ারে বসে থাকা বালার্ককে হাত পা নেড়ে জ্ঞান দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি রণবিজয়কে হাত নাড়িয়ে কীভাবে বল মারতে হবে তা বোঝাচ্ছে অরবিন্দার আর আবিরদা। ওও যেন জুনিয়র ভার্সেস সিনিয়র! আমার খুব ইচ্ছে করছে নেমে গিয়ে ওদের মাঝে দাঁড়াই। ওদের কথা শুনি। ইচ্ছে করছে বালার্ককে গিয়ে বলি, "ভাই, ম্যাচটা খেলে চলে যাস না, থেকে যাস এখানেই। কী হবে ওখানে গিয়ে? আমাদের এই ছোট্ট টাউন খারাপ? আমরাই বা কি খারাপ?"

কিন্তু ওই তো বসে আছে কাকু, মানে বালার্কর বাবা, বসে রয়েছে ওর মা। কাকু তো বলছিল, বালার্কর ট্রান্সফারের সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। এবার শুধু ইউনিভার্সিটির কী একটা পেপার প্রিন্সিপালকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে হবে মাত্র। তা হলেই বালার্ক আর এই ইনস্টিটিউশনের কেউ থাকবে না।

কিন্তু শ্রীবিদ্যা কি তা জানে না? বসন্ত জানে না? অরবিন্দ? ও-ও কি জানে না? তা হলে কেন এত আপনভাবে বোঝাচ্ছে ওকে? ও হারলে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমাদের কী? . . . কলেজে গিয়ে তো ভুলেই যাবে আমাদের। কিন্তু আমরা কি ভুলতে পারব লম্বা ছিপছিপে এই ছেলেটাকে? ভুলতে পারব, সমস্ত জুনিয়রের পক্ষ থেকে এত ভয়ঙ্কর র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে ওর রুখে দাঁড়ানো? ভুলতে পারব আমায় বাঁচাবার জন্য ওর ঝাঁপিয়ে পড়া? মানতে পারব আমার পাশের খাটে বসে কেউ আর গেম্‌স খেলবে না?

ময়ূখ আমায় কনুই দিয়ে খোঁচা মারল, "এই, কে জিতবে মনে হচ্ছে বল তো?"

আমি বললাম, "যে ভাল খেলবে সেই জিতবে।"

"তোর কী ইচ্ছে?" ময়ূখ আগ্রহ নিয়ে তাকাল।

"গলা টিপে তোকে চিরতরে চুপ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।"

ময়ূখ তবু অদম্য, বলল, "শোন না, সেই কথাটা কিন্তু..."

"কোয়াটেট প্লিজ়, থ্যাঙ্ক ইউ," চেয়ার আম্পায়ারের ঘোষণায় জনতার গুঞ্জন থেমে গেল।

ময়ূখ চাপা গলায় বলল, "হুঃ, উইম্বলডন হচ্ছে যেন!"

"চোপ," কোর্টের দিকে চোখ রেখে বললাম আমি।

"চলে এসো ময়ূখ। কাম, সিট নেকস্ট টু মি," আমি মাথা না ঘুরিয়েও বুঝতে পারলাম তোড়ি দেবীর হুকুম হয়েছে।

ময়ূখ সুড়সুড় করে চলে গেল আমার পিছনের সারিতে।

তোড়ি আমার সঙ্গে কথা বলছে না সেই ঘটনার পর থেকে। এমন কী দেখা হলেও মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। এই গতকালের ঘটনাই তো। কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ছিল। লটারি করে পার্টনার . . পর দেখা গেল যে তোড়ি উঠেছে আমার ভাগ্যে। আমার, সত্যি বলতে কী, ভালই লাগছিল। তোড়ির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে মনে-মনে গদগদ হয়ে যাচ্ছিলাম একদম। সে গুড়ে বালি বা কেমিস্ট্রির সঙ্গে মিল রেখে বলা যায়, সে । কারণ তোড়ি আচমকা ম্যাডামকে গিয়ে বলেছিল, "ম্যাম, ওর সঙ্গে আমি কাজ করব না।"

"কেন?" ম্যাডাম অবাক হয়েছিলেন খুব।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

"হি ইজ় নট ফিট।"

আমি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, "নো ম্যাম, আমি এখন ফিট! হাতের ব্যথা প্রায় নেই।"

তোড়ি আমার কথার উপর গলা চড়িয়ে বলেছিল, "ফিজ়িক্যালি নয়, মেন্টালি। ম্যাম, প্লিজ় চেঞ্জ মাই পার্টনার।"

ম্যাডাম কী বুঝেছিলেন ভগবানই জানে, কিন্তু আমার পার্টনার করে দিয়েছিলেন রুচিরকে আর ময়ূখের সঙ্গে দিয়েছিলেন তোড়িকে। এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন আমি কয়েকবার কাতর চোখে তাকিয়েছিলাম তোড়ির দিকে। বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি আর ভাগ্য যখন আমাদের পার্টনার মনোনীত করেছে তখন অন্য কারও উচিত নয় তার জায়গায় আসা। কিন্তু চোখ তো আর মুখ নয়, তাই হয়তো চাহনি দিয়ে অতগুলো কথা বোঝাতে পারিনি। তবু চেষ্টার খামতি ছিল না।

পরীক্ষা শেষে ল্যাব থেকে বেরবার সময় তোড়ি ময়ূখকে বলেছিল, "জানো, হ্যাংলাদের আমি সহ্য করতে পারি না একদম।"

সেই হ্যাংলাটাই এখন একদম একা বসে রয়েছে। মাথার উপর দুপুরের রোদ ধীরে-ধীরে হেলছে বিকেলের দিকে। মাটির কোর্টে খেলা চলছে জোর। হলুদ বলের বার-বার দিক বদলের সঙ্গে-সঙ্গে সকলের মাথাও ঘুরছে। যেন সকলে একসঙ্গে কোনও ব্যাপারে অসম্মতি জানাচ্ছে।

তোড়ির কথায় বেশ খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম আমি। কিন্তু আচমকা হই-হই শুনে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করলাম . ! সত্যি তো কতদূর এগোল ম্যাচ? শুনলাম চারদিকে চিৎকারের মাঝে চেয়ার আম্পায়ার বলছেন, "ফোর গেমস ইচ, থার্ড অ্যান্ড ফাইনাল সেট।"

অ্যাঁ, চার-চার ড্র! মানে পরের দু'-তিনটে সেটে ফয়সালা হয়ে যাবে! আমি নড়েচড়ে বসলাম। শু , পছন থেকে তোড়ি চিৎকার করছে, "ফাটিয়ে দে, ফাটিয়ে দে।"

আমি চুপ করে খেলায় মন দিলাম। সার্ভ করছে রণবিজয়। সাড়ে ছ'

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ফুটের শরীরটা শূন্যে হলুদ বল ছুড়ে দিয়ে ধনুকের মতো বেঁকে র‍্যাকেট দিয়ে পেল্লায় থাবড়াল বলটাকে। বালার্ক নড়তে পারল না একচুলও। বলটা টেক্কা দিল ওকে। 'এস'। ফিফটিন লাভ।

পরের সার্ভ। আবার টেক্কা। এবার বোধহয় রুইতনের। থার্টি লাভ। এবার ইস্কাবন, ফরটি-লাভ। ময়ুখ বলল, "আম্পায়ার নো ডাকতে পারছে না?"

ময়ূখের বর্তমান সাপোর্টার তোড়িও রেগে গেল এবার, "চুপ করো ময়ূখ। এটা কি ক্রিকেট?"

চতুর্থ 'এস'-টা ঠেকাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালার্ক। গেম, রণবিজয়। সারা মাঠ এতটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, হাততালি দিতে পৌনে চার সেকেন্ড লেট হল তাদের।

রণবিজয় র‍্যাকেটটা জুতোয় ঠুকে অবজ্ঞার চোখে তাকাল বালার্কর দিকে। এতদূর থেকেও হঠাৎ গা শিরশির করে উঠল আমার। মনে পড়ে গেল সেই মাঠ! সেই জল-ট্যাঙ্কির সিঁড়ি।

বালার্কর প্রথম সার্ভিসটাই ডবল ফল্ট। লাভ-ফিফটিন। অর্থাৎ পনেরো পয়েন্ট লাভ হল রণবিজয়ের। পরের সার্ভটা কোর্টের মধ্যে পড়লেও হাফভলি হয়ে এল, রণবিজয় চকিতে পিছনে সরে গিয়ে ফোরহ্যান্ড ক্রস কোর্ট চালাল। পিছনের লাইন আম্পায়ার 'ইন' কল করে প্রায় চেয়ার নিয়ে পড়লেন। বলটা দু' চুলের জন্য ওঁর কান মিস করল। লাভ-থার্টি। আমার কাঁধ ঝুলে গেল! এইবার তৃতীয় সার্ভ। বালার্কর র‍্যাকেট থেকে বেরিয়ে বলটা স্পিন করে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রণবিজয় ফুল স্ট্রেচ করে স্লাইস করল। বলটা লোপ্পা হয়ে উঠে গেল নেটের কাছে। এ হল, "এসো আমায় ক্যালাও" টাইপের চাপ। বালার্ক পড়িমড়ি করে নেটের কাছে লোভীর মতো ছুটে এসে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে র‍্যাকেট চালাল। নেটটা ভীষণ দুলে প্রতিবাদ জানাল "এত জোরে আমার গায়ে বল মারা চলবে না।" কোমরে হাত . দাঁড়িয়ে পড়া বালার্ককে দেখে মনে পড়ে গেল, "লোভে পাপ, পাপে পয়েন্ট লস।" লাভ-ফর্টি, রণবিজয়।

ব্যস, হয়ে গেল। আর এক পয়েন্ট মাত্র। সেটা পেলেই রণবিজয়ের

Downloaded From : www.MonerSathe.com

হাতে কাপ চলে আসবে। ধুস শালা, আর দেখে কী হবে? আমি মুখ গোমড়া করে বসে রইলাম। সূর্য আরও হেলে পড়েছে। যেন বিছানায় আধশোয়া হয়ে ম্যাচ দেখছে। বালার্কর লম্বা ছায়া ওর কোর্ট ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে আমার মনের মধ্যে। আমি মনেপ্রাণে চাই বালার্ক জিতুক। চাই, চলে যাওয়ার আগে ও নিজের হয়ে, আমাদের হয়ে সমস্ত যন্ত্রণার সমুচিত জবাব দিয়ে যাক রণবিজয়কে।

কিন্তু পারবে কি বালার্ক? ওই তো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। বাঁ হাত দিয়ে ড্রপ খাওয়াচ্ছে বলটাকে। হঠাৎ আমি একদম সামনে বসা শ্রীবিদ্যাকে দেখলাম। মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে। সত্যিই তো, কীভাবে দেখবে বালার্কর হেরে যাওয়া?

বালার্ক এবার বলটা তুলল। হলুদ বলটা নীল আকাশের গায়ে ভাসল খানিকক্ষণ, তারপর নেমে এল আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ছিটকোল। লাইনের ভিতরে ড্রপ খেয়ে বলটা আছড়ে পড়ল পিছনের স্ক্রিনে। রণবিজয় নড়তে পারল না। 'এস' ফর সাবাস! আমি উত্তেজনায় প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। পরেরটা আরও নিখুঁত এস, যেন মিকেলাঞ্জেলোর ছেনি থেকে বেরিয়েছে। থার্টি-ফর্টি। 'কাম অন', নর্থ গ্যালারি থেকে চিৎকার উঠল হঠাৎ। শ্রীবিদ্যা চিৎকার করল, "ইউ ক্যান মেক ইট।" ময়ুখ চিৎকার করল, "এবার 'টি' মার।" তা মারল বালার্ক। পরপর তিনটে এস। ডিউস থেকে সোজা গেম। সারা মাঠ উত্তেজনায় ফেটে পড়ার উপক্রম হল। চেয়ারে এসে বসা বালার্কর দিকে দৌড়ে গেল বসন্ত, অরবিন্দ আর শ্রীবিদ্যা। হাত পা নেড়ে ওরা বোঝাতে লাগল কিছু। আমারও ইচ্ছে করল যেতে। কিন্তু মনে পড়ে গেল বালার্ক বলেছিল, "তুই গ্যালারি থেকে নামবি না। চুপ করে বসে থাকবি। তা হলেই ম্যাচ জিতব আমি। তুই আমার তুক।"

আমি দেখলাম, বালার্ক হাত মুঠো . শুধু। আর সেই দেখেই বোধহয় আকাশে সূর্যদেব সোজা হয়ে বসলেন। রোদটা যেন বেড়ে গেল একটু। আমি বুঝলাম বিকেলটা লম্বা হতে চলেছে।

সত্যিই লম্বা হল বিকেল। পরের দুটো সেটও রণবিজয় ও বালার্ক

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ভাগ করে নিল। ছয়-ছয় গেমে শুরু হল টাইব্রেকার।

নিমেষে স্কোর হয়ে গেল রণবিজয়-পাঁচ, বালার্ক-পাঁচ। এর পর যে দুটো পয়েন্ট নেবে সেই চ্যাম্পিয়ন। আমার কমে আসা ব্যথাগুলো আবার টনটন করতে শুরু করল। মনে হল, বিপি বেড়ে মাথাটা ফেটে যাবে। আমি পিছনে ফিরে ময়ূখকে বললাম, "কে জিতবে বল তো?"

ময়ূখ কিছু বলার আগে তোড়ি বলল, "কোয়ায়েট।"

আমি থতমত খেলাম। বুঝলাম চেয়ার আম্পায়ারের চেয়েও একজন কড়া মানুষ এরিনায় রয়েছে।

রণবিজয়ের একটা সার্ভ হয়ে গিয়েছিল, এবার দু' নম্বর সার্ভটা করল ও। ভীষণ জোরে একগুঁয়ে বাচ্চার মতো বলটা গোঁত্তা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বালার্ক ঠিক সময় রিটার্ন করল। হাফভলিতে বলটা লাইনের পাশে পড়ামাত্র রণবিজয় চালাল। বলটা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল। কিন্তু বেস লাইনে দাঁড়ানো বালার্ক দেখল, নেটের উপরের সাদা টেপে লেগে টুপ করে পাকা আমের মতো ওর সামনে পড়ল বলটা। ছয়-পাঁচ, রণবিজয়। বালার্ক মাথা নাড়ল। ব্যাড লাক। তবে ভরসা আছে আমাদের। খাদের কিনার থেকে বার-বার নায়করা জিতে ফিরে আসে। আমার বিশ্বাস বালার্কও পারবে।

বালার্ক চোয়াল শক্ত করে দাঁড়াল। হঠাৎ ইউক্যালিপটাস বনের দিক থেকে হাওয়া দিল একটা। আমি যেন স্পষ্ট নদীর শব্দ শুনলাম। জ্যোৎস্নার ভিতর যেন দেখলাম, রণবিজয়কে বাঁচাতে ছুটে যাচ্ছে বালার্ক। সার্ভিসটা করে আচমকা নেটের দিকে ছুটে গেল ও। আমি একটু অবাক হলাম, সাধারণত, বেসলাইন থেকে খেলে, কিন্তু হঠাৎ এভাবে কাছে ছুটে যাওয়ার মানে? রণবিজয়কে ঘাবড়ে দিতে চায় ও?

রণবিজয় ঘাবড়াল না, বলটাকে নিখুঁতভাবে লব করে দিল। হলুদ গোলক আবার আকাশে নাক ঘষে বালার্কর মাথা টপকে গিয়ে পড়ল পিছনে। বালার্ক দ্রুত টার্ন করে বেস লাইনের দিকে দৌড়ল। ওই তো একটা ড্রপ খেল বলটা। ওই তো, আর-একটা ড্রপ খাবে বলে মাটির

Downloaded From : www.MonerSathe.com

দিকে নামছে। বালার্ক গতি বাড়াল, পায়ের প্রতিটা পেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্ট্রেচ করা হাতের র‍্যাকেট এগিয়ে যাচ্ছে... এগিয়ে গেল... পৌঁছে গিয়েছে... আঃ!

পিছলে মাটিতে পড়ে যাওয়া বালার্ক দেখল, হলুদ বলটা দুটো, তিনটে, চারটে ড্রপ খেয়ে গড়িয়ে গিয়ে চলে গেল লাইন জাজদের দিকে। সিনিয়র গ্যালারি থেকে হল্লা উঠল। রণবিজয় হাঁটু গেড়ে বসে হাত ছুড়ে দিল আকাশে। শ্রীবিদ্যা চশমা খুলে চোখ মুছল। তোড়ি মুখ দিয়ে যন্ত্রণার শব্দ করল। ময়ূখ বলল, "রণবিজয় কি জিতে গেল?"

আর আমি এত হট্টগোল ছাপিয়েও নদীর শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। যেন দেখতে পেলাম পাথরের বাধা টপকেও এগোতে চাইছে সে। বুঝতে পারলাম না, জয় না লড়াই, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ!

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

১৯

কিন্তু কল্যাণ? কল্যাণের কী হল? এই যে গত অধ্যায় জুড়ে এত কিছু লিখলাম, কিন্তু একবারও তো কল্যাণের কথা লিখলাম না। কেন লিখলাম না কল্যাণের কথা? কারণ বয়কট। কল্যাণকে সমস্ত জুনিয়র বয়কট করেছে। কেউ পারতপক্ষে কথা বলছে না ওর সঙ্গে। ও কথা বলতে চাইলে আমরা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি। এমনভাবে তাকাচ্ছি যেন সামনে কেউ নেই। এমনকী মেসে খেতে বসলে কল্যাণের পাশ থেকে থালা নিয়ে উঠে চলে আসছি আমরা।

হস্টেল [illegible] এ এক নতুন রূপ দেখলাম আমি। যদিও খুব একটা ভাল লাগছিল না, তবু আমিও অমন ব্যবহার শুরু করলাম।

তবে ঘটনাটা ঘটল ফাইনালের পরদিন সকালে। আজ আমরা সপ্তাহ তিনেকের জন্য যে যার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। প্রতিটা সেমেস্টারের পর এভাবেই স্টুডেন্টরা বাড়িতে ফেরে। সকাল থেকেই তাই গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি। এমন সময় ঘরের দরজায় কে জানি নক করল। বালার্ক ওর হ্যাভারস্যাকটা ভাল করে বাঁধতে-বাঁধতে বলল, "দরজাটা খুলে দে তো।"

দরজা খুলেই থমকে গেলাম। মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে উসকোখুসকো চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কল্যাণব্রত রায়। ফরসা গালে চার পাঁচ দিনের না কাটা দাড়ি।

নিয়মমতো আমরা কথা না বলে ওর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার কথা, কিন্তু বিভিন্ন রকম নিয়ম ভাঙার মতো এটাও ভাঙলাম আমি। বললাম, "কী রে তুই? প্যাকিং হয়ে গিয়েছে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

কল্যাণের স্থির হয়ে থাকা চোখের মণিটা নড়ল একটু। জল ছাপিয়ে উঠল পাতা। তারপর গালের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামল। ও ভেজা গলায় কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কাঁপা হাতে আমার দু'টো হাত ধরল ও।

"কী হল রে? শরীর খারাপ?" আমি আড়চোখে দেখলাম বালার্ক এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

"সরসিজ, বালার্ক আমায়... আমায় ক্ষমা করে দে ভাই।"

বালার্ক গম্ভীর গলায় বলল, "কীসের জন্য ক্ষমা? কী করেছিস তুই?"

"আমি খুব ভুল করেছি। আসলে, বুঝতে পারিনি যে সরসিজ আর তোকে এভাবে মারবে। আয়্যাম সরি, এ সরি।"

আমি ওর হাত ধরে এনে ওকে খাটে বসালাম, "কেন তুই এমন করলি কলু? আমাদের মার খাইয়ে কী পেলি তুই?"

"হিংসেয় আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শ্রীবিদ্যার অমন বিহেভিয়ার আমার... একদম..." কথা গোছাতে পারছে না কল্যাণ। তবু কীসব হাবিজাবি বলছে! এক-এক করে ছেলেরা ঘরে এসে জমছে। অরবিন্দ, রুচির, বিজয়, বিকাশ, চিত্তিবাবু, বসন্ত, ময়ূখ সকলেই অবাক হয়ে দেখছে কল্যাণকে। কোথায় সেই কথার ফুলঝুরি! কোথায় ঔদ্ধত্য! কোথায় অ্যাটিটিউড! সব যেন শেষ। কল্যাণ তোতলাচ্ছে, গোছাতে পারছে না কথা। শুধু বলছে, "আমায় মার তোরা। জুতো মুখে দৌড় করা। কিন্তু কথা বল। এভাবে একঘরে করে না। প্লিজ়, তোদের সকলকে বলছি। ময়ূখ তোকেও বলছি, সরি... আয়্যাম সরি। তোরা..."

সকলেই প্রশ্ন করছে ওকে। গালাগালি করছে। হইচই-এ সকলের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। কল্যাণ বিড়বিড় করছে, "তোরা... প্লিজ় ফরগিভ মি। প্লিজ়..."

"তোরা চুপ কর," হঠাৎ বালার্ক চিৎকার করে থামিয়ে দিল ওদের। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "সরসিজ, কওশল তোকে সবচেয়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বেশি মেরেছিল। তুই কি কল্যাণকে ক্ষমা করবি? তুই বললে সব ব্যান তুলে নেব আমরা। এবার বল।"

আমি বলব? খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমাদের ছোট্ট ঘরে ঠেসে আসা ছাত্রদের সম্মিলিত চোখগুলো আমার দিকে জুল-জুল করে তাকিয়ে রয়েছে। সকলের এমন ভাব যেন অ্যাটমবোমা ফেলব কী ফেলব না, তা ঠিক হবে আমার হ্যাঁ বা না-এর উপর। খুব অস্বস্তি হল আমার। কল্যাণের মুখের দিকে তাকিয়ে খারাপও লাগল। কিন্তু কওশল যা করেছে আমায়, তা এককথায় অকথ্য অত্যাচার। বালার্ককে টাইট দিতে গিয়ে, ওর উপর মানসিক চাপ বাড়াতে গিয়ে আমায় মেরেছে ওরা, আর এসবের পিছনে ছিল কল্যাণ। মারের কথা চিন্তা করলে সারা শরীরে রক্ত গরম হয়ে উঠছে। কিন্তু তারপরেই মনে হল কতদিন টানব এই শত্রুতা? ও তো ভুল স্বীকার করছেই, তা হলে আর কীসের রাগ?

আমি বললাম, "কল্যাণ, তোকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু শোন, তুই যদি ভাবিস সব এখনই আবার আগের মতো হয়ে যাবে, তা হলে ভুল ভাবছিস। তুই যা করেছিস তা জঘন্য কাজ। মনে রাখিস, জঘন্য কাজ। ক্ষমা করেছি মানেই কিন্তু ভুলে যাইনি। ভুলতে সময় লাগবে। তবে দরকারে অবশ্য সবসময় তোর পাশে আছি আমরা। এবার যা, প্যাকিং সেরে নে।"

কল্যাণ উঠল। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থমকাল। অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, "বালার্ক, এ কলেজ ছেড়ে যাস না। আমি হয়তো খারাপ, কিন্তু মন থেকে বলছি, তুই চলে গেলে এই জুনিয়রদের বল্ডিংটাই ভেঙে যাবে। যাস না প্লিজ।"

কল্যাণ চলে যাওয়ার পর, এই "যাস না প্লিজ"-টা প্রায় কোরাসে পরিণত হল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সকলেই বলল বালার্ককে থেকে যেতে। শুধু আমি বললাম না। কেন বলব? কেন হবে ওকে? বেঙ্গালুরুতে ও এমন বন্ধুদের পাবে? এমন পাহাড় পাবে? নদী পাবে? অভিমানী রেললাইন পাবে? ঝরনা পাবে? পাবে না। জানি পাবে না। তা হলে কেন থাকতে বলতে হবে ওকে? কোন নবাবপুত্তুর ও?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

বালার্কর মা মানে কাকিমা এসে ঘরে ঢোকায় ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হল। বালার্ক মুখ গোঁজ করে প্যাকিং করতে শুরু করল। আমি খাটে বসে পুরনো একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটোতে লাগলাম। কথাই বলব না শালা বালার্কের সঙ্গে।

"এই সরসিজ, একটা কথা শুনবি?" আমি মুখ তুলে দেখলাম দরজায় দাঁড়িয়ে ময়ূখ কাতর চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

"কী কথা?" আমার বিরক্ত লাগল। আবার শুরু করেছে।

"শোন না, একটু ঘরের বাইরে শোন না," কাতর স্বরে বলল ময়ূখ।

"ভাগ, ভাঙা রেকর্ড..." শালাটা বলতে গিয়েও আটকে গেল। ঘরে কাকিমা রয়েছে যে।

"শোন না প্লিজ," ময়ূখ এবার যেন পা ধরবে মনে হল।

"তখন থেকে ঝঞ্ঝাট করছিস। বলছি শুনব না। সেদিন থেকে পিছনে..."

"যাও না, কী বলছে শোন না," কাকিমা এবার মধ্যস্থতায় ঢুকলেন।

"প্লিজ, খুব ইম্পরট্যান্ট কথা," ময়ূখ শেষ চেষ্টা করল।

আমি উঠলাম। 'ওয়ান্স অ্যান্ড ফর অল' সব কথা শুনব আজ, ওর জীবনের যাবতীয় গোপন কথা না শুনে ছাড়বই না।

করিডোরটা এখন ফাঁকা। আমি বেরোতেই ময়ূখ হাত ধরে টেনে করিডোরের এক প্রান্তে নিয়ে গেল আমায়। আমি বললাম, "কী হয়েছে? কল্যাণের দু' নম্বরি করার ব্যাপারটা যে তুই আবিরদাকে বলেছিস, তা তো সকলেই জানে। সেটা নিয়ে আবার হ্যাজাচ্ছিস কেন? কল্যাণের সঙ্গেও তো সব চুকেবুকে গিয়েছে। ও সরি-ও বলল সকলের সামনে। তা হলে ফালতু কেন আমার মাথা খাচ্ছিস? তার চেয়ে যা, প্যাকিং করে নে।"

"তোকে একটা কনফেশন করার আছে আমার," ময়ূখের গলার স্বর হঠাৎ পালটে গেল।

"কনফেশন?" আমি ঘাবড়ে গেলাম।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"আমি...আমি কল্যাণকে ইচ্ছে করে পাথর ছুড়ে মেরেছিলাম।"

অ্যাঁ? আমি ময়ূখের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, "তবে যে সকলে বলল খেলতে গিয়ে ভুল করে পাথরটা মিস হিট হয়ে গিয়েছে?"

"না, ওটা মিস হিট নয়। গোটা আইডিয়াটাই ছিল কল্যাণকে শায়েস্তা করার, না হলে অমন বাচ্চাদের মতো একটা খেলা খেলব কেন? সবসময় কেমন হেনস্তা করত দেখেছিস তো? আসলে জানতাম সরাসরি তো কিছু করতে পারব না। তাই খেলার ছলে সুযোগ বুঝে... একদিন না একদিন তো সুযোগ আসবেই," ময়ূখ মাথা নিচু করল।

আমার সত্যিই নিজেকে কনফেশন বক্সের মত নির্জীব মনে হল। ময়ূখ এমনটা করেছে? সত্যিই করেছে? যদি বড়সড় কেলেঙ্কারি হয়ে যেত? তা হলে তো... আমি আর চিন্তা করতে পারলাম না।

ময়ূখ বলল, "আচ্ছা, কল্যাণ যখন ক্ষমা চাইল, আমিও কি ওর কাছে গিয়ে সত্যি বলে ক্ষমা চেয়ে নেব?"

"ক্ষমা? পাগল নাকি? তুই যা করেছিস তা ক্রিমিন্যাল অফেন্স। খবরদার এসব করবি না। সব সত্যকে প্রকাশ করতে নেই। সমাজে ব্যালান্স রাখার জন্য একটু-আধটু মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়। শোন, আমায় যা বললি তা ভুলে যা। খবরদার কারও কাছে আর এসব বলিস না। বুঝলি?"

ময়ূখ মাথা নাড়ল। তারপর চলে যেতে-যেতে করুণ গলায় বলল, "আমিও কিন্তু খারাপই হয়ে গেলাম, না? কল্যাণ যা করেছে, আমিও তো তাই করেছি!"

না, এবার আর আমি কিছু বললাম না। সবসময় ীব হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ভোকাল টনিক দেওয়ার দরকার নেই। তাই, যেতে দিলাম ময়ূখকে। সকলকে নিজের-নিজের সত্য নিয়ে বাঁচতে হয়। আমি ঠিক করলাম, এটা দ্রুত ভুলে যাব।

নিজের রুমে ফিরে এসে দেখলাম আবার জমায়েত হয়েছে একটা। আর সেই পুরনো কোরাস ফিরে এসেছে। অরবিন্দ বালার্কর পাশে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

দাঁড়িয়ে ওর পিঠে হাত রেখে বলল, "চলে গিয়ে কী হবে? এখানে যখন সব জমে উঠছে, তখন তুই খেলা ভেঙে চলে যাবি?"

বসন্ত বলল, "থেকে যা। ট্রান্সফার তো আর নেওয়া হয়নি। এখানে তো তোর সিট পাকা। আমাদের ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না?"

রুচির বলল, "আর শ্রী...."

"বিদ্যা বলছি," কাকিমার সামনে রুচিরকে ম্যানেজ করল অরবিন্দ, "তু রহনে সে দিল খুশ হো যায়েগা। আর আমি ছেলে, ওখানে লাইফ খুব মেকানিক্যাল। এখানে নেচারের মধ্যে থাক। আমাদের সঙ্গে থাক।"

আমি কিছু বললাম না। হাতে সেই ম্যাগাজিনটা তুলে ওলটাতে লাগলাম। কিন্তু না তাকিয়েও বুঝলাম বালার্ক আমায় দেখছে। ওর মধ্যে তৈরি হওয়া দ্বিধা কি এবার ডিসিশনে বদলাচ্ছে? আমি চোখ তুললাম না। সেই অভিমানী রেললাইন জেগে উঠছে আমার মধ্যে। কষ্ট হচ্ছে একটা। প্রথম রাতের সেই রাগী, উদ্ধত ছেলেটা যে এখন প্রিয় বন্ধু। বন্ধু হারানোর মতো দুঃখ কি আর কিছু আছে?

কাকিমা হঠাৎ উঠল। বলল, "তোমরা কথা বলো, আমি ফোন করে খোঁজ নিই বালার্কর বাবা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কি না," কাকিমা বালার্কর মোবাইল তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঢুকল আবিরদা আর রণবিজয়।

"কা রে, ইয়ে মেলা কাহে লাগা রাখ্‌খা হ্যায়?" রণবিজয়ের হাতে একটা প্যাকেট খেয়াল করলাম এবার।

"স্যার, বালার্ক চলে যাচ্ছে... " বসন্ত অস্ফুটে বলল।

"ভাগ রাহা হ্যায় তু? শালা ডরপোক। ভাগ কে কা ফায়দা? তুই যেই হেরো সেই হেরোই থাকবি। রানার্স। মানে তো? ওয়ান হু রান্‌স অ্যাওয়ে। ক্ষমতা থাকলে এখানে থাক। পরেরবার ফাইনালে আমায় হারিয়ে দেখা। দেখব কত দম . । এই নে, এটা নিয়ে খেলে যদি হারাতে পারিস আমায়, বুঝব তুই পুরুষ। আর না হলে... " রণবিজয় প্যাকেটটা বালার্ককে দিয়ে হেসে আবিরদার পিঠে চাপড় মারল, "তুই

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আবির শালা এইসব বঙ্গালিগুলোকে নিয়ে গল্প করিস? গ্রুপ করিস? যে ভাগে সে শালা চুহা।"

রণবিজয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আবিরদা যাওয়ার আগে বলল, "বালার্ক, রণবিজয়কে পরেরবার হারাতে পারবি না?"

পারবে? কে পারবে? পারা কাকে বলে? কী পারতে হবে?

আমি আবিরদার দিকে তাকালাম। আবিরদা আমার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, "ম্যাওম্যাও, বন্ধু পালাচ্ছে?"

ওরা চলে গেলে অরবিন্দ বালার্কর হাত থেকে প্যাকেট নিয়ে খুলল। আরিব্বাস, খুব দামি একটা গ্রাফাইট র‍্যাকেট। বালার্ক র‍্যাকেটটা দেখল একপলক তারপর দরজায় এসে দাঁড়ানো ওর মাকে বলল, "প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে?"

"ফোনে জানলাম, তোর বাবা এইমাত্র ক্যাম্পাসে এসে নেমেছে অটো থেকে। এবার যাবে।"

"চল সরসিজ," বালার্ক হঠাৎ ভিড় ঠেলে ছিটকে বেরল।

"কোথায়?" আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম।

অরবিন্দ, রুচির, বসন্ত আর বাকিরা ওর পিছনে যেতে-যেতে বলল, "চল না শালা।"

কাকিমার সামনে "শালা" শব্দটা ঘুরতে-ঘুরতে এসে ধাক্কা মারল আমায়। আমিও ছিটকে বেরোলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দৌড়। মাঠ ভেঙে আমরা একঝাঁক ছেলে দৌড়তে লাগলাম। আশেপাশের সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছে। এরা যাচ্ছে কোথায়? অরবিন্দ চিৎকার করল, "প্রিন্সির ঘরের দিকে," ঝাঁক বাঁক নিল।

"ওই তো," রুচির আঙুল তুলল। সবুজ শার্ট পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বালার্কর বাবা। দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? তবে কি কথা হয়ে গিয়েছে? আমরা আবার স্প্রিন্ট টানলাম। আরে পাশে শ্রীবিদ্যা কী করছে? সব কেমন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

বালার্কর বাবা মানে কাকুর সামনে এই রোদে এতটা দৌড়ে এসে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

যখন দাঁড়ালাম মনে হল, যেন ফুসফুস দুটো মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। তবুও তার ভিতরেও খাবি খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করলাম, "কাকু, কথা হয়ে গিয়েছে প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে? উনি রাজি?"

"কেন? রাজির প্রশ্ন আসছে কেন?"

"কিন্তু..." বালার্ক মুখ খুলল এবার, "আমি ভাবছিলাম, কোনও কিছুই তো এখনও হয়নি। শুধু মৌখিক কথা। তাই যদি..."

"যদি কী?" কাকু ভুরু কোঁচকালেন। বালার্ক শেষ সময়ে পালটি খাওয়ার চেষ্টা করছে দেখেই বোধহয় রাগ করছেন কাকু। স্বাভাবিক, কথার খেলাপ হবে যে!

তবু এবার আমি চেষ্টা করলাম, "ও যদি ট্রান্সফার না নেয়..."

কাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, "যদি মানে?"

"বাবা, এখানেই থেকে যাব ভাবছি। বেঙ্গালুরুতে দাদাভাইকে তুমি বুঝিয়ে বলো। ঠিক আছে, আমিই বুঝিয়ে বলব। প্লিজ বাবা..."

কাকু গম্ভীর, "যদি-টদি নয়, প্রিন্সিপাল বলেছেন..." তিনি থামলেন। আমরা স্থির। পাশের দেবদারু গাছের থেকে উড়ে যাওয়া পাখিটাও ফ্রিজ করে গেল যেন। কাকু নিচুস্বরে বলল, "টিসি উনি দেবেন না। বালার্ককে এখানেই থাকতে হবে। আর যাওয়ার চেষ্টা করলে..."

না, বাকিটা আর শোনা হল না হুল্লোড়ে। কাকু হাসছেন। ছেলের ঝাঁক চিৎকার করছে। সকলের মুখ রোদের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল, তবুও তার মাঝে দেখলাম শ্রীবিদ্যা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বালার্কর দিকে। এক-একটা দৃষ্টি এক-একটা বন্ধন। কাকু এই স্থিরচিত্রের মধ্যে একমাত্র 'মুভি' হয়ে বালার্কর কানের কাছে চাপা গলায় বললেন, "রেজাল্ট যেন খারাপ না হয়। নইলে..."

ছাত্রদের হইচই, স্থিরচিত্রে বদ্ধ দুটি মানুষ আর এই সকালের রোদভেজা দেবদারুতলা ছেড়ে এবার এগিয়ে যেতে হবে আমায়। কারণ দূরে, অনেকটা দূরে একটা ছাতিম . নীচে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কাছে পৌঁছতে হবে আমার গল্পকে।

আমি ভিড় ছেড়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। হাইওয়ের পাশে কলেজ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

থেকে দেওয়া বাস এসে দাঁড়াচ্ছে এবার। ছাত্রছাত্রীদের নিজের-নিজের গন্তব্যে নিয়ে যাবে তারা। আমি ট্রেন ধরার জন্য যাব বেঙ্গালুরুর দিকে আর সে যাবে মহারাষ্ট্রের পথে।

"কী চাও?" জিজ্ঞেস করল তোড়ি।

তোমাকে, ভাবলাম বলি। কিন্তু জিভ পারল না। আমি বললাম, "তোমার কাছে সরি বলতে এলাম।"

"কেন? আমি কে তোমার?"

"তুমি...তুমি?" পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন এটা। কী জবাব দেব আমি এর? কী বলব যে তোড়ি, তুমি আমারই? আমি বললাম, "সেই রণবিজয় নিয়ে প্রশ্নটার জন্য আমি সরি। ফরগিভ মি।"

"ক্ষমা করব?" তোড়ির হাওয়ায় নুয়ে আসা চুল গালের উপর থেকে সরাল।

"প্লিজ়। না হলে... না হলে... আমার ছুটিটা একদম বাজে কাটবে।"

"কেন? আমার ফরগিভনেসের কী দাম?"

অমূল্য, অমূল্য। আমার সর্বান্তকরণ চিৎকার করে বলতে চাইলেও গলা দিয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে পিন ঘষে যাওয়া গ্রামোফোনের শব্দ বেরোল শুধু। আমি বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম।

"আই ক্যান ফরগিভ ইউ। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরটা যদি সঠিক দাও তবেই মাফ করব তোমায়।"

"প্রশ্ন?"

"কোথায় স্পর্শ করলে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি হয়? পারবে বলতে?" তোড়ি যেন সাদা দস্তানা ছুড়ে আমায় ডুয়েলে আহ্বান করল, বলল, "এত মাস হয়ে গেল এর উত্তর তুমি দিতে পারনি। আজ দাও। পারবে? ক্যান ইউ?"

আমি তোড়ির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে এবার। এত সুন্দর কেন হয় মানুষ? এত ভালই বা হয়? প্রায় তিন সপ্তাহ দেখতে পাব না ওকে। এই সময়টা কী করে থাকব আমি?

"কী হল, বলো?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

আমি হাসলাম। বললাম, "হার্ট-এ। হৃদয়ে।"

তোড়ির চোখের রোদ ঠান্ডা হয়ে এল হঠাৎ। হঠাৎ মৃদু-মন্দ হাওয়া বইতে লাগল পাহাড়ের দিকে থেকে। নদীর শব্দটা আবার স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি। মনে হল, বহুদিন এই মুহূর্তটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

তোড়ি এগিয়ে এল আমার দিকে। ডান হাতটা তুলে আমার বুকে রাখল আলগোছে। তারপর নদীর গুঞ্জন আর পাতার মর্মর বাঁচিয়ে ফুল খসে পড়ার শব্দে বলল, "তুমি আমায় এখানে, এই হৃদয়ে স্পর্শ করেছ।"

আমরা সকলেই তো এখানেই স্পর্শ করতে চাই। আজ সেই ক্যাম্পাস ছেড়ে আসার এত বছর পরেও সকালবেলার সেই স্পর্শটুকু এখনও লেগে রয়েছে আমার বুকে, মনে। সেই স্পর্শ, সেই নদী, সেই ঝরনা আর অভিমানী রেললাইন, সেই সুরির পাগল ভাই, সেই সন্ধের মুখে আলোয় গাঁথা পাহাড়, সেই বন্ধুত্ব, প্রেম বা প্রেম থেকে ফেরত আসার সেই পথরেখা—পালটে দিয়েছিল আমার মতো অনেক সাধারণ ছেলের জীবন। বুঝিয়েছিল 'আমি কে তোমার?' বুঝিয়েছিল, বেঁচে থাকার অর্থ। বন্ধুত্বের অর্থ। বুঝিয়েছিল, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা করে আবিরদা থাকে, বালার্ক থাকে। থাকে পাথরের বাধা টপকে এগিয়ে যাওয়া নদীর মতো আজীবনের এক বন্ধুত্বের গল্প।

(আন্টিস শপ, জল-ট্যাঙ্কি ও অভিমানী রেললাইন ছাড়া, এ গল্পের আর সমস্ত কিছু কাল্পনিক)

Downloaded From : www.MonerSathe.com